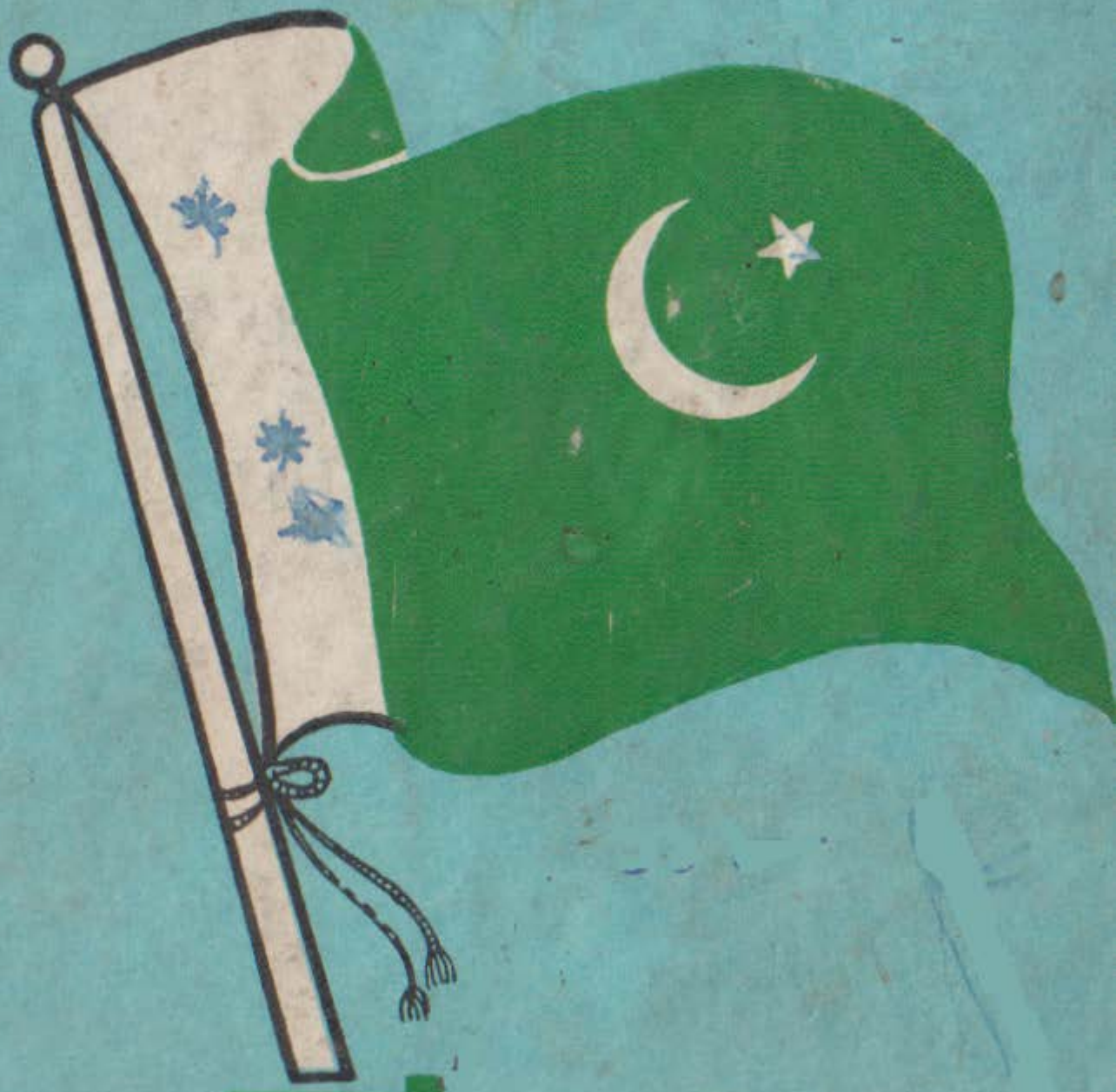

পাকিস্তান আন্দোলন

পাকিস্তান আন্দোলন

নাইমউদ্দিন আহমদ

[মেম্বার, কেন্দ্রীয় পরিষদ নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ]

www.pathagar.com

প্রকাশনায় ঃ

সোসাইটি ফর পাকিস্তান ষ্টাডিজ,
ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান।

প্রথম সংস্করণ—ডিসেম্বর ১৯৪৫
দ্বিতীয় সংস্করণ—জানুয়ারী [illegible]
তৃতীয় সংস্করণ—এপ্রিল ১৯৭০

মূল্য—এক টাকা পঁচিশ পয়সা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ

সেকান্দর হায়াত মজুমদার
মেঘনা মুদ্রণ, ২৮৮ চন্দনপুরা,
চট্টগ্রাম, পূর্ব পাকিস্তান
ফোন ঃ ৮৩৯১০

www.pathagar.com

পূর্ব-কথা

কেন্দ্রীয়-পরিষদ নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের তৎকালীন সদস্য নাইম-উদ্দিন আহমদ সাহেবের পাকিস্তান আন্দোলনের উপর লিখিত মূল্যবান ও তথ্য সম্বলিত এই গ্রন্থ খানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। পাকিস্তান আন্দোলনে গ্রন্থখানির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় প্রথম সংস্করণের এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে।

উপমহাদেশে পরাধীন মুসলমানদের স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৫ সাল পর্যন্ত) সংক্ষেপে এ বইতে আলোচিত হয়েছে।

পাকিস্তান আন্দোলন এবং অখণ্ড জাতির অতীত ঐতিহাসিক সংগ্রাম সম্পর্কে সাধারণভাবে জ্ঞান লাভের জন্য বর্তমান মুহূর্তে দুষ্প্রাপ্য এ গ্রন্থখানি অত্যন্ত সহায়ক হবে মনে করেই তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হোল।

—ডঃ হাসান জামান

www.pathagar.com

সূচীপত্র

অদ্ভুত ধারণা ... ৯
হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধ ... ১০
জাতীয় জাগরণ ১৩
ক্রমোন্নত দ্বন্দ্ব ... ১৬
পৃথক নির্বাচন ... ১৮
লীগ-কংগ্রেস সম্বন্ধের পটভূমি ২০
স্বায়ত্ব শাসনের যুগ ... ২২
জাতীয় জীবন ... ২৪
নিজেদের গড়ে তুলবার অধিকার ২৬
লীগের আদর্শ ... ২৭
মূলদাবী প্রথমে ... ২৯
পাকিস্তান ও স্বাধীনতা ... ৩০
সমস্বাধীনতা ... ৩৪
দায়ী কে? ... ৩৬
পাকিস্তানের দাবী স্পষ্ট ... ৩৯
অখণ্ড ভারতের সুখ স্বপ্ন ... ৪০
বাস্তব উপলব্ধি ... ৪২
দুর্বল যুক্তরাষ্ট্র ... ৪৩
অতিরিক্ত ক্ষমতা ... ৪৪
ন্যাশ্‌নালিটিজ্‌ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ৪৫
অস্থায়ী সরকার ... ৪৮
ষড়যন্ত্র ... ৪৯
যবনিকার অন্তরালে গান্ধী-আচারী ৫০
পরস্পর বিরোধী মত ... ৫১
বিভিন্নমুখী প্রচার ... ৫২
হিংসার পূজারী ... ৫৪
ভৌগোলিক ঐক্যের ধূয়া ... ৫
সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের পত্তন ৫৬
অবান্তর জিনিষ ... ৫৯
হিন্দুস্তানে মুসলমান ... ৬২
আচারীর চূড়ান্ত দান ... ৬৫
অবলীয় সম্মেলন ... ৭৩
লিয়াকত-দেশাই চুক্তি ৭৪
শিমলা বৈঠক ... ৭৬
ইসলাম ও মধ্যযুগীয় ভাবধারা ৮০
যুক্ত নির্বাচনে আম্বেদকার ঘায়েল ৮৪
স্বরূপে আত্মপ্রকাশ ... ৮৫
আত্মনিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় কংগ্রেস ৮৯
ভয় কোথায়? ... ৯৫
ক্রিপস্‌ প্রস্তাব ... ৯৮
আচারী-ফর্ম্মুল ... ১০০
গান্ধী-ফর্ম্মুলা ... ১০১
লিয়াকত-দেশাই চুক্তির শর্তাবলী ১০১

www.pathagar.com

ভূমিকা

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ বর্ত্তমানে অসম্ভব হয়ে উঠায়, মুসলিম জাতীয় স্বাধীনতার অমঙ্গলাকাঙ্খিগণ অল্প কিছুদিন হোতে পাকিস্তান-দাবী ফর্মূলার পার্শ্বদেশ আক্রমণ আরম্ভ করেছেন। এই পার্শ্ব আক্রমণের উদ্দেশ্যই হচ্ছে পাকিস্তান-দাবীকে সমূলে নস্যাত করা। তাঁরা পাকিস্তানের নামে জনসাধারণের সম্মুখে শত শত প্রস্তাব উত্থাপিত করেছেন ও করছেন, কিন্তু সরাসরি পাকিস্তান দাবী মেনে নিতে একেবারেই নারাজ। এই সমস্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ঠিক একই—পাকিস্তানের দাবীকে টেপেডো করা। জনকয়েক পাকিস্তান বাদীও এই ফন্দিজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন; কাজেই আমরা পাকিস্তানের আসল মর্ম্ম, এর উৎপত্তি, প্রসার, বিভিন্নমুখী কারণ-সমূহ, বিশেষ করে পাকিস্তানের প্রকৃতরূপ এবং তার বদলে যে সমস্ত চোখ ধাঁধান প্রস্তাব ও প্রতারণামূলক যুক্তিবাদ দাঁড় করা হয়েছে এমুহূর্তে তাদের স্বরূপ এবং ছদ্ম আবরণের মুখোস জনসাধারণের সম্মুখে খুলে ধরা কর্ত্তব্য বলে মনে করি।

আচারী-ফর্মূলা, গান্ধী-ফর্মূলা ও স্যার-তেজের ফর্মূলা উল্লিখিত প্রস্তাব-গুলোর কয়েকটা। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এই যে, মুসলিম জাতীয়-জীবনের পুনরভ্যুদয়ের দিনে মুসলিম জনসাধারণ সাধারণভাবে এবং যুব সমাজ বিশেষভাবে যে সমস্ত সমস্যা তাঁদের সামনে দাঁড়ায় সেগুলো সম্বন্ধে ভীষণভাবে চিন্তা ও গবেষণা করা শুরু করেছেন। এই পুস্তকের উদ্দেশ্যই হোল পাকিস্তানপন্থী ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজনাহীন, নির-পেক্ষ, গভীর দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে খোরাকের যোগাড় করে দেওয়া।

পাকিস্তান ভারতের জটিল রাজনীতি এবং অসামঞ্জস্য-পূর্ণ দাবীগুলোর একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাধান। এর বাস্তবতা স্বীকার করে জাতীয়তাবাদী

www.pathagar.com

নেতাদের অনেকেই খোলাখুলিভাবে এই দাবীর যৌক্তিকতাকে মেনে নিয়েছেন। মহাত্মাজীর সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা খাটে। তিনিও অবশেষে পাকিস্তান দাবীর মূলনীতিকে মেনে নিয়েছেন; কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা, আভ্যন্তরীণ যানবাহন, শুল্ক, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ধুয়া সমূহের আসর থেকে এখনও নিজকে সঠিকভাবে মুক্ত করতে পারেননি।

পাকিস্তান-আন্দোলন সংখ্যালঘিষ্ঠদের সাম্প্রদায়িক দাবী নয়—মুসলিম জাতীয় স্বাধীনতার দাবী। জটিল রাজনৈতিক সমস্যা ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ সমাধানের বৈজ্ঞানিক কোন পথ বাহির না হওয়ায় অচল অবস্থা বেড়েই চলেছে। এই অচল অবস্থা নিয়ে এসেছে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের উপর একটা একটানা বিপর্যয়—অনাহার, রোগ, মৃত্যু! আমাদের মনে রাখতে হবে বিদেশী এসে আমাদের এই সমস্যার সমাধান করে দেবেনা, সমাধান আমাদেরই করতে হবে; কংগ্রেস-লীগ মিলনের পথেই এটা সম্ভব। সেজন্যই কায়েদে আজম বলেছেন—"The only sanction which the Muslims and Hindus can forge is a united front".

"হিন্দু এবং মুসলমানগণ মিলিতভাবে একমাত্র যে অনুমোদনযোগ্য ও পালনযোগ্য নীতি গড়ে তুলতে পারে, তা হ'লো একটা সম্মিলিত ফ্রণ্ট।"

পরস্পরের মতবাদকে শ্রদ্ধা করতেও আমাদের শিখতে হবে। একজন লোক পাকিস্তানবাদী তাই তাঁর কথা শুনতে হবে না—এরূপ মনোভাব ঘৃণার্হ। প্রায় সহস্র বৎসর ধরে হিন্দু-মুসলিম এদুটো জাতি পাশাপাশি বাস করে এসেছে, কিন্তু হিন্দু ভাইয়েরা মুসলিম ইতিহাস, দর্শন এবং তাঁদের উজ্জ্বলতম অতীত গৌরবের কথা জানবার চেষ্টা করেননি। একজন উচ্চ-শিক্ষিত হিন্দুর জ্ঞানের বহর হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জন্ম হোতে হঠাৎ বিন্ কাসেমে নেমে আসে, তারপর চলে সাম্রাজ্যবাদী মোগল পাঠানদের যুগ। কিন্তু ষষ্ঠ হোতে দশম খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইসলাম সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান-দরিয়া একেবারেই শূন্য।

হিন্দু ভাইদের কাছে আরজ, মুসলমানেরা যেমন হিন্দু সভ্যতার

www.pathagar.com

সমস্ত কিছু জানতে চেয়েছেন এবং জানতে পেরেছেন, তাঁদেরও সেই চেষ্টা করতে হবে। মুসলমানেরা অস্পৃশ্য আরও কত কি, কাজেই তাদের আবার উল্লেখযোগ্য কৃষ্টি, দর্শন এবং অতীত ইতিহাস কি আছে—এই মনোভাব পরিত্যাগ করতেই হবে। তবেই তাঁরা জানতে পারবেন ভারতীয়-মুসলিম একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় নয়—একটা গৌরবান্বিত জাতি।

হিন্দু ভাইয়েরা ভাবেন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম কেবল তাঁদেরই মৌরুসী স্বত্ব, হিন্দুরাই বৃটিশের দুশ্‌মন, মুসলমানেরা নয়। কিন্তু তাঁদের জানতে হবে বৃটিশ মুসলিম জাতির যত বড় শত্রু, হিন্দু-ভারতের তত বড় শত্রু নয়। হিন্দু ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক চেতনা বৃটিশেরই পরম দান। কিন্তু জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানদের অমুসলমান করে তোলাই ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সামনে প্রথম ও প্রধান প্রোগ্রাম।

মুসলিম তরুণদের কাছে নিবেদন, হিন্দুরা সমাধানের পথ হোতে দূরে সরে আছেন বলেই আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে আর চলবে না। বৈপ্লবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রোগ্রাম নিয়ে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং লীগকে গড়ে তুলতে হবে জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান করে। মন্ত্রিত্বের গদি আঁকড়িয়ে ধরে থাকবার জন্য লীগ নয়, লীগ এসেছে—ক্ষুধার্ত্তের মুখে অন্ন তুলে দিতে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতে, রোগীর মুখে ঔষধ তুলে দিতে।

মুসলিম জনসাধারণের নিকট আবেদন—যাঁরা স্বার্থোদ্ধারের জন্য লীগে এসেছেন তাঁদের চিনে রাখুন, কেননা স্বার্থের দায়ে তাঁরা যত রকমের পাপ করতে পারেন। এঁদের কার্যকলাপের জন্যই মুসলিম লীগকে আজ সমালোচনার সম্মুখীন হোতে হয়েছে। কেবল নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে জয়লাভের জন্য লীগের সৃষ্টি হয়নি, জাতির মুক্তিই তার চরম লক্ষ্য। কিন্তু যন্ত্রণা প্রপীড়িত মুসলিম জনসাধারণের সরল বিশ্বাস ও সমাজ প্রীতির সুযোগ গ্রহণ করে জনকয়েক তথাকথিত নেতা নিজেদের কায়েমী স্বার্থোদ্ধারের উদ্দেশ্যে আজ লীগের নেতা সেজে বসে আছেন। জন-

www.pathagar.com

সাধারণের দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দ্দশার সাথে এদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ নেই ব কোনদিনই ছিল না। লীগকে সত্যিকারের শক্তিশালী করে তার আসল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যে পেঁছিতে হোলে এই সমস্ত তথাকথিত নেতাদের কবল হোতে লীগকে মুক্ত করতেই হবে। লক্ষ লক্ষ লোক যখন খাদ্যাভাবে শৃগাল কুক্কুরের মত পথে পড়ে মারা গেছে, তখন দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ভাইদের পার্শ্বে এসে এঁরা দাড়াননি; পক্ষান্তরে যুদ্ধের বাজারে সুবিধালব্ধ অর্থ দ্বারা জীবনকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করছেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে লীগ পরিষদ দলের সদস্যদের রিলিফ তহবিলে ৫০.০০ টাকা করে দেওয়ার কথা।

এই তথাকথিত নেতাদের নিকট প্রার্থনা, চটে গেলে চলবে না; তরুণেরা সমস্ত ভারতময় যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। কালের পরিবর্ত্তিত গতির সাথে অতীতে অনেকেই তাল মিলিয়ে চলতে পারেননি; রাজনীতিরূপ রঙ্গশালা হোতে এই বেতালদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা যেন তাঁরা ভুলে না যান। তরুণদের অভিযান—"জিন্দাবাদ"।

———

www.pathagar.com

পাকিস্তান আন্দোলন

অদ্ভুত ধারণা

পাকিস্তান-দাবী ভারতের স্বাধীনতার অন্তরায় এরূপ একটা ধারণা একদল লোকের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। ফলে 'কাকের কান নেওয়া'র মত তাঁরা কাকের পেছনে ছুটেই চলেছেন, কানে হাত দিয়ে দেখবার অবকাশই পাচ্ছেন না যে কানদুটো ঠিক জায়গায় আছে কি না। কাকে কান নিয়ে পালায়নি একথাটা তাঁদের বলা যেমন মিথ্যা, পাকিস্তান ভারতের স্বাধীনতার অন্তরায় নয়, এ কথাটা তাঁদের নিকট ঠিক সমান মিথ্যা। বিচার বা যুক্তির কষ্টিপাথরে পাকিস্তানদাবীকে যাঁচাই করে নেওয়ার মত সাধারণ বা সর্বদেশীয় জ্ঞানী সম্মত বুদ্ধি তাঁদের নেই অথবা স্বার্থের সংঘাতে উত্তেজিত মস্তিষ্ক তাঁদের পাগল করে তুলেছে।

বর্তমানে এদেশে আমরা তিনদল লোকের সাক্ষাৎ পাই। প্রথম দলের মতে ভারতীয় দশ কোটি মুসলিম আজ কায়েদে আজমের নেতৃত্বে একই পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পাকিস্তান বা স্বাধীনতার দাবী জানাচ্ছে ও এ দাবী বৈজ্ঞানিক সত্য সুতরাং তাদের এদাবী মেনে নিতেই হবে। দ্বিতীয় দল ভাবেন ভারতীয় মুসলিমরা পাগল, দশকোটি পাগল পাকিস্তান অর্জনের জন্য চীৎকার আরম্ভ করেছে সুতরাং এটা তাদের দেওয়া উচিত। পাগলের দল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিপর্যয় দেখে আপনা হতেই পরে যুক্তরাষ্ট্রের শামিল হোতে চাইবে। তৃতীয় দল উগ্রপন্থী, মিথ্যাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই এদের স্বভাব। এদের মতে পাকিস্তানবাদীরা বৃটিশের গুপ্তচর; কাজেই পাকিস্তানপন্থীদের মুখে যতদিন পর্যন্ত "প" শব্দ থাকবে ততদিন তাদের কথা শুনা বা পাকিস্তানের

www.pathagar.com

তাৎপর্য্য ও সারমর্ম বুঝতে যাওয়াই মহাপাপ। শেষোক্ত দুটো দলই প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী।

তৃতীয় দলের জনৈক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের কথা আমাদের বেশ মনে পড়ে। শামসুল হক সাহেব লিখিত "পাকিস্তান" বইটার কয়েকটা কপি আমাদের হাতে ছিল বলেই তিনি পাকিস্তান সম্বন্ধে আমাদের মতামত শুনতে নারাজ হন। তাঁর মতে লীগ বৃটিশ সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠান; কিন্তু বর্তমানে উহা সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির সাথে মোকাবেলা করবার পর্যায়ে উন্নীত হওয়ায় আজ তাঁরা কমিউনিষ্টদের অর্থাদি দিয়ে সাহায্য করছেন।

অনেকে নিজেদের পূর্ব চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে অথবা গোলামী মনোভাব নিয়ে পাকিস্তানের রূপকে দেখতে চান: এতেও খুব কম গোলমালের সৃষ্টি হয়নি। স্বার্থের দায়ে অনেকে আবার পাকিস্তান দাবীকে এমন ভাবে প্রচার করেন যে, এর গৃহীত হওয়ার আশাকেই অনেক দূরে ঠেলে দেন।

হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধ

অতীত যুগের হিন্দু-মুসলিম ইতিহাস এবং পরস্পরের সম্বন্ধকে একটু ধীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যায়, হিন্দু-মুসলিম কৃষ্টির কোনটাই অন্যটার ভিতর প্রবেশ করে নিজ অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেনি। এই দুটো জাতি তাদের আপন আপন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টিগত পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখেই চলেছে এবং পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য অতীতেও সজাগ ছিল। এর একমাত্র কারণ ইসলাম এবং হিন্দু ধর্মমত দুটো সম্পূর্ণ পৃথক, বিভিন্নমুখী ব্যবস্থাপত্র: যার জন্য একটা নিজ অস্তিত্ব হারিয়ে অন্যটার ভিতর প্রবেশ করতে পারেনি। পক্ষান্তরে শক, হুন সবাই ভারতে এসে হিন্দুধর্ম-মত ও কৃষ্টির সাথে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা দেশ, কাল এবং পাত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ, এটা স্বতঃসিদ্ধ এবং অনস্বীকার্য।

www.pathagar.com

ইসলাম একটা জীবনের পথ। প্রীতি, প্রেম ও মানবে মানবে সমতাই এর চরম আদর্শ। এটা এমন একটা সামাজিক পথ যা মানবের সাংসারিক সমস্ত দাবী দাওয়াকে মেনে নেয়। ইসলাম পৃথক অস্তিত্ব রাখে বটে, কিন্তু অন্যান্য সামাজিক কোডের ন্যায় সঙ্কীর্ণ নয়; এর দরওয়াজা সব সময়েই সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইসলাম গ্রহণ করলেই একজন লোকের জীবনে একটা মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়, ফলে সে পায় সম্পূর্ণ পৃথক একটা নূতন জীবন, নূতন চরিত্র, নব নব অভ্যাস এবং পৃথক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী। ঐসলামিক দৃষ্টিভঙ্গী তার ভিতর এমন একটা পার্থক্য এনে দেয় যার জন্য বংশ, কুল, ভাষা ও সামাজিক আচার-বিচারের সংকীর্ণ বাঁধ অতিক্রম করে সে হয়ে যায় সম্পূর্ণ পৃথক একটা মানুষ। এই একই কারণে হিন্দু-মুসলিম যুগ যুগ ধরে এত নিকটে বাস করেও এতদূরে রয়ে গেছে।

সমস্ত সংস্কারমুক্ত, নিরপেক্ষ একজন বিদেশীর চোখে হিন্দু-মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবন, পৃথক আচার-ব্যবহার, সভ্যতা ও কৃষ্টি ঠিক পৃথক ভাবেই দেখা যাবে। অথচ এই দুটো হিন্দু-মুসলিম হয়ত একই পল্লীতে, একই আবেষ্টনির ভিতর যুগ যুগ ধরে বসবাস করে এসেছে। জয়েন্ট পার্লিয়ামেন্টারী কমিটির মত নির্ভরযোগ্য কমিটির রিপোর্টের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত না করে পারলুম না।

"India is inhabited by many races.....often as distinct from one another in origin, tradition and manner of life as are the nations of Europe. Two thirds of its inhabitants profess Hinduism in one form or another as their religion, over 77 millions [now 100] are followers of Islam; and the difference between the two is not only of religion in the stricter sense but also of law and culture. They may be said, indeed, to represent two distinct and seperate civilizations. Hinduism is distinguished by the phenomenon of its caste, which is the basis of its religious and social system

www.pathagar.com

and. save in a very restricted field, remains unaffected by contact with the philosophies of the west; the religion of Islam, on the other hand, is based upon the conception of equality of man."

"ভারতবর্ষ অনেক জাতির আবাসস্থল……ইউরোপীয় জাতিগুলোর ন্যায় এদের একটা অন্যটা হোতে জন্মমূল আচার-বিচার, আদবকায়দা ইত্যাদি ব্যাপারে সম্পূর্ণ পৃথক। এর জন-সমষ্টির ⅔ অংশ বিভিন্নমুখী, শতধাবিভক্ত হিন্দু ধর্মের যে কোন একটা মেনে চলে। ৭ কোটি ৭ লক্ষ [বর্তমানে ১০ কোটি] ভারতবাসী ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এই দুটো জাতির পার্থক্য কেবল মাত্র ধর্মগত নয় বরং আইন ও কৃষ্টিগত। সত্য কথা বললে বলতে হয় -এরা দুটো সম্পূর্ণ পৃথক সভ্যতার অধিকারী। বর্ণ বিভেদই হোল হিন্দুধর্মের পরিচয় এবং এটাই এর ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি। ইউরোপীয় দর্শন ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসেও সে নিজকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষত রেখেছে; পক্ষান্তরে মানবের সমতাই ইসলামের আদর্শ"। উক্তিটা তিক্ত হোলেও অতি সত্য। বর্ণিত তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত দল বলবেন—বৈদেশিকদের এই দায়িত্বহীন উক্তিগুলোই বিভেদের বীজ বপন করেছে। কাজেই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা শ্বেতাঙ্গ হিউম যখন কংগ্রেসের পত্তন করেননি এবং লীগেরও যখন জন্ম হয়নি সেকালের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ জন ব্রাইট্ কি বলেন দেখা যাক। "It would be impossible to weld a vast and heterogeneous subcontinent like India into a single state and they should split it up into several homogeneous states."

"এরূপ একটা বিশাল ও বিভিন্ন জাতি সমন্বিত উপমহাদেশকে পিটে পিটে জোড় দিয়ে একটা রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব। এদেশকে কতকগুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত করে ফেলাই ভারতবাসীর কর্তব্য।" তিনি ১৮৫৮ সালে হাউস্ অব্ কমন্সে ঘোষণা করেন "How long does England propose to govern India? Nobody can answer that question. But be it 50 or 100 ro 500 years,

www.pathagar.com

does any man with the smallest glimmering of Common sense believe that so great a country, with its 20 different nationalities and its 20 different languages, can ever be bound up and consolidated into one compact and enduring empire confine? I believe such a thing to be utterly impossible."

"ইংলণ্ড আর কতদিন ভারতকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখবে? কেউ হয়ত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। বৃটিশ হয়ত ৫০, ১০০ অথবা আরও ৫০০ বৎসর ভারতকে দৃষ্টিমুষ্টে শাসন করবে কিন্তু সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও বিশ্বাস করবেন যে, ২০টা বিভিন্ন ভাষা সমন্বিত বিশটা বিশাল জাতিকে অখণ্ড ভারতের নামে বেঁধে রাখা চলবে না। আমি বিশ্বাস করি এই অপপ্রচেষ্টার সাথে বাস্তবের কোন সংশ্রব নেই।"

জাতীয় জাগরণ

সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া বৃটিশের যথেচ্ছাচারিতা যতদিন পর্যন্ত ভারতকে দৃঢ়হস্তে শাসন করেছিল, ততদিন হিন্দু-মুসলিম বিভেদ খুব বেশী ঘোরাল হয়ে উঠেনি, অবশ্য সামান্য বিভেদ যে দেখা দেয়নি তা নয়। গভর্ণমেণ্ট পরিচালন ব্যাপারে ভারতবাসীর হাত তখন একেবারেই ছিল না বলেই পরাধীনতার জিঞ্জির পড়ে তারা বৃটিশ প্রভুর মন যোগাত। অবশ্য মুসলমানেরা জাতি হিসাবে সিপাহী-বিদ্রোহ, ওহাবী-আন্দোলন, খিলাফত আন্দোলন, ইংরাজী শিক্ষা শরিয়তে হারাম, গভর্ণমেণ্ট চাকুরী নিষিদ্ধ ইত্যাদি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে চিরদিনই বৃটিশের সাথে অসহযোগিতা করে এসেছেন। এই সমস্ত আন্দোলনের ভিতর দিয়ে সিরাজের জাতীয় ভাইয়েরা নবাব পদলুব্ধ-মিরজাফরের ভুলের দক্ষিণাস্বরূপ আত্মাহুতি দিয়ে হৃত গৌরব ও স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। কাজেই স্বাধীনতা-কামী মুসলমানেরা আন্দোলনের ফলে বৃটিশের কোপে পড়ে যখন ধন, জন ও জীবনকে বিলিয়ে দিতেছিলেন তখন জগতশেঠ, উমিচাঁদ ও

www.pathagar.com

রাজবল্লভের অর্থলোলুপ জাত-ভাইয়েরা বৃটিশের সহযোগিতা করে মুসলমানদের হৃতসর্বস্ব দখল ও আত্মসাৎ করছিলেন।

শিক্ষা বিস্তার এবং ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশঃ একদল লোককে উদ্বেলিত করে তুলল এবং গভর্ণমেণ্টও পূর্বের যথেচ্ছাচারিতা কিয়দংশ কমিয়ে ভারতবাসীর হাতে সামান্য ক্ষমতা দিয়ে তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করলেন ১৯১৮ সনের পর হোতে। ফলে উপস্থিত সুযোগ সুবিধাগুলো হিন্দুদের হাতে এসে পড়েছিল। এগুলো অধিকার করতে হিন্দু ভাইদের আত্মমর্যাদায় বাধেনি, আর বাধবেই বা কেন? হিন্দু ভারতের ইতিহাসটা প্রভু পরিবর্তনের ইতিহাস মাত্র। সামান্য আর্থিক সুযোগ আদায় করতে গিয়ে তাঁদেরই পূর্ব পুরুষরা শক, হুন, মহম্মদ ঘোরী, মোগল, পাঠান এবং বৃটিশকে দাওয়াত করে এনে স্বদেশের রাজ তখ্‌ত বিদেশীর হাতে তুলে দিয়েছিল। এটাও একটা প্রভু পরিবর্তনের যুগ ছিল মাত্র, আর প্রভু পরিবর্তনে বেশ একটা আর্থিক সুযোগ যে মেলেনি তা নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও ভারতের পুরাণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি আমরা দেখেছি। ভারতের বিশিষ্ট জাতি নিজেদের নেতাকে জাপানে পাঠিয়ে বৈদেশিকদের সহায়তায় ভারতের স্বাধীনতা পেতে চেয়েছিলেন। এই জাতীয় ভাইদের ৯০% জনই জাপানীদের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। এর দ্বারা ভারতের ইতিহাসের প্রভু পরিবর্তনেচ্ছাই প্রমাণিত হয়।

রাজ্যহারা, স্বাধীনতা ও ক্ষমতালুপ্ত মুসলিম জাতি নূতন প্রভু বা দাসত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পূর্বেত পারেই নি; ১৯১৮ সনের পরেও তাল মিলাতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। বৃটিশের অধিনায়কত্ব হিন্দুদের সাহায্য করেছে এবং অন্যের পরিশ্রমলব্ধ দ্রব্যের উপর পোদ্দারী করতে শিখিয়েছে। এই অধিনায়কত্বের পরিপোষকতায় তাঁরা যে কেবল গভর্ণমেণ্ট পদগুলো দখল করেছেন তাই নয়; শিক্ষাবিভাগ, অর্থনৈতিক বিভাগ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া মৌরুসী স্বত্ব স্থাপন করেছেন। পরাধীন হওয়ার পরও মুসলমানদের যে বিপুল জমি-জেরাত

www.pathagar.com

ছিল, কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-প্রথা মুসলিমদের হাত হোতে তা ছিনিয়ে নিয়ে হিন্দুদের কানাকড়ির মূল্যে দিয়েছিল—জাগ্রত মুসলিম তা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছে। ফলতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত স্যার সাইদ আহ্‌মদের উপযুক্ত এবং যোগ্য অধিনায়কত্বে মুসলিম জাতির প্রথম প্রোগ্রাম ছিল বিদ্যার্জন। তিনি বিভিন্নমুখী, শতধাবিভক্ত, পৃথক পৃথক মতাবলম্বী মুসলিম সমাজকে চেয়েছিলেন একত্রিত করে ভবিষ্যৎ সমরের জন্য প্রস্তুত হোতে। এসময়ে মুসলিমদের জন্য যে কোন রকমের গণ-আন্দোলনকে তিনি ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। বিশেষ করে দুর্বলচিত্ত, অত্যাচারিত, অবিচারে জর্জরিত এবং অশিক্ষিত মুসলমানদের নিয়ে সে সময় গণ-আন্দোলন করার অর্থই হোত মুসলিম ভারতের চিরসমাধি। কিছুদিন পর তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে শীঘ্র নেমে না পড়লে তাঁদের অবস্থা জার্মানীর ভিতরের ইহুদীদের মতই হয়ে দাঁড়াবে।

সুতরাং এখন হোতেই বেশ একটা ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে যায়; আর এর কারণই হচ্ছে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত নূতন শাসনতন্ত্রের এই সুযোগ-সুবিধা ও পুরস্কার গুলো। এসময় ভারতের গণ-জাগরণ তার শৈশব অবস্থায় ছিল। কাকুতি মিনতিই ছিল তখন ভারতের রাজনীতি এবং কোন একটা বিল্ আইনে পরিণত হওয়ার আগে রাজনৈতিক দলগুলোর উক্ত বিষয় আলোচনা করবার অধিকার লাভই ছিল আকাঙ্ক্ষার বস্তু। সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে স্থানান্তরিত হয়ে আসবার আশা ছিল তখন কল্পনার সামগ্রী। দশম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় মুসলিম তার নিজস্ব ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অস্তিত্বের বিষয়ে জাগ্রত ছিল। কিন্তু পরে শাসকের ভূমিকায় নামায় হয়ত তাঁদের জাতীয়তা এতটা প্রকট হয়ে উঠেনি। বৃটিশ রাজত্বের বুনিয়াদে এবং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে হিন্দু ভাইদের অগ্রগতিতে তাঁদের হারান-স্মৃতি ফিরে আসে, কাজেই ধর্মীয় এবং সামাজিক পৃথক অস্তিত্ব রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখতে পান। এখন হোতে মুসলিম ভারত নিজেদের

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট কৃষ্টি ও সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য, কারুশিল্প ও স্থপতিশিল্প, নাম ও পদবী মূল্য ও সামঞ্জস্যের জ্ঞান আইন-কানুন নৈতিক নিয়ম, আচার-ব্যবহার ও পঞ্জিকা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য দক্ষতা ও আশা-আকাঙ্খা—এক কথায় জীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন জাতি বলে গভীর-ভাবে চিন্তা করতে শেখে।

এই অনুপ্রেরণাই আজ ভারতীয় মুসলিমদের আদর্শ এবং এরই পূর্ণরূপ পাকিস্তান দাবীর ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে। মুসলিমরা চায়, ভারতের স্বাধীনতা যেন তাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ না করে; তারা চায় হিন্দু-মুসলিমের সম-স্বাধীনতা; কংগ্রেস কথিত অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার নামে পরাধীনতার শৃঙ্খল পড়তে তারা নারাজ।

ক্রমোন্নত দ্বন্দ্ব

কংগ্রেসের ন্যায় কাকুতি মিনতি জানানই ছিল সেকালের মুসলিম লীগের রাজনীতি। রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নাগরিক সুখ সুবিধা আদায়; মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড ও পরিষদসমূহে নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ এবং বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ভিতর সৌহার্দ্য বন্ধনই ছিল তখন তার আদর্শ। সদ্য জাগ্রত মুসলমানদের একটা প্রতিনিধিদল এসময় পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের জন্য তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ দাবীর পেছনে এত শক্ত ঐতিহাসিক এবং অনিবার্য যুক্তি ছিল যে, এই দাবীকে কার্যে পরিণত করা হয়। মনে করুন মুসলিম জাতীয় জীবনের শক্ত বিহারের কোন এক মিঃ জাকারিয়া পাটনা কর্পোরেশনের প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ালেন। জাকারিয়া মুসলিম কিন্তু তাঁদের কারও সমর্থন তিনি পান না। হিন্দু কংগ্রেসের ভোটের জোরে তিনি কর্পোরেশনের মেয়র পর্যন্ত হয়ে গেলেন। কাজেই মুসলিমদের প্রকৃত প্রতিনিধি বিহারের মুসলমানদের ১০০% ভোট পেয়েও জাকারিয়ার সাথে নির্বাচন দ্বন্দ্বে পরাজিত হোলেন। এখন জিজ্ঞাস্য মিঃ জাকারিয়া কি মুসলমানদের প্রতিনিধি? নিজেদের জাতীয় ভবিষ্যৎ

www.pathagar.com

জীবন নিজেদের হাতে গড়ে তুলবার দাবী ভারতীয় মুসলমানদের এই প্রথম। এখানেই মুসলিম জাতীয় স্বাধীনতার দাবী পাকিস্তানের বীজ প্রথম উপ্ত হয়।

পার্শ্ববর্তী হিন্দু ভাইদের উপর যতই অনুগ্রহ বর্ষণ হোতে থাকে এবং মুসলমানদের প্রতি তাঁরা যতই আক্রমণাত্মক ভাব দেখাতে থাকেন, মুসলমানেরা ততই নিজেদের পৃথক অস্তিত্বের বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠে। ক্রমান্বয়ে রাজশক্তি যতই দেশীয় লোকের হাতে স্থানান্তরিত হয়ে আসতে লাগল, ততই বিদেশগত সদ্যনূতন গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট বা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন অথবা হিন্দুরাজের বুনিয়াদ গড়ে উঠতে থাকল। কাজেই গণতন্ত্রের নামে এতবড় একটা বিশাল মহাদেশে ১০ কোটি মুসলিম সমাজের উপর চিরদাসত্ব শৃঙ্খল গড়ে উঠতে থাকে।

গণতন্ত্রের নামে দশকোটি মুসলিম চিরসংখ্যালঘিষ্ঠে পর্যবসিত হবে এটা আবার কোন্‌দেশীয় গণতন্ত্র? পার্লিয়ামেণ্টারী শাসনে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য আজ পর্যন্ত যে সমস্ত রক্ষাকবজের ব্যবস্থা করা হয়েছে বা প্রস্তাবাদি দেখা গেছে, তার সবগুলোই ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে অচল। বিভিন্ন জাতির আবাসস্থলে বিশেষ করে জাতিগুলো যখন নিজ নিজ দাবী ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠে, তখন সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসন অগণতান্ত্রিক ও অর্থশূন্য। বর্তমানকালীন গণতন্ত্র কেবল এক জাতির আবাসস্থলেই প্রযোজ্য; কেননা সেখানে একদলের শাসন কোনকালেই স্থায়ী হয় না। ইংলণ্ডের আজকার শ্রমিকদল বা লিবারেলদল কালই অফিসে অভিষিক্ত হোতে পারে, কিন্তু জার্মানীতে ইহুদীজাতির কোন দল থাকলে তা কোনদিনই সংখ্যাগরিষ্ঠ হোতে পারবে না। ঠিক একথাই ভারতীয় মুসলমানদের সম্বন্ধে খাটে। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠ গভর্ণমেণ্টদল কোনকালেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর উপর প্রভুত্ব করবার আশা পোষণ করে না। তারা ভাল করেই জানে যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলো হয়ত পরবর্তীদিন বা মুহূর্তেই গভর্ণমেণ্ট পদে অভিষিক্ত হোতে পারে। পক্ষান্তরে সংখ্যালঘিষ্ঠ দল পর্যুদস্ত বা ব্যর্থ সমস্ত

www.pathagar.com

হয়ে ভাবতেও পারে না যে, চিরকালই গরিষ্ঠদলের শাসন কায়েম থাকবে। কাজেই এরা জাতির নিকট সুস্পষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রোগ্রাম পেশ করে পরবর্তী নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হবার চেষ্টা করবে। বিশেষ করে একজাতির আবাসভূমিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতর কোন মুখ্য পার্থক্য দেখা যায় না। সামান্য সামাজিক বা অর্থনৈতিক মতদ্বৈধতার উপর এই দল সমূহের ভিত্তি। এই মত-দ্বৈধতার বিষয়গুলো ক্ষণস্থায়ী মাত্র। এই যে একদলের সাথে অন্যদলের মতের অমিল এটা আক্রমণাত্মক নয়—গঠনমূলক।

জাতীয় দুর্দিনে সমস্ত দল দণ্ডায়মান হয় একই পতাকার নীচে। সুতরাং জাতির দ্রুত মঙ্গলাকাঙ্খী হিসাবে বিভিন্নদল বিভিন্নমত পোষণ করলেও তারা সবাই মিলে যে এক এবং সবাই যে দেশপ্রেমিক এটা উপলব্ধি করতে পারে। তাঁরা জানেন স্বদেশপ্রিয়তা কোন একটা বিশিষ্ট দলের একচেটিয়া মৌরুসী স্বত্ব নয়। কিন্তু ভারতের অবস্থা ঠিক স্বতন্ত্র। এখানে যারা চিরসংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শিক্ষা-দীক্ষাও ব্যবসা বাণিজ্যে সুখ-সুবিধা পেয়েছেন তাঁরা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর চিরস্থায়ী প্রভুত্ব খাটাবার আশা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাব পোষণ করে আসছেন। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে সর্বদা লিপ্ত থাকতে বাধ্য হোতে হচ্ছে। সুতরাং যতদিন এই প্রধান ও প্রাথমিক সমস্যার সমাধান না হয় এবং চিরসংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান জাতি পরিতৃপ্ত ও উদ্বেগশূণ্য না হয় বা পরস্পরের শক্তির সমতা উপলব্ধি না করে, ভারত ততদিন পরাধী-নতার শৃঙ্খল পাশ কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

পৃথক নির্বাচন

যুক্তনির্বাচন প্রচলিত থাকলে মুসলিম জাতীয় জীবনের শত্রু, কতকগুলো সমাজদ্রোহী মিরজাফরই হিন্দুভোটের জোরে নির্বাচন যুদ্ধে জয়ী হবেন। মুসলিম জাতীয় জীবনের সাথে এই মিরজাফরদের কোন সম্পর্ক নেই বা কোনদিনই ছিল না। চিরকালই এঁরা মিঃ গান্ধী বা কংগ্রেসের

www.pathagar.com

পদলেহন করে এসেছেন। এজন্যই মুসলমানেরা ১৯০৫ সনে সর্বপ্রথম পৃথক নির্বাচনের দাবী জানায়। ভারতীয় মুসলিদের পৃথক নির্বাচনের দাবী বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯০৯ সনে মেনে নেন। হিন্দু কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদকে ধ্বংসের জন্য মুসলিমরা পৃথক নির্বাচন চায়নি বরং মুসলিম সমাজের প্রকৃত বিশ্বাসভাজন প্রতিনিধি বিভিন্ন পরিষদ বা প্রতিষ্ঠান সমূহে পাঠাতে চেয়েছিল। প্রদেশগুলোর মধ্যে কেবল পাঞ্জাবই ১৯০৯ সনে পৃথক নির্বাচন প্রথা গ্রহণ করেনি। ভারতের অদ্ভুত রাজনীতি হচ্ছে এই যে, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হোতে হিন্দু প্রতিনিধি এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো হোতে মুসলিম প্রতিনিধিরা ১৯০৯ সনের পূর্ব পর্যন্ত নির্বাচিত হয়ে আসেন। সমস্ত ভারতে এ নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রমও আমরা দেখতে পাইনি। পাঞ্জাব এসময়ে পৃথক নির্বাচন প্রথা গ্রহণ না করলেও নিয়মের ব্যতিক্রম এখানেও দেখা যায় নি। কাজেই ভারতের মত জটিল রাজনীতি ক্ষেত্রে বিদেশ্যাগত গণতন্ত্রের কানাকড়িরও মূল্য নেই জানতে হবে।

১৯০৯ সনের পৃথক নির্বাচনে মুসলিম জাতিকে তাদের বিশ্বাসভাজন কতকগুলো প্রতিনিধি পাঠানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল মাত্র ; এতে হিন্দু-কংগ্রেসের 'ন্যাশনালিজম্' বা জাতীয়তাবাদ খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়েনি। কেননা 'সাধারণ সিট' গুলোতে নির্বাচিত হবার সুযোগ হিন্দু মুসলিম উভয়েরই ছিল। কিন্তু ১৯১৬ সনে লীগ কংগ্রেসের লাক্ষ্ণৌ প্যাক্টে কংগ্রেস সাধারণ আসনে মুসলিমদের নির্বাচিত হবার অধিকারকে নাকচ করে জাতীয়তাবাদকে ধূলিসাৎ করে দিল। বর্তমানে সকল হিন্দু নেতাই ঘোষণা করেছেন যে, এই জাতীয়তাবাদরূপ মৃত দানবটাকে বাঁচিয়া তুলতে হোলে পৃথক নির্বাচন প্রথা উঠিয়ে দিতে হবে। সুতরাং হিন্দু কংগ্রেসই হাতেগড়া ন্যাশনালিজমের ধ্বংসের জন্য দায়ী—মুসলিমরা নয়।

পৃথক নির্বাচন প্রথার দোষত্রুটি অন্বেষণে হিন্দু কংগ্রেস পটু, কিন্তু পৃথক নির্বাচনের অনিবার্য্য কারণ সমূহের বিষয়ে তাঁরা গবেষণা করলে সংখ্যা-লঘিষ্ঠেরা পরিতৃপ্ত হোতে পারত। এখনও বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক, ট্রেড-

www.pathagar.com

ইউনিয়ন প্রভৃতি অঞ্চলগুলোতে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রচলিত আছে। এগুলোতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের দাবী দাওয়া পূরণের চেষ্টা কি হিন্দু-কংগ্রেস করেছে! বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকেই ধরা যাক; অন্ততঃ ২০টা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমপক্ষে ৫ বার নির্বাচনে এই অঞ্চলগুলো হোতে একশত জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। এই একশত জনের মধ্যে মাত্র দুইজন প্রতিনিধি মুসলমান ঃ— ফাজলী হোসাইন [লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়] ও মিঃ ফজলুর রহমান [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়] এঁরাও ভাগ্যের জোরে এই বিশ্ববিদ্যালয় দুটো হোতে নির্বাচিত হয়ে যান। মিঃ ফাজলী হোসাইনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু ভদ্রলোকের নমিনেশন পত্র আইনতঃ নাকচ হয়ে যাওয়ায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্ররা সময় মত নিজেদের নাম রেজেষ্ট্রী করাতে পারেননি; কাজেই মুসলিম ভোট— হিন্দু ভোট হোতে অনেক বেশী হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যবসায়ীদের জন্য সমস্ত ভারতে প্রায় ৭০ টা আসন নির্ধারিত আছে; কিন্তু এগুলোতে যুক্তনির্বাচন প্রথা প্রচলিত থাকায় সর্বভারতে একজন মুসলিম ব্যবসায়ীও এই সমস্ত কেন্দ্র হোতে নির্বাচিত হোতে পারেননি। এজন্যই এই সমস্ত কেন্দ্রে মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করবার দাবী উঠেছে। যুক্ত নির্বাচনের এই অঞ্চলগুলো হোতে ষোলটা আসন মুসলিমদের পাওয়া উচিত। পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত না হোলে, এসমস্ত কেন্দ্র হোতে একজন মুসলিমও নির্বাচিত হোতে পারবেন না, এদিকে উগ্রমস্তিষ্ক কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কি ফিরে দেখবেন; না কেবল পৃথক নির্বাচন প্রথার ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে বাগাড়ম্বরে ব্যস্ত থাকলেই চলবে?

লীগ-কংগ্রেস সম্বন্ধের পটভূমি

হিন্দু মুসলিম ধস্তাধস্তির সূত্রপাত হয় পৃথক নির্বাচন প্রথা নিয়ে। দ্বিতীয়তঃ হিন্দুদের আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখে মুসলিমরা নিজেদের ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবন সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এই সত্যতার উপলব্ধি

www.pathagar.com

করেই গোখেলের ন্যায় দূরদর্শী হিন্দু সমাজনায়ক ১৯০৭ সনে ঘোষণা করেছিলেন :—"Confronted by an overwhelming Hindu majority, Muslims are naturally afraid that release from the British yoke might in their case mean enslavement to the Hindus. Were the Hindus similarly situated as are the Muslims in regard to numbers and other things, would they not have entertained similar misgivings?"

"হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার মোকাবেলায় মুসলিমরা স্বভাবতঃই এই ভেবে ভীত যে, বৃটিশ শাসনপাশ কাটিয়ে উঠে তাঁরা হয়ত হিন্দুদের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়বেন। মুসলিমরা সংখ্যালঘিষ্ঠতা এবং অন্যান্য ব্যাপারে যে অবস্থায় পড়েছেন, হিন্দুরা সে অবস্থায় পড়লে কি ঠিক সেইরূপই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠত না।"

স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মাহুতি দিতে মুসলিম-জাতি কোনদিনই পশ্চাদপদ নয়। কংগ্রেস সকলের নামে যে দাবী ইংরাজের কাছে করে, সে দাবী মুসলমানদের বেলায় মেনে নিতে নারাজ। লীগের ন্যায্যদাবী মেনে নেওয়ার ব্যাপারে কংগ্রেস অনেক পিছিয়ে গেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল হোতে উভয়ের জাতীয় আবাস-ভূমি অধিকার করবার কঠিন সংগ্রামে লীগ দাবী করে, ডাকাতদের চূড়ান্ত আঘাত হানবার আগেই তার অংশ সাব্যস্ত করে দিতে হবে। মুসলিম জাতীয় প্রতিষ্ঠান তার ন্যায্য অংশ সম্বন্ধে নিশ্চিত হোতে চাচ্ছে মাত্র।

১৯১০ হোতে ১৯১৫ পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য লীগ ও কংগ্রেস পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছিল। লীগ-কংগ্রেস মিলনই যে স্বাধীনতা অর্জনের একমাত্র উপায় এসত্যকে উভয় প্রতিষ্ঠানই তখন উপলব্ধি করেছিল। ১৯১৬ সনে অনুষ্ঠিত লীগ-কংগ্রেস প্যাক্টে হিন্দু-মুসলিম দুটো পৃথক জাতি এবং এদের দাবীগুলোও যে সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের তা খোলাখুলি ভাবে মেনে নেওয়া হয়। মুসলিম এবং হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা কংগ্রেস কর্তৃক মেনে নেওয়াই এই প্যাক্টের প্রধান শর্ত ছিল। মুসলিম লীগের তরফ হোতে

www.pathagar.com

এই প্যাক্ট সম্পাদন করেন মুসলিম ভারতের অবিসংবাদিত নেতা কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্। এরপর হোতে লীগ স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য এবং গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেক দপ্তরে মুসলমানদের ন্যায্যদাবী আদায়ের জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠে। বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েও মুসলিম ভারত নিজেদের দাবীকে কতগুলো প্রস্তাবের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেন। এগুলোই কায়েদে আজমের 'চৌদ্দদফা' বলে পরিচিত।

চৌদ্দদফার মধ্যে প্রধান দাবীগুলো প্রায় এরূপ ছিল :—(ক) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে অবশিষ্ট এবং অতিরিক্ত ক্ষমতাগুলো প্রদেশ সমূহকে দিতে হবে এবং এই যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম প্রতিনিধি কমপক্ষে ৩৩⅓% থাকবে। (খ) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর পরিষদ সমূহে মুসলিম সদস্য সংখ্যা যেন জোর করে সংখ্যালঘিষ্ঠ করা না হয়। (গ) মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে পৃথক-নির্বাচন প্রথা প্রচলিত করে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম জাতির রক্ষাকবজের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিষদ সমূহে মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং মুসলিম বা অন্য কোনও সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থহানি করে কেবল ভোটের জোরে কোন আইন পাশ করা চলবে না। সিন্ধুকে বোম্বে হোতে পৃথক করে একটা প্রদেশের সমপর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। (ঘ) সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে হবে। (ঙ) মুসলিমদের নিজস্ব আইন কানুন, কৃষ্টি দর্শন ও উর্দু ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ১৯৩৫ সনের সংশোধিত আইনে এ দাবীগুলোর অধিকাংশকেই মেনে নেওয়া হয়; কিন্তু বাঙ্গালা, সিন্ধু, পাঞ্জাব ইত্যাদি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর পরিষদ সমূহে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সদস্যসংখ্যাকে জোর করে সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করা হয়। এই দফাগুলো নিয়ে ধীরভাবে আলোচনা করলে বুঝা যাবে, ভারতীয় মুসলিম একটা পৃথক জাতি।

স্বায়ত্ত শাসনের যুগ

১৯৩৭ সনে প্রদেশগুলোতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের রাজনীতিতে সাজ্‌সাজ্‌ রব পড়ে যায়। কংগ্রেস ১৮ কোটি

www.pathagar.com

হিন্দুর একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ ছয়টাতে হিন্দু-রাজ্য স্থাপন করে পূর্ণ স্বাধীনতার সুখস্বপ্ন দেখতে থাকে। কংগ্রেস মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে উল্লেখযোগ্য কোন আসন দখল করতে পারেনি। ভারতীয় মুসলিমদের সামনে এসময় বিশিষ্ট কোন প্রোগ্রাম ছিলনা বলেই তাঁরা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিলেন। ভারতের মত জটিল রাজনীতিতে প্রচলিত গণতন্ত্রের কোন মূল্যই নেই; সেজন্যই আমরা দেখতে পাই, মুসলিম-সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে লীগের বিরুদ্ধ-বাদিগণ এবং হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলো হোতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধ-বাদিগণ প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে চলেছিলেন। নির্বাচন যুদ্ধের সমাপ্তির পর বর্ণ হিন্দু রাজনীতিবিদ্‌দের—সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি যুদ্ধংদেহি চ্যালেঞ্জ এবং তাঁদের সাথে শিল্পপতি ও কোটিপতিদের অর্থবর্ষণ সহযোগিতায় কংগ্রেস একটা মদমত্ত হিন্দুদলে পরিণত হয়।

এখন হোতে সমস্ত অহিন্দুদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবন বিধ্বস্ত করাই কংগ্রেসের প্রোগ্রাম হয়ে দাঁড়ায়। কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্টের মধ্যে 'ভদ্রলোকদের চুক্তি'ই [Gentlemen's agreement] ক্ষমতামত্ত কংগ্রেসের কোপানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করে। ফলে শাসন-তন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদের নিরাপত্তার জন্য যে রক্ষাকবজের ব্যবস্থা ছিল তা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। ভদ্রলোকদের এই চুক্তির জন্যই গভর্ণর-জেনারেল মদমত্ত-কংগ্রেসের হাত হোতে অত্যাচারিত মুসলিমদের উদ্ধার করেননি।

কংগ্রেস-গভর্ণমেণ্টের ২৭ মাসের এই জীবন মুসলিমদের উপর অত্যা-চারের একটা ফিরিস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলী গভর্ণমেণ্টের সমস্তশক্তি মুসলিমদের রাজনৈতিক, কৃষ্টিগত, শিক্ষা সম্বন্ধীয় এবং অর্থনৈতিক জীবনকে পিষে মেরে ফেলবার জন্য ব্যবহার করেন। অনুন্নত হিন্দু জাতিগুলো সাধারণভাবে এবং মুসলিম জাতি বিশেষভাবে এই দাবানলের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন, কিন্তু মুসলিম ছাড়া অন্য কারও সোজাভাবে দাঁড়িয়ে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধাচরণ করবার সাহস ছিল না বা আজও নেই। কাজেই সমস্ত মুসলিম ভারতে এমন এক আলোড়ন

www.pathagar.com

এলো, যাতে সমস্ত মুসলিম ভেদাভেদ ভুলে দাঁড়াল কায়েদে আজমের নেতৃত্বাধীনে, একই জাতীয় পতাকার নীচে। বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁরা এমন একটা জাতির দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হোতে চাইলেন না, যাদের তাঁরা দীর্ঘ আটশত বৎসর ধরে শাসন করে এসেছেন এবং যাদের জীবনের কোন ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠতর বলে মানতে পারেননি।

জাতীয় জীবন

অবস্থার বিবর্ত্তনে হিন্দু-মুসলিমকে একজাতীয়তার বন্ধনে আবদ্ধকারী শের শাহের জাতি তাঁদের ভাবভঙ্গী বদলাতে বাধ্য হন। এবং পরেও মিলনকামী মুসলিম জাতি নিজেদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অটুট রেখে সম্মানজনক শর্ত্তে আপোষ রফায় উপনীত হবার অনেক চেষ্টাই করেছে; কিন্তু হিন্দু-বুর্জোয়া শ্রেণী প্রভাবান্বিত কংগ্রেসের অলীক একজাতীয়তা-বাদের আড়ালে, হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই মুসলিমদের সমস্ত মহান চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এ সময় দেশের রাজনৈতিক পটভূমি শীঘ্র শীঘ্র বদলাতে থাকে এবং গভর্ণমেণ্টের সমস্ত শক্তি ভারতবাসীর হাতে হস্তান্তরিত হয়ে আসবার দাবী প্রথম ও প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনার আবর্ত্তন মুসলিমদের এই শিক্ষা দেয় যে, সম্মানজনক ও স্বাধীনভাবে বসবাস করতে হোলে নিজেদের সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসাবে চিন্তা করলে চলবে না বরং একটা জাতি হিসাবে গণনা করার দাবী করতে হবে। একটা জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবার পথে যতগুলো উপাদানের দরকার, হিন্দু মুসলিমদের ভিতর সে সমস্ত উপাদানগুলো বিভিন্নমুখী।

(অতীত ইতিহাসে বিশ্বাসবাদ, কৃষ্টিগত উত্তরাধিকার স্বত্ব, সাধারণ ভাষা-বাদ, জীবনের উদ্দেশ্যবাদ, সামাজিক রীতিনীতি, সাধারণ আইন কানুন, চারিত্রিক সজাগতা ও ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্খাবাদের দিক দিয়ে মুসলিম অন্য সমস্ত ভারতবাসী হোতে পৃথক।) তাঁরা নিজেদের জাতিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ কোন কারণেই কারও নিকট বিসর্জ্জন দেননি বা দিতে পারেন না। ইউরোপীয় বা হিন্দু জ্ঞানে ধর্ম বলতে প্রকৃত পক্ষে স্বকীয় আত্মা

www.pathagar.com

এবং ভগবানের একেবারেই একটা নিজস্ব গোপন মিলনকে বুঝায়; সমাজ জীবনেব সাথে এই মিলনের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই। পক্ষান্তরে পার্থিব, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনই ইসলামের চরম আদর্শস্থানীয় হওয়া চাই। এখানে ভগবানের সাথে একটা গোপন আলাপে চলবে না—সমাজগত আলাপ চালাতে হবে। জাতীয়তাবোধকে ভাষায় রূপ দেওয়া বড়ই কঠিন। ফরাসী দার্শনিক রেনানই বোধ হয় সবচেয়ে খোলস্‌া করে 'জাতীয়তাবোধকে ভাষায় রূপ দিয়েছেন।

"A nation is a soul, a spiritual principle. Two things, which are really one, constitute this soul, this spiritual principle. One is the past, the other is the present. One is the possession in common of a rich heritage of memories; the other is the present consent, the desire to live together, the will to realize unimpaired heritage." "একটা জাতি হল একটা আত্মা, একটা আধ্যাত্মিক নীতি। দুইটি বিষয় যা বাস্তবিকই এক, তাই এ আত্মাকে বা আধ্যাত্মিক নীতিকে গঠণ করে। একটা হল অতীত আর একটা হল বর্তমান। একটা হল সাধারনভাবে মূল্যমান অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতি, আর একটি হল বর্তমানের সম্পতি—একত্রে বাস করবার এবং অতীতের অমলিন ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করবার দৃঢ় ইচ্ছা।" এখন কে অস্বীকার করবেন যে, দশ কোটি মুসলিম অতীত উজ্জ্বলতম ঐতিহাসিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পৃথক জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় নিজেদের সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করবার আকাঙ্খায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। একদল লোক অতীত আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করবার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলে, তাঁদের এই অনুপ্রেরণাকে জাতীয় অনুপ্রেরণা বলা হয়। ইতিহাসে এমন অনেক নজিরই খুঁজে পাওয়া যাবে যে, একদল লোক সংখ্যালঘিষ্ঠতার পর্যায়ে পড়ে অনেক দিন অত্যাচারিত হবার পর, জাতীয় চেতনা ফিরে পেয়েছে এবং পরে নিজেদের একটা বিশিষ্ট জাতি হিসেবে গড়ে তুলেছে।

জাতি গড়ে তুলতে ধর্ম, উদ্ভূতমূল, ভাষা, কৃষ্টি, প্রচলিত রীতিনীতি,

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক উপাদান ইত্যাদি ফ্যাক্টরগুলো সাহায্য করে বটে ; কিন্তু এদের যে কোন একটাই অপরিহার্য [determining factor] নয়। এই উপাদানগুলো অবশ্য একদল লোকের মিলনের পথে সহায়ক হয়। জাতীয়তাবাদ একটা জাতিকে দুটো বিভিন্নমুখী চেতনা প্রদান করে। কাজেই একদল লোককে তারা পার্শ্বে টেনে নেয় এবং অন্য দলকে দূরে ঠেলে দেয়। সত্যভাষী মাত্রেই হয়ত স্বীকার করবেন যে এরূপ একটা মনোভাব এবং অনুপ্রেরণা হিন্দু মুসলিম প্রত্যেকেরই ভিতর আছে, যার জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেককে দূরে ঠেলে দেয়। হিন্দু জাতীয় নেতারা একথা নির্ভীকভাবে বারবার ঘোষণা করেছেন, "হিন্দুস্তান হিন্দুদের মাতৃভূমি, অন্যকেহ কেবল হিন্দুদের সম্মতিতেই ভারতে বসবাস করতে পারবে।" তাঁরা ভারতে হিন্দুশাসন, হিন্দুরাজ এবং হিন্দুত্বের পূর্ণবিকাশ চান। সংখ্যানুপাতের দিক দিয়ে ভারতের মুসলিমরা জার্মানীর ইহুদীদের মত, কাজেই হিন্দু শাসনে মুসলিমরা হিটলার শাসিত ইহুদীদের ভাগ্যে যা ঘটেছিল, তাছাড়া অন্য কিছু আশা করতে পারেন না। হিন্দু কংগ্রেসও ঠিক একই জিনিস চায় ; কাজেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গোপন উদ্দেশ্যসিদ্ধি মানসে ইউরোপীয় রাজনীতি হোতে ধার করা কতগুলো বাঁধা বুলি আওড়ান। তাঁরা গণতন্ত্র, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ, যুক্তনির্বাচন, পার্লিয়ামেণ্টারী আইনকানুন, লোকায়ত্তর গভর্ণমেণ্ট ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব বড় বড় কথা বলে ভারতের নিজস্ব রাজনীতিকে ঘোলাটে করে তোলেন। কেননা এই সব ভিত্তির উপর যে শাসনতন্ত্র খাড়া হবে, তাতে চিরসংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাজই গড়ে উঠবে, একথা তাঁরা ভালকরেই জানেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের আমলে এধারণা তাঁদের অন্তরে আরও বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলিমরা সমস্বাধীনতার ভিত্তিতে নিজ জাতীয় প্রতিভা ও সামর্থ অনুসারে নিজেদের জাতীয় জীবনকে গড়ে তুলতে চায়।

নিজেদের গড়ে তুলবার অধিকার

জাতি হিসাবে মুসলমানেরা কি রকম শাসনতন্ত্রের অধীনে বাস করবে, তা ঠিক করবে তারাই। উন্নতজাতি হিসাবে বাঁচতে হোলে ভারতীয়

www.pathagar.com

মুসলিমদের একটা জাতীয় আবাসভূমিরও দরকার। রাজনীতিজ্ঞ সকলেই জানেন যে, কৃষ্টি ও রাজনৈতিক পৃথক অস্তিত্ব রাখতে হোলেই প্রকৃত রাজনৈতিক শক্তি চাই। আন্তর্জাতিক আইনের একটা বিধিবদ্ধ নিয়ম এই যে, ভৌগোলিকভাবে পরস্পর- সংলগ্ন এলাকাগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই কেবল নিজেদের ভোটে ঠিক করবে যে, তারা পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করবে, না পরস্পর আদান প্রদানের দ্বারা সমানাধিকার শর্তে কোন যুক্তরাষ্ট্রের শামিল হবে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে National group বলা হয়।

অন্যান্য যে সমস্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ঐ এলাকায় থাকে, তাদের Sub-national group বলা হয়। এদল আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী করতে পারে না; কিন্তু নীতিগত পূর্ণ রক্ষাকবজের দাবী করতে পারে। কোন লোকায়ত্তর গভর্ণমেণ্ট শাসন ব্যাপারে সফলতা লাভ করে তখনই যখন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় অত্যাচারিত হচ্ছে এই অভিযোগ করবার যথেষ্ট কারণ পায় না। সুখের বিষয় ভারতের মত উপমহাদেশের সব জায়গায় মুসলিমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসাবে ছড়িয়ে নেই; বরং পূর্বে ও উত্তর পশ্চিম ভারতে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাবে বসবাস করছেন। এগুলোই তাঁদের জাতীয় আবাসভূমি এবং এগুলোতেই তাঁরা নিজেদের আদর্শ জাতিরূপে গড়ে তুলবেন।

লীগের আদর্শ

নিজস্ব আদর্শ ও স্বাধীনতার পথ সামনে রেখে মুসলিম জাতি কি নীতি অবলম্বন করছেন, তা জানতে হোলে কায়েদে আজমের উক্তির পনরুল্লেখ করাই শ্রেয়ঃ। ১৯৪১ সনে লীগের মাদ্রাজ অধিবেশনে, তিনি ঘোষণা করেন "মুসলিম লীগের আদর্শ হচ্ছে এই যে, মুসলমানেরা, একটা স্বতন্ত্র জাতি। তাঁদের এই স্বাতন্ত্র্য এবং পৃথক অস্তিত্বকে অন্য কোন জাতির বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিতর প্রবেশ করিয়ে মুসলিম জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে নষ্ট করার অপপ্রচেষ্টাকে ভীষণভাবে বাধা দেওয়া হবে আমরা এবিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং এতে যেন আমরা কোন রকমের ভুল না করি। সমতা, পরস্পর আদান-প্রদান এবং

www.pathagar.com

পরস্পরের যুক্তি ও দাবীর পূর্ণ উপলব্ধি দ্বারা ভারতের বিভিন্ন জাতির ভিতর সৌহার্দ্য বর্দ্ধনই আমাদের আদর্শ।.....অন্যজাতির উপর প্রভুত্ব করবার আকাঙ্খা বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য।" ভারতীয় জাতিগুলো যতশীঘ্র এসত্যকে উপলব্ধি করে, ভারতের জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান তত শীঘ্রই হবে। এই নীতিকে সামনে রেখেই ১৯৪০ সনে লাহোর অধিবেশনে লীগ পাকিস্তান-প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ১৯৪১ সনে মাদ্রাজ অধিবেশনে এ প্রস্তাবকে জাতীয় বিশ্বাসের বস্তু বলে বরণ করে নেয়। লাহোর প্রস্তাব ঃ—

(ক) ভৌগোলিক দিক হোতে অবিচ্ছিন্ন এলাকাগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী আঞ্চলিক সীমানা রদবদলের দ্বারা এমন ভাবে বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত করতে হবে, যাতে যে সকল এলাকায় মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন ভারত-বর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব অঞ্চল, সে সব এলাকায় স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে ; যে সব এলাকা নিয়ে এই রাষ্ট্রগুলো গঠিত হবে সেগুলো স্বায়ত্তশাসিত এবং সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন হবে।

(খ) এসব অঞ্চলের সংখ্যালঘিষ্ঠদের সাথে পরামর্শ করে তাদের ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে উপযুক্ত, কার্যকরী রক্ষাকবজের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) ভারতের অন্যান্য অংশে যেখানে মুসলিমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সে সকল অঞ্চলে তাদের ও অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠদের সাথে পরামর্শ করে তাদের সকলের ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, শাসনগত, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে উপযুক্ত, কার্যকরী ও আইনগত রক্ষাকবজের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকবে।

নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, লাহোর প্রস্তাব, ১৯২৯ সনের কংগ্রেস প্রস্তাবের অনুরূপ একটা স্বাধীনতাকামী প্রস্তাব। প্রস্তাবে বর্ণিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই অর্জন করতে হবে। কাজেই মুসলিমদের স্বাধীনতার জন্য এ প্রস্তাব, বৃটিশ শাসনের দাসত্বের

www.pathagar.com

শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তি অর্জনের জন্য এ প্রস্তাব, হিন্দু সংখ্যাধিক্যের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এ প্রস্তাব—বৃটিশ বেয়নেটের নীচে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকবার প্রস্তাব এটা নয়।

বৃটিশজাতি কেবল মুসলিম-ভারত কেন, মুসলিম-জগতের যতবড় শত্রু ততবড় শত্রু আর কারও নয়। বিশ্ব মুসলিমদের ধন-সম্পত্তি, মান মর্যাদা, শিক্ষা-সভ্যতা সমস্ত তিলে তিলে লুটে নিয়ে এঁরা তাঁদেরকে অমানুষ করে তুলেছেন। দেশের মুসলিম নরনারী আজ এসত্যটা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মুসলিমদের অমুসলিম করে তোলাই ছিল বৃটিশের মজ্জাগত উদ্দেশ্য এবং তাঁহাদের পোষিত এ আশা সাফল্য মণ্ডিতও হয়েছিল।

মূল দাবী প্রথমে

স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ন্যায়পরায়ণতায় যদি কেবল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের এক-চেটিয়া অধিকার হয়ে থাকে, আর লীগ যদি কেবলমাত্র গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অজ্ঞতা এবং অন্যায়মূলক আন্দোলনে পূর্ণ হয়, তবে পাকিস্তান আন্দোলনকে দশ কোটি মুসলিম স্বাধীনতা আন্দোলন বলে গ্রহণ করেছে, এ জীবন্ত সত্যকে অস্বীকার করতে হয়। পরস্পরের যুক্তিবাদকে বুঝতে হবে, কেননা স্বাধীনতা লাভের যে প্রেরণা নিয়ে কংগ্রেস গর্ব করে—লীগের পাকিস্তানের পেছনে স্বাধীনতা লাভের সেই প্রেরণাই বর্তমান। পাকিস্তান রাষ্ট্র কিভাবে গঠিত ও পরিচালিত হবে এ সম্বন্ধে নেহেরুর ন্যায় জনকয়েক কায়েমী স্বার্থবাদী বুর্জোয়া প্রশ্ন তুলেছেন।

পাকিস্তান-দাবী সম্বন্ধে লীগের তরফ হোতে যতটুকু বলা হয়েছে, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে কংগ্রেসের তরফ থেকে তার এক চতুর্থাংশও বলা হয়নি। পাকিস্তান-দাবী সম্পর্কে বা পাকিস্তানের সীমানা, সম্বন্ধে কোন কিছুই অস্পষ্ট রাখা হয়নি। স্বাধীন ভারতের সামানা, সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার, দেশীয় ষ্টেটগুলোর সার্বভৌমত্ব, ভারতের

www.pathagar.com

ভবিষ্যৎ অর্থনীতি ও শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কংগ্রেস আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা দিতে পারেনি। পাকিস্তানের দাবী অবোধগম্য, অস্পষ্ট বা ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী হিন্দু নেতৃবৃন্দের এসব প্রচারণার অর্থই হচ্ছে এ দাবীকে কোণঠাসা করা। শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা বা আপোষরফা করবার সময় মূলনীতিকে ভিত্তি করেই আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে এবং সেটারই মীমাংসা হয় প্রথমে। সূক্ষ্ম দফাগুলোতে এসে বিশেষ বেগ পেতে হয় না, কিন্তু মূলনীতিকে মেনে না নেওয়া হোলে মিলন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। গঠনতন্ত্র সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও জানেন যে কোন একটা জাতিকে বিশিষ্ট উপমহাদেশের কোন অংশ ছেড়ে দেবার বেলায় ভাগের দাবীটাই প্রথমেই মেনে নিতে হয়; এর পর মেনে নেওয়া দাবীকে কার্য্যকরী করবার কথা উঠে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা পরিবারের ভিতর গৃহবিবাদ দেখা দিলে একটা চুক্তির ফলে মিলন হয়। নতুবা আদালত কর্ত্তৃক সমস্ত সম্পত্তি বিভাগের চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া হয়। এরপর ন্যায়ের ভিত্তিতে ভাগ বাটোয়ারার কাজ সমাধা করা হয়। অতীতে বিচ্ছেদ ও বিভাগের বেলায় ঠিক এই পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। আয়ারল্যাণ্ডের শাসনসংক্রান্ত গোলযোগের সময় বিচ্ছেদ ও বিভাগের ফর্ম্মুলাকেই প্রথমে মেনে নেওয়া হয়েছিল। এই আপোষনামা মাত্র দশ লাইনে লেখা হয়। আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী ব্রহ্মদেশ ও সিংহল সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা খাটে। ভারতীয় মুসলিমদের বেলায়ও কেবল মেনে নেওয়া হোক "মুসলিম ভারত একটা জাতি।"

পাকিস্তান ও স্বাধীনতা

পাকিস্তান অর্জ্জনের পূর্বে ভারতীয় স্বাধীনতার কথা একটা ধাঁধা মাত্র। একজন পাকিস্তানবাদী পাকিস্তানের কথা চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গেই সর্ব ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে চিন্তা করেন। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা অগ্রগণ্য এবং পাকিস্তান একটা দ্বিতীয় স্তরের বিচার্য্য বিষয়, একথা কেবল পাগলেই বলতে পারে। ভারতবাসী যদি একটা জাতিও

www.pathagar.com

হোত, তবুও এই যুক্তিবাদ সংখ্যালঘিষ্ঠদের পরিতৃপ্ত করতে পারতনা; কেননা স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাহুতি দেওয়ার পর তাদের কিরূপ স্বাধীনতা বা সুখসুবিধা দেওয়া হবে তা বিশদভাবে জানবার আগে তারা সোজা-সুজি স্বাধীনতা-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত না। পণ্ডিত নেহেরু অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা বা Elimination of foreign authority বলতে বা বুঝাতে চান আমরা স্বাধীনতার অর্থ তা করিনা।

স্বাধীনতা বলতে আমরা বুঝি এমন পরিবেষ্টনির দাসত্ব হোতে মুক্ত হওয়া, যা আমাদের উন্নতি ও বিকাশকে পদদলিত করে রাখে। কাজেই নিজেদের প্রতিভা ও সামর্থ্য অনুযায়ী আত্মবিকাশের পথকে আমরা স্বাধীনতা বলি। স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে বৈদেশিক শক্তির বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত রাষ্ট্রবিপ্লব ও অরাজকতার সম্মুখীন হবে। লীগ যদি কংগ্রেসের সাথে কোনচুক্তি না করেই Quit India এর ফাঁদে পা দেয়, তবে বৃটিশ হয়ত তল্পিতল্পা নিয়ে চিরবিদায় নিবে; কিন্তু দেশে কোন নির্দ্দিষ্ট রাজশক্তি বা আইনকানুন থাকবেনা। এই সুযোগ নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিটলারী রাজত্ব শুরু করবে এবং ঘনঘন পশ্চিম দেশীয় গণতন্ত্রের দোহাই দিবে। ইতিমধ্যে মুসলিমরাও পাকিস্তান ঘোষণা করতে পারেন এবং তপশীলী-হিন্দু ও শিখেরা যে নিশ্চেষ্ঠ হয়ে বসে থাকবেনা এটাও ধ্রুবসত্য। ১৯৪২ সনের "ভারত ত্যাগ কর" ধুয়ার সাথে সাথে গান্ধীজী এসত্যকে উপলব্ধি করেই ঘোষণা করেছিলেন: Thus assuming that the British leaves there is no government and no constitution, British or other. therefore there is no central Government. Militarily the most powerful party may set up its rule and impose it on Indin if the people submit, Muslims may declare Pakistan and nobody may resist them. Hindus may do likewise. Sikhs may set up their rule in territories inhabited by them. There is no end to the possibilities."

"ধরুন বৃটিশ চলে গেল। তখন বৃটিশ বা অন্যকোন সরকার অথবা

www.pathagar.com

কোন শাসণতন্ত্র বা কোন কেন্দ্রীয় সরকারের অস্তিত্বও রইল না। এমন অবস্থায় সামরিক দিক দিয়ে সর্বদিক শক্তিশালী দল হয়ত তাদের শাসন কায়েম করতে পারে এবং জনসাধারণ মেনে নিলে সারা ভারতব্যাপী তা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। মুসলমানগণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষনা করতে পারে এবং কেউ হয়ত তা রোধ নাও করতে পারে। হিন্দুরা তেমনি করতে পারে এবং শিখ অধ্যুষিত এলাকায় ও অণুরূপ ঘটতে পারে। এরূপ আশংকার কোন শেষ নেই।"

অবশ্য পরে তিনি ভদ্রলোকের মত আশা পোষণ করেছেন যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক হয়ত বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটা গভর্ণমেণ্ট গঠনে সহায়তা করবে। পাগলেই কেবল এ আশা পোষণ করতে পারে, কেননা জটিল রাজনীতিক্ষেত্রে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছবার আগে বিভিন্ন রকমের মারপেঁচের খেলা হয়। দুর্ভাগা ভারতের লোক এতমূর্খ নয় যে, গান্ধীজী মাথায় হাত বুলিয়ে নরম কথায় সরল আশা পোষণ করলেই বিভিন্ন জাতি নিজ নিজ দাবী পরিত্যাগ করবে। যেখানে কোটি কোটি লোকের মন আর অদৃষ্ট নিয়ে খেলা সেখানে এত সরল আশা পোষণের কোন অর্থ হয় না। "ভারত ত্যাগ কর" দাবী সাফল্য মণ্ডিত হোলে দেশ একটা ভীষণ অরাজকতার সম্মুখীন হবে জেনেও মহাত্মা গান্ধী লীগের সাথে কোন রকমের বুঝাপড়া না করেই প্রকাশ্য বিপ্লব শুরু করলেন। এই দাবীর ভিতরের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে আমরা সাদর সম্ভাষণ জানাই, কিন্তু লীগকে কোণঠাসা করে সমস্ত শক্তি হাতকরার ষড়যন্ত্রকে আমরা ঘৃণা করি। সুতরাং Elimination of Foreign power এর কথা চিন্তা করার সাথে সাথেই বিধিবদ্ধ আইন কানুন, সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলোর জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা বা রক্ষাকবজ ও লোকায়ত্তর গভর্ণমেণ্টের কথা চিন্তা করতে হবে।

গান্ধীজী এ দিক দিয়ে কংগ্রেসের তথাকথিত স্বাধীনতাকে মুসলিম সমাজের নিকট ব্যাখ্যা করবার চেষ্টাই করেননি। আমরা বিশ্বাস করি হিন্দুভারতের স্বাধীনতা না আসলে মুসলিম ভারতের স্বাধীনতাও আসতে

www.pathagar.com

পারে না। সমান সমান দাবীর ভিত্তিতে অস্থায়ী সরকার গঠনে কায়েদে আজম কতবারই না আকুল আহ্বান জানিয়েছেন ; হিন্দু ভারতের তরফ হোতে কি এর যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়েছে ? ১৯৪২ সনে গান্ধীজী বলেছেন যে, বড়লাট কায়েদে আজমকে গভর্ণমেণ্ট গঠন করতে আহ্বান করলে তাতে তাঁর আপত্তি তথাকবেইনা বরং পূর্ণ সমর্থন থাকবে। এগুলো তাঁর চাটুকতা ছাড়া আর কি হোতে পারে ? গান্ধী—গেন্ডার মোলাকাতের সময় গান্ধীজী দাবী করেন, এই গভর্ণমেণ্টকে আইনসভার কাছে দায়ী থাকতে হবে। এর অর্থ হোল যে কোন একমের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট জিন্নাহ্ গঠন করুননা কেন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিষদ সুযোগ বুঝে একদিনেই তার জীবনের দফারফা করতে পারবে। পক্ষান্তরে গান্ধীজীর এই বাক্যে প্রতারিত হয়ে কায়েদে আজম হয়ত ভুল করে পাকিস্তানের দাবী ছেড়ে দিতেও পারেন, এ দুরভিসন্ধি গান্ধীজীর মনে ছিল। বিশেষ করে কংগ্রেস প্রস্তাবিত অস্থায়ী বা স্থায়ী সরকার গঠনে লীগ-প্রতিনিধিরা হিন্দু প্রধান আইনসভার হাতে বন্দী হয়ে পড়তেন। মিঃ ডি, এন, ব্যানার্জি বলেন, রাজনীতিতে গান্ধীজীর ধর্মাধর্মি একেবারেই অচল ; হিংসা বিদ্বেষ ও পরস্পরের জোর বুঝাবুঝিই রাজনীতির বাহন। কাজেই ভারতীয় জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কেবল পাকিস্তানের ভিতর দিয়েই হোতে পারে। সেজন্যই কায়েদে আজম ঘোষণা করেছেন :—

"Let us, therefore, live as good neighbours ; let the Hindus guard the south and western India and let the Muslims guard the North West and Eastern frontier. We will then stand together and say to the world ; Hands of India ; India for Indians." "সুতরাং আমাদের প্রতিবেশীর ন্যায় সৌহার্দ্যের সাথে বসবাস করতে হবে। হিন্দুজাতি দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত এবং মুসলিমজাতি উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের পাহারায় নিযুক্ত থাকবে। তখনই আমরা একসঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলব : ভারত থেকে দূর হও, ভারত ভারতবাসীর।"

www.pathagar.com

সম স্বাধীনতা

পাকিস্তান শুধু দশকোটি মুসলমানের স্বাধীনতার দাবী নয় বরং জাতিধর্ম নির্বিশেষে চল্লিশ কোটি মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম। কায়েদে আজম বলেছেন ;—"Pakistan principle is the only solution of the constitutional problems of India which means not only freedom of Muslims but of Hindus and other elements in the country too……When we declare that we will fight for Pakistan, die for Pakistan, and make every sacrifice for Pakistan, it is not merely for those zones where Muslims are in a majority but for the whole subcontinent of India. How can I get Pakistan unless the British Government here is eliminated, and therefore, the more I fight for Pakistan, the more I am fighting for the whole of India's freedom."

"পাকিস্তান দাবী ভারতের জটিল রাজনৈতিক সমস্যার একমাত্র সমাধান। পাকিস্তান কেবল মাত্র মুসলমানদের স্বাধীনতা নিয়ে আসবে না বরং হিন্দু ইত্যাদি সমস্ত দলেরই স্বাধীনতার সওগাত বহন করে আনবে। যখন আমরা ঘোষণা করি আমরা পাকিস্তান অর্জনের জন্য সংগ্রাম করব, পাকিস্তানের জন্য মৃত্যু বরণ করব এবং আমাদের সর্বস্ব বিসর্জন দেব, তখন শুধুমাত্র মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর জন্যই আমরা ঐ কথা বলি না, পরন্তু সমগ্র ভারত উপমহাদেশের জন্যই বলে থাকি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ ধ্বংস করতে না পারলে আমরা কিরূপে পাকিস্তান লাভ করব? অতএব যতই আমি পাকিস্তান অর্জনের জন্য সংগ্রাম করি, ততই, সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করি।"

এখন দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে, পাকিস্তান আনবে হিন্দু-মুসলিম উভয়েরই স্বাধীনতা। পাকিস্তানের কল্পনায় মুসলিমরা যে স্বাধীনতার কথা চিন্তা করে, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার সাথে মূলেই তার পার্থক্য রয়ে গিয়েছে। অখণ্ড-ভারতের ভিত্তিতে কংগ্রেস যে যুক্তরাষ্ট্রের কথা ভাবে, তার পরিণামই হোল হিন্দুরাজ। পাকিস্তানের স্বাধীনতাই

www.pathagar.com

ভারতের স্বাধীনতা, কিন্তু শব্দ দুটোকে ঘুরিয়ে যদি বলা হয়, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতাই পাকিস্তানের স্বাধীনতা তবে ভীষণ ভুল করা হবে।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পুনঃপুনঃ ঘোষণা করেছেন :—"The whole field of constitutional reform and development is open and India can have her freedom under a constitution framed by agreement between the main elements of her population. His Majesty's Government resolve neither to transfer their present responsibitities for the peace and welfare of India to any system of Government whose authority is directly denied by large and powerful elements in India's national life nor to coerce such elements into submission to such a Government."

"শাসণতান্ত্রিক সংস্কার ও উন্নয়নের পূর্ণ ক্ষেত্র এখন মুক্ত। ভারতীয় জনসংখ্যার প্রধান অংশগুলোর মধ্যে ঐক্যমতের ভিত্তিতে রচিত শাসণ-তন্ত্রের অধীনে ভারত তার স্বাধীনতা পেতে পারে। মহামান্য সরকারের সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতের জাতীয় জীবনে বৃহৎ ও শক্তিশালী অংশগুলো কর্তৃক ভারতের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য এমন কোন পদ্ধতির সরকারের সরা-সরি বিরোধীতা করলে মহামান্য বৃটিশ সরকার বর্তমান ক্ষমতা হস্তান্তরে ইচ্ছুক নহেন অথবা এসব দলকে এরূপ সরকারকে মেনে নিতেও বাধ্য করা হবেনা।"

এই ঘোষণার প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কায়েদে আজম বলেছেন :—"বৃটিশ স্বদেশে ও বিদেশে যে যুক্তি দেখিয়েছেন আমরা তা খণ্ডন করব না কেন? তাঁদের বলুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, আমাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর কর। একবাক্যে, একই কর্তৃত্বের অধীনে এবং এদেশের সম্মিলিত নেতৃত্বে সংগ্রাম করবার সময় কেবল তখনই আসবে। আপনারা এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছেন না কেন?"

লীগ কংগ্রেসের সম্মিলিত নেতৃত্বই কেবল ভারতের স্বাধীনতা আনতে পারবে—অন্য কিছুই নয়। লীগ-কংগ্রেসের স্বাধীনতাকামী শক্তি এবং

www.pathagar.com

বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণের আন্তরিক অভিমতই আমাদের জয়যাত্রার পথে এগিয়ে দেবে। অহিংসার পথ অবলম্বন করে বৃটিশ বেয়ানটের ধাক্কা হোতে বাঁচা যায় বটে, কিন্তু হিংসা ছাড়া স্বাধীনতা কি কখনও এসেছে? অহিংসারূপে হিংসারূপী দানব অবশ্য কংগ্রেসের রাজনীতিতে প্রবল।

দায়ী কে?

সততা বা স্বার্থত্যাগের অভাব কংগ্রেসের ছিল না, উপযুক্ত নেতৃত্বও যথেষ্ট ছিল, কংগ্রেসকর্মিগণ অম্লানবদনে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছেন অথচ ভারতের স্বাধীনতা এলনা কেন? কংগ্রেসের ভ্রান্তপথ অবলম্বনই এর জন্য দায়ী। ভারতের বিভিন্ন সুবাগুলো চিরদিনই স্বাধীন ও সার্বভৌম থাকবার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সাথে লড়াই করে এসেছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারত সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রারম্ভ হোতে গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা এই চাকচিক্যময় শব্দগুলো আওড়িয়ে এসেছে এবং কংগ্রেস এই বেড়াজালে পড়ে গিয়ে ভারতের দাসত্বের দিন ও ভারতবাসীর যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিয়েছে। বৃটিশ ভালভাবেই জানে, মুসলিম জাতি যুক্তরাষ্ট্রের শামিল হোতে রাজী হয়ে কোনদিনই জাতীয় চির মরণ ডেকে আনবে না, কাজেই তাঁরা হিন্দুদের শিক্ষা দেন যুক্তরাষ্ট্র, গণতন্ত্র ও সাম্যের কথা, আর মুসলিমদের বলেন—তোমরা রাজী না হোলে কোন রকমের শাসনতন্ত্রই তোমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

একদিকে বৃটিশ নিজশক্তি অটুট রাখতে চাচ্ছে অন্যদিকে হিন্দুরা ভাবছেন অখণ্ড ভারতীয় শাসনতন্ত্রে হিন্দুরাজ আপনা আপনি কায়েম হয়ে যাবে। ফল হচ্ছে মুসলিম ও তপশীলভুক্ত জাতি এই অখণ্ড ভারতীয় শাসনতন্ত্রের কাছে মাথা নোয়াতে রাজী না হওয়ায় ভারতের অচল অবস্থা বেড়েই চলেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কুক্কুট যুদ্ধের একটা আখড়া হয়ে দাঁড়াবে, তখন জয়চন্দ্রের জাতভাইয়েরা জন্মভূমির স্বাধীনতাকে অন্যের হাতে তুলে দেবার জন্য হয়ত পূর্বদিকে ছুটবে।

www.pathagar.com

এরূপ স্বাধীনতা পাবার আশা হয়ত কেউ করেন না। সুতরাং সংখ্যা লঘিষ্ঠদের উপর আধিপত্য করবার আশা না রেখে প্রকৃত স্বাধীনতার আকাঙ্খা যদি থাকে তবে পাকিস্তান দাবীকে মেনে নিতেই হবে। স্বাধীন পাকিস্তান ও স্বাধীন হিন্দুস্থানে বাইরের লোকের পোদ্দারী করবার কোন পথই খোলা থাকবেনা, অথবা একের উপর অন্যের হুকুমাত চালু করবার আকাঙ্খাও থাকবেনা। কাজেই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব কলহ চিরদিনের মত মিটে যাবে। পাকিস্তান দাবী দুমুখী, এটা দুটো জাতির প্রতিই ন্যায্য বিচার করে এবং বৃটিশের হাত হোতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী করে।

হিন্দুদের তরফ থেকে কি এর উপযুক্ত সাড়া পাওয়া গিয়েছে? কেউ কেউ হয়ত সাড়া দিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা পাকিস্তান প্রস্তাবকে দেখছেন মুসলমানদের কিছু সুবিধা বা ঘুষ দিবার পক্ষ থেকে, এর পেছনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা তাঁরা দেখতে পাননি। পাকিস্তান প্রস্তাব পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রোল উঠান হোল 'ভারত মাতা দ্বিধাবিভক্ত হোল, গোমাতা ধ্বংস হোল, ভারতমাতা কুচক্রীদের হাতে পড়ল, মধ্য এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী মুসলিমরা ভারত আক্রমণ করতে এল' ইত্যাদি।

কংগ্রেসের পুরোভাগে দুএকজন মুসলিমকে শিখণ্ডী রূপে দাঁড় করিয়ে প্রচার চলল, পাকিস্তানের দাবী অনৈসলামিক, অর্থনৈতিক কারণে অসম্ভব এবং সুখসুবিধা আদায়ের জন্য একটা দরকষাকষি মাত্র। যথেচ্ছাচার আন্দোলনের পর মুসলিম জনমতকে ঠেকিয়ে রাখা যখন সম্ভবপর হোল না তখন পুরান যুক্তিবাদ ও স্লোগানগুলো ছেড়ে দিয়ে তাঁরা পাকিস্তানের সীমানা সম্বন্ধে বিভিন্ন যৌক্তিকতার অবতারণা করে যতটা সম্ভব বড় অংশ পাকিস্তান হোতে বের করে নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে পঙ্গু ও দুর্বল করে দেবার ষড়যন্ত্রে মাতলেন।

গান্ধী—জিন্নাহ্ মিলনের পর দেশের জনমত অনেকটা মিলনের দিকেই চলেছিল, কিন্তু কংগ্রেস এবং গান্ধীজীর পরবর্ত্তী কার্য্যাবলীর দিকে লক্ষ্য করে একটা নিরাশার ছায়া আমাদের মনের উপর এসে পড়েছে।

কংগ্রেস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তখন মিঃ আবুল হাশেমের মত জনপ্রিয়গণকেও সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। এদের মজ্জাগত

www.pathagar.com

স্বভাব হচ্ছে লীগকে জনসাধারণের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা। কিন্তু মিঃ হাশেমের মত নবীন পন্থীদের সাহায্য করলে লীগের প্রভাব শতগুণ বেড়ে যাবে, এটাই এদের ভয়। সীমান্তে কংগ্রেস সরকার গঠন ব্যাপারে গান্ধীজী মুচকি মুচকি হাসলেন, কিন্তু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে তিনি কি পন্থা অবলম্বন করেছেন? তিনি বলবেন চোরাই কারবার বন্ধের জন্য এব্যবস্থা, কিন্তু জনগণের দুর্দিনের সময় মন্ত্রীত্ব গঠনের পূর্বেই ত স্যার নাজেম কংগ্রেসের নিকট বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছিলেন। কংগ্রেসের তরফ হোতে কি এই আকুল আহ্বানের সাড়া পাওয়া গিয়েছিল? জনগণের দুর্দিনে দেশীয় জনপ্রতিষ্ঠানগুলো যদি সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে রাজী না হয়, তবে যে কোন মন্ত্রীমণ্ডলী ২১/৩০টা বুর্জোয়া সাধার হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়াবেন।

পৃথিবীর জনমতকে ভুল বুঝাবার জন্য দু-একজন মুসলিমকে শিখণ্ডী সাজিয়ে কংগ্রেসের পুরোভাগে রাখার যুক্তিবাদকে আমরা কোনদিনই সমর্থন করি না। কংগ্রেস যদি খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা করত যে এ শিখণ্ডীগুলো হিন্দু ভারতের মুকুটবিহীন রাজা এবং ভারতীয় হিন্দু জাতি পুতুলের মত এঁদের অঙ্গুলি হেলনে নাচতে থাকে তবে আমাদের বিশেষ কিছু বলবার থাকত না।

আমেরিকায় অবস্থান কালে বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত বজ্রনাদে ঘোষণা করেছিলেন, হিন্দু মুসলিম ভারতের নেতা গান্ধীজী এবং মওলানা আজাদ ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রাম চালাচ্ছেন। মিথ্যার বেসাতি করা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মজ্জাগত স্বভাব এবং এদের আদর্শেরও কোন বালাই নেই। মওলানা সাহেব একজন বড়ঘরের আলেম এ হিসাবে আমরা তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যে অবস্থায় তিনি কংগ্রেসের সভাপতি পদ বরণ করেছেন, তা ভেবে দেখলে আমাদের দুঃখ হয়।

মওলানা সাহেব যখন উদীয়মান তরুণ যুবক তখন একজন মহান নেতাকে কংগ্রেসের তরফ হোতে যে সমস্ত পদ দিয়ে সম্মানিত করবার অধিকার সেযুগে কংগ্রেসের ছিল তন্মধ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের

www.pathagar.com

মেয়র এবং বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ ছিল প্রধান। তাঁকে এদুটো পদই দিতে চাওয়া হয়েছিল কিন্তু তখন আত্মমর্য্যাদা সম্পর্কে তিনি পূর্ণভাবে সজাগ ছিলেন বলেই কংগ্রেসের এদান গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি উপলব্ধি করতেন, হিন্দু প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সাথে তাঁর মতানৈক্য ঘটলেই তারা যে কোন মুহূর্তে এদানকে ছিনিয়ে নিবে। কিন্তু, যে যুগে তিনি সভাপতিপদ গ্রহণ করলেন সেযুগে তাঁকে কংগ্রেসের পুরোভাগে দাঁড় করান ছাড়া কংগ্রেসের অন্য কোন উপায় নেই। যবনিকার অন্তরালে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্রকে এ উপায়ে ঢেকে রাখা হচ্ছে। কাজেই বর্তমান অবস্থায় সভাপতির পদ হোতে তাঁকে ঠেলে ফেলবার সাধ্য কংগ্রেসের নেই, পক্ষান্তরে পদের মোহই মওলানা সাহেবকে পেয়ে বসেছে। মুসলিম জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখে এই লোকটি গত ছয় বৎসর যাবৎ কংগ্রেস গদীতে বসে গান্ধীজীর অন্তর্বাণীর দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন এবং বর্ণাশ্রমপন্থী গান্ধীজীর বন্দেমাতরম সদন সেবাগ্রাম হোতে অনুপ্রেরণা পেয়ে এসেছেন। দুবৎসরের জন্য ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হবার সুযোগ খুব কম নেতাই পেয়েছেন, কিন্তু গত ছয় বৎসর ধরে তিনি এই পদ দখল করে বসে আছেন। এর পূর্বেও এক বৎসরের জন্য তিনি কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন, কিন্তু সে সময়ে দ্বিতীয় বৎসরের জন্য তিনি নির্বাচিত হন নাই কেন? আর বর্ত্তমানেই বা তাঁকে এপদে বহাল রাখা হচ্ছে কেন?

পাকিস্তানের দাবী স্পষ্ট

পাকিস্তানের মোদ্দা কথা হোল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠনের অধিকার। এ এলাকার বৈদেশিক সম্বন্ধ, দেশরক্ষা, আভ্যন্তরীণ যানবাহন, শুল্ক, বাণিজ্য প্রভৃতির সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক শাসন পরিচালনার ব্যবস্থা করবে এই পাকিস্তান সরকার। এ সমস্ত বিষয়গুলো যে কোন রাষ্ট্রের বুকের রক্তের শামিল, কাজেই পাকিস্তান রাষ্ট্র এগুলোকে কোন রকমের যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে ছেড়ে

www.pathagar.com

দিতে পারে না। কায়েদে আজম বলেছেন :—"We do not want in any circumstances a constitution of an All India character with one Government at the centre. We will never agree to that. If we once agree to that, let me tell you, the Muslims will be absolutely wiped out of existence."

"আমরা কোন অবস্থাতেই সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার অধীনে থাকতে চাইনা। একটা সর্বভারতীয় গভর্ণমেণ্ট আমরা কোনদিনই মেনে নিব না। আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি, যদি আমরা একবার এটা মেনেনি তবে ভারতের বুক হোতে মুসলিম চিরদিনের জন্য মুছে যাবে।"

পাকিস্তানের সম্মুখ যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাই মূলদাবীকে মেনে নিয়ে এর উপর প্রচ্ছন্ন আক্রমণ চালাচ্ছেন। আক্রমণের অস্ত্রস্বরূপ যে সমস্ত কল্পনা বা অলীকস্বপ্নের আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে সেগুলো এরূপ :—(ক) ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে ভারত অখণ্ড এবং ভূগোলকে উল্টান অসম্ভব। (খ) ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হোলে যে কোনও রকমের যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন। (গ) কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে সামান্য শক্তি দিয়ে প্রদেশগুলোকে অধিক এবং অবশিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হোক (ঘ) প্রদেশগুলোকে ইউনিয়ন হোতে যে কোন মুহূর্তে স্বেচ্ছায় বেরিয়ে যাবার শক্তি দেওয়া হোক ইত্যাদি। শেষ দফা সম্বন্ধে বলা হয় এরূপ ইউনিয়নই পাকিস্তানের দাবী পূরণ করবে। এযুক্তি সর্বৈবভাবে মিথ্যা এবং কুহেলিকার অন্তরালে পাকিস্তান দাবীকে নস্যাত করার ষড়যন্ত্র মাত্র।

অখণ্ড ভারতের সুখস্বপ্ন

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক এবং শাসনতান্ত্রিক অন্যান্য ব্যাপারে ভারত এক ও অবিভাজ্য, বিদেশীর চোখে ধূলো দিবার জন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই অলীক কল্পনাকে রং ফলিয়ে সময়ে অসময়ে প্রচারনা

www.pathagar.com

চালাচ্ছেন। এদেশে সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কোনকালে ছিল না ; কারণ ভারতে কেবল এক জাতির অস্তিত্ব কোনদিনই ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী মোগল এবং হিন্দুযুগে অবশ্য ভারতের ⅔ অংশের উপর দুএকবার কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন দেখা যায়। এই বিশাল উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশগুলো যতদিন কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যবাদের বিপুল শক্তির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সাহস না করত, কেবল ততদিন মাত্র অধীনতাপাশ অটুট রাখত। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আওতার বাইরে থাকবার একটা প্রবল আকাঙ্খা এ সুবাগুলোর চিরদিনই ছিল। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনপাশ যেমনিই দুর্বল হয়ে পড়ত বিভিন্ন সুবাগুলো অমনি স্বাধীনতার নামে বিদ্রোহ ঘোষণা করত। একটা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের দাবী ভারতীয় রাজনীতিতে নূতন। ভারতের বর্তমান অসম্ভব অখণ্ডত্ব বৃটিশ বেয়নেটের জোরে সৃষ্টি করেছে—স্বাভাবিক নয়। সেজন্যই কায়েদে আজম বলেছেন :—

"British statesmen put out the plea of united India because they knew that was the only way by means of which they could prolong and continue their overlordship over the entire subcontinent of India. They encouraged the theory of united India knowing full well that the two would never agree. They are putting the two together so that they can play the role of arbitrator and meet out the kind of justice which the monkey dispensed to the two cats……It is our enemies who have put us on this wrong road. It is the machinations of British statesmen who have put us on this wrong road of united India and one Central Governmet."

"বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌রা ভারতের অখণ্ডত্বের কথা জোর গলায় প্রচার করেন। কেননা কেবল এই পথ অবলম্বন করেই তাঁরা এই বিশাল উপমহাদেশের উপর প্রভুত্ব অটুট রাখতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন।

www.pathagar.com

এদুটো জাতি এ ভিত্তিতে কোনদিনই রাজী হবে না জেনেও তাঁরা অখণ্ড ভারতের গুণকীর্তন করে চলেছেন। তাঁরা এদের দুটোকে বিচ্ছিন্ন করে রেখে বাঁদরের বিড়াল দুটোকে ন্যায়ের ভিত্তিতে পিষ্টক বিভাগ করে দেবার মত সালিশীমঞ্চের অভিনেতা সাজবার সুযোগ খুঁজছেন। আমাদের শত্রুরাই আমাদের বিপথে চালিয়েছে। বৃটিশ রাজনীতিবিদদের এই জালিয়াতী বুদ্ধিই আমাদের বিভ্রান্ত করে যুক্ত ভারত এবং কেন্দ্রীয় সরকাররূপ বিপর্যায়ের দিকে টেনে এনেছে।"

বাস্তব উপলব্ধি

পরস্পরের মতের অমিল চিরসত্য বলেই কি আমরা বন্ধুত্বের পথ খুজে বাহির করব না? স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ভারতবাসীর পূর্ণ আত্মবিশ্বাস এবং বিশুদ্ধ মন নিয়ে উল্লিখিত দ্বন্দ্বগুলোর সম্মুখীন হওয়া উচিত। অনেকে ভাবেন জিন্নাহ্ রাতারাতি স্বপ্ন দেখে পাকিস্তানের দাবী উত্থাপন করছেন। অনেকে বলেন বিশেষ কতগুলো সুবিধা আদায় করে নিবার জন্য কায়েদে আজম কড়া হাঁক হেঁকেই চলেছেন। ভারতীয় মুসলিম জাতির কোন দাবীকে বৃটিশ মেনে নেবার আগে কংগ্রেস পাত্তা দিতেই চায় না। সিন্ধুকে পৃথক প্রদেশের পর্যায়ে উন্নীত করণ, পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে মুসলিম জাতির ন্যায্য দাবীকে বৃটিশ সরকার মেনে নেওয়ার পরই কংগ্রেস মেনে নিয়েছে; পূর্বের ন্যায় এতেও কংগ্রেসের বিশেষ কোন একটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী বা শিক্ষা হয়েছে বলে আমরা মনে করি না।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনেকে ভাবেন কায়েদে আজমের মধ্যে স্থায়ীত্ব বলে কোন কিছুই নেই; আজ তিনি জাতীয়তাবাদী, কাল সাম্প্রদায়িক, এর পরদিন যুক্তরাষ্ট্রের পূজারী এবং শেষদিন পাকিস্তানের দাবীদার। কংগ্রেস-লীগ ইতিহাস মনোযোগ দিয়ে পড়ে দেখবার জন্য আমরা এই বন্ধুদের অনুরোধ করি। কংগ্রেসের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাও একদিন অসম্ভব ছিল। কাকুতি মিনতি হোতে আরম্ভ করে ১৯০৬ সনে

www.pathagar.com

স্বায়ত্ত-শাসন এবং ১৯৩০ সনে পূর্ণ স্বরাজকে কংগ্রেস চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করে। তাই বলে কি বলতে হবে যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বুদ্ধির স্থায়ীত্ব বলতে কিছুই নেই? লীগও ধাপে ধাপে এগিয়ে পাকিস্তান পর্যন্ত এসেছে এবং পাকিস্তানই আজ লীগের চরম আদর্শ। সুতরাং এই দাবীর সাথে অসহযোগিতা বা বিরুদ্ধাচরণ করলে ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী হওয়ার দোষে দোষী সাব্যস্ত হোতে হবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার বা অবিচারের ভয় করলে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অতীতের অনাচারই কি এজন্য দায়ী নয়? কংগ্রেস নেতৃত্বের ১৯৩৭ ও ১৯৪২ সনের ভুলই কি ভারতের সমস্ত মুসলিমকে একই নেতা এবং একই পতাকার তলে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে পাকিস্তানের দাবী করতে শিখায়নি? এবাস্তবকে উপলব্ধি করবার দিন এখন এসেছে।

দুর্বল যুক্তরাষ্ট্র

বর্তমানে একটা আন্দোলন চালান হচ্ছে যে প্রদেশগুলিকে অতিরিক্ত ও অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়ে অথবা স্বেচ্ছায় যে কোন মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যাবার শক্তি দিয়ে একটা দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার গঠনই পাকিস্তানের দাবী পূরণ করবে। প্রথমতঃ দুর্বল যুক্তরাষ্ট্র বলে কোন জিনিষের অস্তিত্ব রাজনীতি-শাস্ত্রে নেই। অতীতের কনফেডারেশনগুলোও কালের গতিতে যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্র হয় খুব শক্তিশালী হবে নচেৎ হবেই না। পৃথিবীর যুক্তরাষ্ট্র, ফেডারেশন, কনফেডারেশন ও ইউনিয়নগুলোর ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে, এগুলো তিলে তিলে ইউনিটগুলোর জীবন মরণের উপাদানগুলোকে হাতিয়ে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের সাথে সাথেই, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, অবস্থার চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার ইউনিটগুলোর সমস্ত শক্তিকে কেড়ে নিতে বাধ্য হয়। পরে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় দেখা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিপুল বাহুবলকে অস্বীকার করবার শক্তি ইউনিট সমূহের নেই।

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্বন্ধ, রাজস্ব, বার্তা, শুল্ক এবং আবগারী ইত্যাদি বিভাগের পরিচালনা করবে। গণতন্ত্রের যুগে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই সরকার পরিচালনা করবেন : কাজেই গভর্ণমেন্টের প্রত্যেক বিভাগীয় দপ্তর হোতে তাঁদের আদর্শ, ভাবধারা এবং আকাঙ্খাই প্রচারিত হবে। হিন্দুই হবেন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, পরিষদে তাঁরাই যাবেন ৭৫% জন, বাকি থাকে আইন-কানুন আর গঠনতন্ত্রের কথা। কিন্তু যেখানে হিন্দু পরিষদ, হিন্দু প্রেসিডেন্ট সেখানে বিচার বিভাগের রূপটা আমরা ধারনা করে নিলেই পারি। হিন্দু-মুসলিম সংখ্যার অনুপাতে মুসলিম বিচারকের সংখ্যা ৩ : ১ করা হবে না তাই বা কে জানে।

অতিরিক্ত ক্ষমতা

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিটগুলোকে অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট ক্ষমতা সমূহ দেবার প্রস্তাবনাও শুনা যাচ্ছে। এ ক্ষমতাগুলো কোন্ গভর্ণমেন্ট ভোগ করবেন এটা খুব বড় কথা নয়। রাষ্ট্রের প্রকৃত সার্বভৌমত্ব রয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। চুক্তি সম্পাদনের দ্বারা এ অধিকারগুলো প্রাদেশিক সরকারকে দেওয়া হোলেও, এ ক্ষমতা কার্যে পরিণত করার সময় কেন্দ্রীয় সরকার বিপরীত কোনও পন্থা অবলম্বন করে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতাকে নাকচ করে দিতে পারেন। কায়েদে আজম বলেছেন : "The centre can hold these units as connecting links more or less like a country council, or glorified municipali ties or feudatory states under the central Government." আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জার্মানীর মত যুক্তরাষ্ট্রসমূহে ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছে। বিসমার্ক ও হিটলার শাসিত ফেডারেশনের ইতিহাস কেইবা না জানেন। স্বাধীন জার্মানীতে ইহুদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে। দাস প্রথা রহিত নিয়ে তুমুল আন্দোলন ও অন্তর্বিপ্লবের পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিটগুলোর স্বেচ্ছায় ফেডারেশন হোতে বেরিয়ে যেয়ে পৃথক রাষ্ট্র পত্তনের শক্তিকে নাকচ করে

www.pathagar.com

দেওয়া হয়েছে। ভারতে জমিদারী প্রথা ও একচেটিয়া ব্যবসা বাণিজ্য রহিত নিয়ে কি ঠিক একই পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না? স্বেচ্ছায় যে কোন মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র হোতে বেরিয়ে যেতে পারবে এই শর্তেই মুসলিম জাতি যদি কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেয় এবং পরে অত্যাচারিত হয়ে বেরিয়ে আসতে চায় তবে হিন্দু ইউনিটগুলো কি তাদের ছেড়ে দিতে রাজী হবে? কংগ্রেসের মতে ভারতের ২০টা ইউনিটের মধ্যে ৫টা মুসলমান প্রধান। এই পাঁচটা ইউনিট অনেকদিন যুক্তরাষ্ট্রের শামিল থাকবার পর বেরিয়ে আসতে চাইলে হিন্দু প্রেসিডেন্ট্ পরিচালিত যুক্তরাষ্ট্রের দেশ-রক্ষাবাহিনী ও বাকী ১৫টা ইউনিটের লাঠিয়াল পুলিশ কি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেনা? এই দোর্দণ্ড প্রতাপকে বাধা দেবার কোন অস্ত্র এই পাঁচটা ইউনিটের থাকবে? আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইউনিটগুলোর স্থানীয় পুলিশের হাতে বংশদণ্ড তুলে দেবে। এই বংশদণ্ডগুলোই তখন মুসলিম ইউনিট গুলোর একমাত্র সম্বল হয়ে দাঁড়াবে।

এসমস্ত কারণেই আমরা যে কোন রকমের কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের বিরোধী। বিশেষতঃ পাকিস্তান অঞ্চল কৃষি প্রধান, কাজেই ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও আর্থিক দিক দিয়ে হিন্দু অঞ্চল হোতে অনুন্নত। মুসলিম জাতি নওয়াব,স্যার ও নাইট্দের পাশ কাটিয়ে উঠতে শীঘ্রই পারবে, কিন্তু হিন্দু ভারত বিড়লা, গান্ধী, নেহেরু ইত্যাদি শিল্পপতি ও বুর্জোয়াদের পাশ মুক্ত হতে পারবে না। সুতরাং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন প্লানিং মুসলিম অঞ্চলের ধনমাল লুটে খাবার জন্য হিন্দু শিল্পপতি ও বুর্জোয়াদের সাহায্য করবেই।

ন্যাশন্যালিটিজ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ

একটা নূতন প্রস্তাবকে বর্তমানে চাকচিক্যের সাথে প্রচার করা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন ন্যাশন্যালিটিজ্গুলোর যুক্তরাষ্ট্র হোতে বাইরে থাকবার অধিকার। এই অলীক প্রস্তাবের সাথে লীগের পাকিস্তান দাবীর কোন সাদৃশ্য নেই, কংগ্রেস ন্যাশন্যালিটিজ্ ইত্যাদি

www.pathagar.com

ছে বটে, কিন্তু এদের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা কোন দিন ধারণা পারেনি। ক্রিপস্ মিশনের সাথে সাথেই ভারতে এ প্রস্তাবের আমদানী করা হয়েছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে তিনি যে খসড়া প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তাতে কংগ্রেসের প্রধান দাবী দুটোকেই মেনে নেওয়া হয়েছিল। (ক) ভারতবাসী ইচ্ছা করলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের আওতার বাইরে স্বাধীন ভারত গঠন করতে পারবে। (খ) ভাবী শাসনতন্ত্র রচনাকারী পরিষদে হিন্দুজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। ভারতে পরোক্ষ-ভাবে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল ক্রিপস্ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পর একটা বা কতকগুলো প্রদেশকে যুক্তরাষ্ট্র হোতে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের ক্ষমতা অবশ্য প্রস্তাবের শেষাংশে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেরিয়ে যাবার যে জটিল-পন্থা বাতলান হয়েছিল তাকে শকুনি ও যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এই ভাগ্য পরীক্ষায় শকুনি মামারাই যে জয়ী হোতেন তা দৃঢ় নিশ্চিত।

বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলোর বর্তমান সীমারেখা শাসনের সুবিধার জন্য করা হয়েছে—প্রাকৃতিক নয়। সুতরাং ন্যাশন্যালিটিজের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা উঠলে, বর্তমান প্রদেশগুলো প্রাদেশিক সীমানা হিসাবে কোন দিনই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করতে পারে না। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগঠনের পর কোন প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্র হোতে বেরিয়ে যেতে চাইলে উক্ত প্রাদেশিক পরিষদের ৬০% জনকে বেরিয়ে যাবার প্রস্তাব সমর্থন করতে হবে। বেরিয়ে যাবার প্রস্তাবকে ৫৯% জনে সমর্থন করলে ভোট-ভোটির ব্যাপারকে দেশের পূর্ণ বয়স্কদের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সংখ্যালঘিষ্ঠদের থাকবে।

আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলতে গিয়ে গান্ধীজী Absolute majority-র কথা তুলেছেন। জিন্নাহ্-গান্ধী মিলনের সময় তিনি এর অর্থ করেছেন ৭৫% জন। গান্ধীজী ৭৫% এবং ক্রিপস্ সাহেব ৬০% বলতে নির্দিষ্ট এলাকার সমস্ত পূর্ণ বয়স্কদের ৭৫% বা ৬০% বুঝিয়েছেন, প্রদত্ত ভোটের

www.pathagar.com

৭৫% বা ৬০% নয়। এখন জিজ্ঞাস্য ইংলণ্ড ও আমেরিকার মত স্বাধীন দেশেও কি সকলে ভোটদানের অধিকারকে কার্য্যে পরিণত করেন? ভারতের বিভিন্ন বৎসরের মোট ভোটার এবং প্রদত্ত ভোটের তুলনা করলে দেখা যাবে ভোটারদের ৪০% জনও নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হন না। কাজেই প্রদত্ত ভোটের ৭৫% বা ৬০ % বললেও তাঁদের ফর্মূলা-গুলোতে কিছুটা আন্তরিকতা ছিল বলে বিশ্বাস করতে পারতাম।

যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে একটা প্রদেশের সমস্ত পূর্ণবয়স্কদের ভোটাধিকারের যুক্তিটা একেবারেই অদ্ভুত। আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী কেবল একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ National groupই করতে পারে। Sub-national group গুলো আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা উঠাতে পারে না কেবল নীতিগত পূর্ণ রক্ষাকবজের দাবী করতে পারে এটা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু ভারত যদি অখণ্ড এবং একজাতির আবাসস্থল হয়, তবে যুক্তরাষ্ট্র হোতে কারও বেরিয়ে যাবার কোন প্রশ্নই উঠে না। কোন্ হিসাবে মুসলিমরা এ দাবী করবে? একটা রাষ্ট্র অতীতে যা স্বাধীন বা সার্বভৌম ছিল, তার যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেওয়ার বেলাতেই কেবল এ প্রশ্ন উঠে। সমস্ত সমস্যাটাকে ঘোলাটে করে তুলবার জন্যই কংগ্রেস কর্মীগণ secession-এর কথা উঠান। কেননা প্রত্যেকটা ইউনিটকে স্বাধীন বা সার্বভৌম বলে ঘোষণা করবার পূর্বে পৃথিবীতে কোনদিনই কোন ফেডারেশনের পত্তন হয়নি।

ভারতীয় মুসলিমরা যদি একটা জাতি হয়। [গান্ধীজীও পৃথক পরিবার হিসাবে মেনে নিয়েছেন] তবে জাতি হিসেবে কেবল তারাই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে—হিন্দুরা নয়। পাকিস্তানের দাবী মেনে নিলেই যে কোন দল বা জাতির সাথে হাত মিলিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এসম্বন্ধে গান্ধী এবং হিন্দু-কংগ্রেসের ভাবগতি দেখে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত না হয়ে পারিনা। বৃটিশ মুসলমানদের পৃথক জাতিত্বের পর্য্যায়ে ফেলে, যখন তাদের জন্য একটা পৃথক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দাবী মেনে নিয়েছে গান্ধীজী কেবল তখনই মুসলিমদের একটা

www.pathagar.com

পৃথক পরিবার হিসাবে মেনে নিয়েছেন। মুসলিম জাতির বিভিন্ন দাবীগুলো মেনে নেওয়ার ব্যাপারে মনে হয় গান্ধীজী এবং কংগ্রেস যেন বৃটিশেরই ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছেন।

অস্থায়ী সরকার

জিজ্ঞাসা করা হয় কায়েদে আজম অস্থায়ী সরকার গঠনের পূর্বেই পাকিস্তান দাবী মেনে নেওয়ার জন্য এত চাপ দেন কেন? বর্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভ হোতেই এ সম্বন্ধে মুসলমানদের দাবী খোলসা করে বলা হয়েছে। লীগ মুসলিমদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্তমান শাসন পদ্ধতিকে মেনে নিয়েই ভারতকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হোতে রক্ষা করবার জন্য ও ভারতের জনগণকে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের কবল হোতে মুক্ত করবার জন্য অন্যান্য দলগুলোর সাথে হাত মিলিয়ে পূর্ণ শাসনভার গ্রহণে রাজী ছিল। কিন্তু শর্ত ছিল সমান অধীকারের ভিত্তিতে যেন এ গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হয় এবং ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে পাকিস্তান দাবীকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা কোণঠাসা করা না হয়। বৃটিশ সরকার ১৯৪০ সনের প্রস্তাবনায় লীগের ন্যায্য দাবীকে যে উপায়ে কোণঠাসা করতে থাকেন তাতে যে কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এরূপ প্রস্তাব মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল।

লীগ বাস্তব দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছিল যুদ্ধের ভিতর পূর্ণ শাসন সংস্কার সম্ভব নয়। কংগ্রেস-লীগ পরিচালিত ভারতে তখন একমাত্র কাজ ছিল বহিঃশত্রুকে বাধা দেওয়া। লীগ-কংগ্রেস মিলিত ফ্রণ্ট অবশ্য জনগণের মুখে খাবার তুলে দিতে পারত যদি পূর্ণ ও প্রকৃত ক্ষমতা এবং দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দিতে গভর্ণমেণ্ট রাজী হোত। কাজেই ভারতের এই দুর্দিনে অস্থায়ী সরকার গঠন ছাড়া অন্য কোন উপায়ই ছিল না। ভারতের এই দুর্দিনে যখন আত্মাহুতি দিবার দরকার পড়েছিল তখন সমতার ভিত্তি ছাড়া কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানই সরকার গঠনে রাজী হোতে পারে না। আমরা পূর্বেই বলেছি এক্ষেত্রে সমানাধিকার না পেলে কংগ্রেস তথা হিন্দু প্রধান আইন সভার হাতে লীগ প্রতিনিধিরা বন্দী হয়ে পড়তেন।

www.pathagar.com

বিশেষ করে একটা জাতির ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্খা শূন্যের ঘরে পড়বার ভয় থাকলে জান-মাল ধ্বংশের মুখে এগিয়ে দিতে চায় না। সুতরাং পাকিস্তানের মূলদাবীকে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য যে কোন উপায়েই মিলন অসম্ভব হোত। অস্থায়ী সরকার গঠনে লীগ সমপরিমাণ আসন কেন চেয়েছিল তার অন্যান্য কারণগুলো এরূপ :—(ক) মুসলমানেরা একটা জাতি সুতরাং জাতি হিসাবে তাঁরা সমান অংশ দাবী করার অধিকারী। (খ) যুদ্ধ বা অন্যান্য জরুরী অবস্থার জন্য প্রধান দলগুলোর সমান অধিকারের ভিত্তিতেই সর্বদেশে অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়। (গ) ভারতের পূর্বপ্রান্তে জাপানী এবং উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে জার্মানী আক্রমণের সমস্ত বোঝা বইতে হোত মুসলিম জাতিকে। কাজেই যুদ্ধে তাদের দানটাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হোত। যুদ্ধের জন্য উদ্ভূত দুর্ভিক্ষ বা মহামারীরূপ বন্যা পূর্ব বাঙ্গলার মুসলিমদের উপর দিয়ে কি বহে যায়নি? মুসলিমদের যদি বুঝবার সুযোগ দেওয়া হোত যে গভর্ণমেণ্ট ব্যাপারে তাদের সমান হাত থাকবে তবেই মুসলিম জাতি জান-মাল কোরবানের জন্য এগিয়ে আসত। (ঘ) ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনতন্ত্র ব্যাপারে এই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের যথেষ্ট হাত থাকত; কাজেই মুসলমানেরা সমানাধিকার না পেলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু পরিষদ ভোটের জোরে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ আশা আকাঙ্খার প্রতীক পাকিস্তান গঠনের চেষ্টাকেই বানচাল করে দিবার চেষ্টা করত।

ষড়যন্ত্র

কংগ্রেসের অসম্ভব দাবীগুলোর তোষামোদ করাই বৃটিশ সরকারের গত কয়েক বৎসরের অনুসৃত রাজনীতি। দুটো বিশেষ বিশেষ ঘটনা এ-কথার সত্যতা প্রমাণ করে। (ক) ভদ্রলোকদের চুক্তি-রূপ তোষামোদই কংগ্রেসকে মুসলিমদের উপর অত্যাচার করবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল। (খ) "ভারত ত্যাগকর" বুলি উঠবে এ আলোড়নে ভীত হয়েই ক্রিপস্ মিশন ভারতে প্রেরিত হয়েছিল। এ প্রস্তাবে ভারতকে বৃটিশ কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র

www.pathagar.com

গঠন করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং ভাবী গঠনতন্ত্র রচনা করবার ভারও ভারতবাসীর উপর দেওয়া হয়েছিল। কেবল তাই নয়, বরং মুসলিম ইত্যাদি সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর শাসন চালাবার ব্যবস্থাও এ দলিলে করা হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস দাবীর হাঁক চড়িয়ে ঘোষণা করল সে অবস্থাতেই সমস্ত ক্ষমতা তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সরকার রাজী না হওয়ায় কংগ্রেস সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলোর দিকে পিস্তল ধরে ঘোষণা করল "ভারত ত্যাগ কর"। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যাবার যে অংশটা ক্রিপস্ প্রস্তাবে ছিল তা একটা ষড়যন্ত্র মাত্র। কংগ্রেস নেতাদের এ অংশটা বুঝাবার সময় ক্রিপস্ সাহেব খুব বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানের দাবীকে খুব খারাপ চক্ষেই দেখেছিলেন তা তাঁর কথাবার্তা থেকেই বেশ বোঝা যায়। ক্রিপস্ প্রস্তাবকে নাকচ করে গান্ধীজী এবং হিন্দু-কংগ্রেস যে ভুল করেছে কিছু দিনের ভিতর তা আর পূরণ করে নিতে পারবে না। স্বাধীনতার মাতৃমূর্তি গান্ধীজীর হাতের মুঠোর ভিতর এসে পড়েছিল, তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাই দেবী ক্ষোভ, অপমান এবং লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

যবনিকার অন্তরালে গান্ধী-আচারী

ক্রিপস্ প্রস্তাব সম্পর্কে কংগ্রেসের ভাবগতি দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে গেছি। কংগ্রেস চিরদিনই নিজেকে অখণ্ড ভারতের একচ্ছত্র মুখপাত্র বলে প্রচার চালিয়ে এসেছে। গান্ধী-জিন্নাহ্ মিলনের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ লীগকে মুসলিম ভারতের একমাত্র মুখপাত্র বলে স্বীকার করতে রাজী হননি। কংগ্রেসের অবান্তর দাবী অবশ্য দুনিয়ার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসী নেতাদের গত কিছুদিনের ভাবধারা দেখে মনে হয় তাঁরা যেন ভারতীয় ইউনিটগুলোর যুক্তরাষ্ট্র হোতে বেরিয়ে যাবার দাবী মেনে নিয়েছেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিশ্বাসযোগ্য, কোন স্পষ্ট ঘোষণা এ সম্বন্ধে নেই, একটা অস্পষ্ট অংশ ক্রিপস্ প্রস্তাব আলোচনারত ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের মধ্যে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

এই প্রস্তাব পড়ে মনে হয় ভারতীয় মুসলিমদের অন্যায়, অমূলক ও একগুঁয়েমি বজায় রাখবার জন্যই যেন এ অংশটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নিম্নের পাঁচটা ঘটনা দেখে একজন নিরপেক্ষ লোকের মনে এ চিন্তা উঠে পড়বে যে এটা কংগ্রেসের একটা বড় রকমের চাল ছিল। (ক) মিঃ আচারী কর্তৃক সমর্থিত মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবকে ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি প্রত্যাখ্যান করেছে। একজন গোঁড়া কংগ্রেস-কর্মীর কৃত পাপস্খলনের জন্য ঐ একই কমিটি জগৎ নারায়ণের প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছে। (খ) মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে মেনে নেওয়ার গোপাল আচারীর মত একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মীকে চাপ দিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। (গ) পণ্ডিত নেহেরু, গান্ধীজী এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ঘোষণায় পাকিস্তানের দাবীকে প্রকাশ্যে নিন্দা করেছেন। (ঘ) পাকিস্তান সম্বন্ধে চিন্তা করাকে গান্ধীজী পাপ বলে ঘোষনা করেছে [গান্ধী—জিন্নাহ্ মিলনের পূর্বে] (ঙ) হিন্দু-মুসলিম মিলনের পূর্বেই মুসলিম জাতির সাথে আপোষ বা আলাপ আলোচনা না চালিয়েই সমস্ত শক্তি কংগ্রেসের হাতে অর্পনের দাবী জানিয়ে কংগ্রেস যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। (চ) পণ্ডিত নেহেরু পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধে বিষ উদ্গিরণ করে আমেরিকার একখানা মাসিক পত্রে একখানা পত্র লিখেছিলেন।

পরস্পর বিরোধী মত

কংগ্রেস অবলম্বিত পরস্পর বিরোধী মত দেখলে নিরপেক্ষ লোকদের মনে কি প্রশ্ন জাগে? নিরপেক্ষ সমালোচকদের সুবিধার জন্য পরস্পর বিরোধী প্রস্তাব দুটোকেই আমরা অবিকল উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

(ক) The Congress [Working Committee] could not think in terms of compelling a territorial unit against its declared will to remain in the union. [Delhi April 6, 1942.]

www.pathagar.com

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কোন আঞ্চলিক ইউনিটের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে উক্ত ইউনিটকে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীন করে রাখবার কথা চিন্তা করতেই পারে না।"

(খ) The A. I. C. C. is of the opinion that any proposal to disintegrate India by giving liberty to any component state or territorial unit to secede from the Indian union or Federation will be highly detrimental to the best interests of the people of the different states and provinces and the Congress can not agree to any such proposal, [Allahabad, May 1942.]

"নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অবধারিত মত এই যে, কোন আঞ্চলিক ইউনিট অথবা অধীনস্থ ষ্টেটকে সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অথবা ইউনিয়ন হোতে পৃথক হয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের প্রস্তাব দ্বারা ভারত বিভাগ পরিকল্পনা বিভিন্ন ষ্টেট ও প্রদেশের জনস্বার্থের সমূহ ক্ষতি সাধন করবে; সুতরাং কংগ্রেস কমিটি অনুরূপ কোন প্রস্তাবেই সম্মতি দিতে পারে না।"

কংগ্রেস গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবটার কানাকড়িরও মূল্য নেই। দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস কমিটির এই একই সভা মুসলিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে লীগ কংগ্রেস মিলনের আন্দোলন চালানোর জন্য আচারীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। গোপাল আচারীর এ সামান্য পাপকেও কংগ্রেস সহ্য করতে না পেরে প্রতিষ্ঠানের একটা দৃঢ়স্তম্ভ এবং গান্ধীজীর বিচার বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা দেবকে কংগ্রেস দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

বিভিন্ন মুখী প্রচার

বন্ধু আচারীকে বনবাসে পাঠিয়েও গান্ধীজী পরিতৃপ্ত হোতে পারলেন না, ভারতীয় হিন্দুদের মনে একটা ধর্মীয় বিভীষিকা বাধাবার জন্য ঘোষণা করলেন: "পাকিস্তানের চিন্তা করাও মহাপাপ। তিনি crime শব্দ

www.pathagar.com

ব্যবহার করলেও হয়ত পারতেন, কিন্তু তা না করে বললেন sin. এর অর্থ :—হে হিন্দু, পাকিস্তান সম্বন্ধে তুমি যদি চিন্তাও কর তবে পরকালে তোমাকে তপ্ত নরকানলে পুড়তে হবে। অখণ্ড ভারত গান্ধীজীর অর্থাৎ হিন্দু ভারতের অবতারের বিশ্বাসের বস্তু। পণ্ডিত নেহেরু পাকিস্তানকে একটা চালবাজী [Mockery] মাত্র বললেন। ঘোষণা করলেন ভারতের স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান বা অন্য কোন সাম্প্রদায়িকমূলক প্রশ্ন আলোচনা করবেন না। আন্তর্জাতিক রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতজীর কি এতটুকুও জ্ঞান নেই বুঝতে হবে যে পাকিস্তান দাবী সাম্প্রদায়িক দাবী নয় বরং দশ কোটি মুসলিমের জাতীয় স্বাধীনতার দাবী।

ক্রিপস্ প্রস্তাবে কতগুলো প্রদেশকে কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্র হোতে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল বলেই কংগ্রেস এ প্রস্তাবকে নাকচ করে। এই প্রচারনাই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আমেরিকায় করতে চেয়েছিলেন। পক্ষান্তরে গভর্ণর জেনেরেলের "ভেটো" বা অগ্রাহ্য করবার শক্তি এবং দেশরক্ষা ব্যাপারে প্রধান সেনাপতির সার্বভৌম ক্ষমতার জন্যই কংগ্রেস ক্রিপস্ প্রস্তাবকে নাকচ করেছে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতে এ প্রচারণাই চালিয়েছিলেন। সুতরাং স্বদেশে এবং বিদেশে তাঁরা ক্রিপস্ প্রস্তাব নাকচ করবার ঠিক বিপরীত মুখী দুটো কারণ দেখিয়েছেন। সমালোচকদের সুবিধার জন্য পণ্ডিতজীর 'নিউইয়র্ক-টাইমসে' লিখিত প্রবন্ধের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করে নিলুম :—

"Thirty years ago the British Government introduced the principle of seperate religious electorates in India, a fatal thing which has come in the way of development of political parties. Now they have tried to introduce the idea of partitioning India not only into two but possibly many parts. This was the one of the reasons which led to bitter resentment of the Cripps Proposal. The All India Congress could not agree to this."

www.pathagar.com

মুসলিমরা নিশ্চয়ই যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যেতে চাইবে এবং যাবেই পণ্ডিত-জীর এযুক্তিকে না হয় মেনেই নিলাম; এতে ভারত বিভক্ত হবে সত্যই। কিন্তু তাঁর many parts বলার উদ্দেশ্য কি? তবে কি শতকরা ছয়জন বর্ণ হিন্দু পরিচালিত কংগ্রেস এবং জনকয়েক পুঁজিবাদী হিন্দু শিল্পপতির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তপশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সমূহ এবং শিখ অধ্যুষিত অঞ্চলও এই জনকয়েকের চুষে খাওয়ার বাহন, সোনার পিঁজরা যুক্তরাষ্ট্র হোতে বেরিয়ে যেতে চাইবে?

হিংসার পূজারী

সর্বশেষে নির্ভরযোগ্য কংগ্রেস রাজনীতি হোল ১৯৪২ সনের, ৮ই আগষ্টের প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে কংগ্রেস নিম্নলিখিত দাবীগুলো পেশ করেঃ—(ক) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা শীঘ্রই ঘোষণা করতে হবে। (খ) একটা অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করে সমস্ত শক্তি এই গভর্ণমেণ্টের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। (গ) ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্র হবে; কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষমতাগুলো প্রদেশ সমূহের থাকবে। (ঘ) বৃটিশ ভারত উপকূল পরিত্যাগ করে চলে যাবে। (ঙ) এই অস্থায়ী সরকার ভারতের ভাবী-শাসনতন্ত্র রচনা করবে। যদি এসমস্ত দাবী মেনে না নেওয়া হয় তবে গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীনে কংগ্রেস গণবিপ্লব আরম্ভ করবে। পৃথক অস্তিত্ব বিশিষ্ট মুসলিম জাতির সমস্ত দাবীকে এ প্রস্তাবগুলোতে সম্যকভাবে অস্বীকার করা হয়। শুনে থাকি বিগত ২৪ বৎসর ধরে হিন্দু মুসলিম মিলনই গান্ধীজীর জীবনের ব্রত ছিল! এটা আনুষ্ঠানিক না হয়ে যদি তাঁর সত্যি-কারের মত হয় তবে কি তিনি মিলনের ভিতর দিয়ে মুসলিম জাতিকে কোণঠাসা করতে চেয়েছিলেন? তিনি যদি বলতে চান যে বৃটিশের ভারত ত্যাগ করার পর হিন্দু মুসলিম সমস্যা মিটে যাবে তবে কি জানতে হবে যে তাঁর গত ২৪ বৎসরের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে? আগষ্ট বিদ্রোহ কংগ্রেস পরিচালিত কি না এ নিয়ে বগড়ার অবতারণা করতে চাইনে; কিন্তু এটা সত্য যে কংগ্রেস কর্মীগণ দেশে দলগত একনায়কত্ব স্থাপন করতে চেয়ে-

www.pathagar.com

ছিলেন! এটাও দৃঢ় সত্য যে সমস্ত হিন্দুভারত যে কোন কারণেই হোক না কেন গান্ধীজীর অহিংসা মন্ত্রের সাথে অসহযোগিতা করতে চেয়েছিলেন।

ভৌগোলিক ঐক্যের ধূম্রা

পাকিস্তানের বিরুদ্ধবাদীরা এখন বলে বেড়াচ্ছেন ভারত ভৌগোলিক-ভাবে অখণ্ড। তদানীন্তন বড়লাট লিন্‌লিথ্‌গো ভৌগোলিক ঐক্যের বুলি সর্বপ্রথম ভারতে আমদানী করেন। কংগ্রেস এই বুলিকে লুফে নিয়ে প্রচার আরম্ভ করে। ওয়াভেল সাহেব ভারতে পা দিয়েই আবার এই বিস্মৃত বুলিকে স্মরণ করিয়ে দেন। এই বুলিটাই বর্ত্তমানে ভারতীয় রাজনীতিতে ভীষণ গতিতে ঘুরা আরম্ভ করেছে। সৈনিক লাট বলেন মানুষ ভূগোল পরিবর্তন করতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই, একটা রাষ্ট্র গঠন ব্যাপারে ভৌগোলিক ধূম্রা কোন দিনই প্রধান উপাদান হয়ে দাঁড়ায় ন। অনেক ক্ষেত্রে ভৌগোলিক উপাদানকে বাদ দিয়েও রাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে। আবার অনেক সময় ভূগোলকে জাতীয়মূল, কৃষ্টি, অর্থনীতি ইত্যাদি উপাদানগুলোর অধীনস্থ একটা উপাদান স্বরূপ ধরা হয়েছে। জার্মানী-ফ্রান্স ও জার্মানী-রাশিয়ার প্রান্তদেশে কোন্ ভৌগোলিক পরিসীমাই বা আছে? ম্যাজিনট্ ও কার্জন লাইনদ্বয়তো এই সেদিনের তৈরী।

যদি মনে করা হয় যেহেতু ভারত অবশিষ্ট এশিয়া হোতে পর্বতরাজি পরিবেষ্টিত অবস্থায় পৃথক হয়ে একটা ভৌগোলিক ঐক্য গঠন করেছে সুতরাং পাকিস্তানের চিন্তা অবান্তর, তবে কাস্পিয়ান সাগর, উরাল-পর্ব্বতমালা, বাল্টিক ও ভূমধ্যসাগর পরিবেষ্টিত ইউরোপকেই বা কেন ভৌগোলিকভাবে অখণ্ড দেশ বলে মেনে নেওয়া হবেনা? কিন্তু সমস্ত ইউরোপে একটা রাষ্ট্র গঠনের কথা কেবল পাগলেই বলতে পারে। এই একই ভৌগোলিক যুক্তির দিক দিয়ে সমস্ত রাশিয়া এবং ইউরোপকে মিলিয়েই বা একটা রাষ্ট্র গঠন করা যাবে না কেন? ইউরোপের অনেক-গুলো স্বাধীন রাষ্ট্র ধন, জন এবং আকারের দিক দিয়ে ভারতের অনেক-গুলো জেলার সমানও নয়। এ ব্যাপারে পর্ত্তুগাল, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম,

www.pathagar.com

আয়ারল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলোর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলো যেভাবে পরস্পর সংলগ্ন, ইউরোপীয় স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো তার চেয়ে আরও বিশেষভাবে সংলগ্ন। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভারতের হিন্দু-মুসলিমের সম্বন্ধ তেল জলের সম্বন্ধের ন্যায়। কিন্তু উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলোর লোকের ধর্ম, আদিম মূল, ভাষা, দৈনন্দিন জীবন যাত্রার প্রণালী, পোষাক পরিচ্ছদ, কৃষ্টি অনেকটা একরকমের হয়েও কি তারা পরস্পরে মিলিত হয়ে একটা সম্মিলিত সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে পেরেছে? সুতরাং "পৃথক হবার চেতনা" এই উপাদানটাই এদেরকে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র-গঠনে প্রলুব্ধ করেছে বলতে হবে। কাজেই ভৌগোলিক ঐক্য পৃথক জাতিত্বের ভিত্তিতে একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। একদল লোক একই অনুপ্রেরণা, একই দৃষ্টিভঙ্গী এবং একই উচ্চাশা পোষণ করে একটা জাতি গঠনে এগিয়ে আসলে তার অপ্রতিহত গতির সামনে কোন বাজে ওজুহাতই টিকতে পারেনা।

ভারত একটা বিশাল উপমহাদেশ এবং ভৌগোলিক ভাবেই কয়েক ভাগে বিভক্ত :—(ক) সিন্ধুর অববাহিকা অঞ্চল (খ) গঙ্গানদীর অববাহিকা অঞ্চল (গ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল (ঘ) পার্ব্বত্য অঞ্চল (ঙ) সমুদ্রের উপকূল অঞ্চল। এই অঞ্চলগুলোকে আবার প্রাকৃতিক, কৃষ্টিগত, অর্থনীতি এবং বিভিন্ন জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বিভাগ করা যেতে পারে। এদিক দিয়েই ভারতের উত্তর পশ্চিম এবং পূর্বাংশকে মুসলিম জাতীয় আবাস ভূমি বলা হয়। সুতরাং ভৌগোলিক কারণ সমূহের দিক দিয়ে বিচার করলেও পাকিস্তান দাবীর সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের পত্তন

যেডারেল গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই খুব ভাল রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। কিন্তু যে ইউনিয়নের পেছনে একে অন্যকে দাবিয়ে রেখে শোষণ করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রাখে তাকে কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতিই গ্রহণ করতে পারে না। কোন জাতি নিজ দাবীকে অন্য জাতির নিকট বিলিয়ে দেবার

www.pathagar.com

জন্য একটা ইউনিয়নে যোগ দিতে পারে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব পাবার আগে যুক্তরাষ্ট্রের বিষয় চিন্তা করার মানেই হোল জিন্নাহ্ সাহেবের কথায় ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেওয়ার মত। বিশ্বে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে একটা ইউনিয়ন গঠনের প্রবাদ বাক্যটা শুনতে খুব ভাল। তাই বলে দুনিয়াব্যাপী একটা ইউনিয়ন গঠন কি সম্ভবপর হয়েছে, না হবে? পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর একটাও কি এরূপ রাষ্ট্র গঠন করার প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপন্ন রাষ্ট্রগুলোর হারান স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যই নাকি বড় বড় স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে জানমাল কোরবান করে চলেছে? তবে ১০ কোটি মুসলমানের আশা আকাঙ্খা এবং স্বাধীনতার প্রতীক পাকিস্তান দাবীকে মেনে নেওয়াই কি গণতন্ত্রের পূজারীদের উচিত নয়?

ভবিষ্যতে দুনিয়াব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যে প্রস্তাব কংগ্রেস নিয়েছে তাতে কি ইউরোপ এবং আমেরিকার স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহের সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেওয়া হবে? সত্যিকার টেকসই যুক্তরাষ্ট্র তখনই গড়ে উঠবে যখন বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্র পরস্পরের সহযোগিতায়, সমস্বার্থে, বন্ধুভাবে, একটা বিশেষ চুক্তির ফলে কতকগুলো সাধারণ ক্ষমতা সকলের স্বার্থের জন্য কোন একটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ছেড়ে দিতে চাইবে।

ভারতের ঠিক এ সমস্যাই দেখা দিয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রত্যেকটা ইউনিটকে আজ সার্বভৌম বলে ঘোষণা করতে হবে। তারপর সমতার ভিত্তিতে পারস্পরিক চুক্তি দ্বারা ইউনিটগুলো বা যে কয়েকটা তাদের সমস্বার্থের বিষয়গুলো একটা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে ছেড়ে দিতে রাজী হবে কেবল তাদের নিয়েই একটা ইউনিয়ন গঠিত হবে। কিন্তু ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন বিধান অথবা কংগ্রেসী বা ক্রিপস্ প্রস্তাবে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে তা হয়ে পড়বে হিন্দুরাজ। ফলে মহারাষ্ট্র দেশ হোতে শিবাজী, বাঙ্গালা হোতে সরফরাজ—ঈশা খাঁ, বিহার হোতে আলিবর্দ্দী, রাজপুতনা হোতে রাণী

www.pathagar.com

ই মাথা উঁচু করে বলবেন—আমাদের নিজ নিজ জাতীয় ...াই। ভারতের এই জটিল রাজনীতি উপলব্ধি করেই ম্যাজর ইয়েটস্ নামক জনৈক বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ঘোষণা করেন :—

"Let us put ourselves in Muslim slippers. We British would consider ourselves aggrived if some world improving superman or super Government were to decree that we should be ruled by an All-Europe Government [No doubt with safeguards] with Teutons as the dominant race or Slavs if you prefer – because we are a minority in Europe.

Even if this super Government consisted of supermen of infinite strength and wisdom, we should submit to it only just so long as we had not the strength to throw of the shackles. And if the supermen showed signs of doubting their own decision, yet continued to asseverate before the world that they had offered freedom to all Europe, that it was now incumbent on us to find a solution to the difficulty, we should reply as the Muslim League has—that such freedom was a farce."

"মনে কর আমরা ঠিক মুসলিমদের পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। যদি পৃথিবীর কোন মঙ্গলকামী জগদ্বিখ্যাত অতিমানব অথবা অতুলনীয় মহান সরকার ঘোষণা করেন যে, আমরা ইউরোপে সংখ্যালঘিষ্ঠ বলেই টিউটন অথবা ইচ্ছা করলে স্লাভদের অধিনায়কত্বে একটা সর্ব-ইউরোপীয় সরকার দ্বারা (নিশ্চয়ই রক্ষা কবজের সাথে) শাসিত হব তবে বৃটিশ জাতি নিজেদের ভবিষ্যৎ ভেবে কি চিন্তিত হয়ে উঠবে না ?

এই অতুলনীয় সরকার যদি অসীম বুদ্ধিমান এবং দেবকীয় চরিত্রের মহা-মানবদের দ্বারাও গঠিত হয়, তবুও যতদিন আমরা এই সরকারকে ঝেড়ে ফেলবার শক্তি অর্জন না করব কেবল ততদিনই এর শাসন পাশ মেনে নিব। এই অতিমানবেরা তাঁদের অবধারিত সিদ্ধান্তকে কারও উপর অত্যাচার হবে মনে করে যদি বারবার সন্দেহ করতেও থাকেন এবং ন্যায়ের ভিত্তির উপর সরকার প্রতিষ্ঠিত বলেই তাঁরা সর্ব ইউরোপকে সমস্বাধীনতা দিয়েছেন বলে

www.pathagar.com

ঘোষণা করেন, তবুও এই জটিল সমস্যার সমাধানকল্পে ভারতীয় মুসলিম লীগের ন্যায় আমাদের (ইংরাজদের) ঘোষণা করা উচিত—এরূপ স্বাধীনতা মূল্যহীন।"

কানাডায় যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের পূর্বে ঠিক ভারতের মত জটিল সমস্যাই দেখা দিয়েছিল। কাজেই দেশের মঙ্গলাকাঙ্খিগণ সমস্ত ইউনিটগুলোকে সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন। এ সময় কোন ইউনিটকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়নি। সুতরাং মাত্র ২।৩টা ইউনিট নিয়ে যে যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন হয়েছিল পরে সমস্ত ইউনিটগুলোই স্বেচ্ছায় ও নিজ নিজ স্বার্থে তার সঙ্গে যোগদান করেছে। ভারতের সমস্ত ইউনিটগুলোকে শর্তহীন ভাবে স্বাধীন এবং সার্বভৌম বলে ঘোষণা করলেই আমাদের এই জটিল রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে।

অবান্তর জিনিষ

পাকিস্তানের বিরুদ্ধবাদীরা এই দাবীকে কুয়াসাময় করে তুলবার জন্য একটা শঠতাপূর্ণ প্রচ্ছন্ন আন্দোলন শুরু করেছেন। এই আন্দোলন দিয়ে লীগের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁরা প্রশ্ন করছেন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ও গভর্ণমেণ্ট কি ধরণের হবে? বর্তমান অবস্থায় এ প্রশ্ন তোলা অবান্তর। একই সময়ে, একই সঙ্গে বিভিন্ন ফ্রণ্টে সৈন্য সাজিয়ে কোন সেনাপতি যদি যুদ্ধ করতে চান, তবে তাঁর মত মূর্খ সেনাপতি আর দ্বিতীয়টা নেই জানতে হবে। রাজনীতিরূপ যুদ্ধে নেমে মূল আদর্শ ও নীতির উপরেই যুদ্ধ চালাতে হবে। এখন পাকিস্তান ফ্রণ্টেই আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে হবে; অন্যান্য সমস্যাগুলো সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের একটা আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ পূর্ণরূপ দেবে পাকিস্তানের জনসাধারণ। গোলামী মন নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের স্বাধীন পাকিস্তানের পূর্ণরূপ আমরা দিতে পারি না; আর দিতে চেষ্টা করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। অতীত যুগের মহা-

www.pathagar.com

মানবদের স্থাপিত বর্ণভেদ, বর্ণাশ্রম ইত্যাদি প্রথা কি আমাদের স্বাধীনতার পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি? সুতরাং একটা আদর্শবাদকে সামনে রেখেই আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

আমাদের ধীরে ধীরে এগোতে হবে; প্রথমতঃ মুসলিম জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ, দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের সীমানা নির্দ্ধারণ, তৃতীয়তঃ শাসনতন্ত্র গঠনোদ্দেশ্যে একটা পরিষদ গঠন; চতুর্থ হবে শাসনতন্ত্রের প্রচলন এবং তারপর আসবে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের ভিতর সন্ধি ও সৌহার্দ্দ স্থাপনের কথা। ভারতময় আমাদের এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যেন বর্ণাশ্রম, বর্ণভেদ এবং বিড়লা ইত্যাদি বুর্জোয়াদের অত্যাচারে জর্জরিত হবার ভয়ে ভারতের দরিদ্র হিন্দু প্রধান অংশগুলোও নিজ হোতে পাকিস্তানে শামিল হোতে চায়। ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখেছি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী অত্যাচারিত জনসাধারণ নিজেদের রাষ্ট্রের সাথে সমস্ত সম্বন্ধ কেটে দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব মেনে নিয়েছে। ভারতীয় হিন্দুজাতি ভবিষ্যৎ একশত বৎসরেও গণতন্ত্র কায়েম করতে পারবে না। অনুন্নত মুসলিম জাতির জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের তরুণ কর্মীরা গত এক বৎসর কাজ করেই নবাব, স্যার, নাইটদের কঠরোধ করতে পেরেছেন কিন্তু কংগ্রেস কর্মীরা গত ৫০ বৎসর ধরে কাজ করেও বিড়লা, গান্ধী, নেহেরু ইত্যাদি বুর্জোয়া ও শিল্পপতিদের কঠরোধ করতে পারেননি, যাঁরা মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছেন তাঁদের ভারতের রাজনীতি হোতে চির বিদায় নিতে হয়েছে।

কমিউনিষ্টরা বলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্র গণতন্ত্রমূলক হবে এর প্রতিশ্রুতি কায়েদে আজমকে দিতে হবে। এ সম্বন্ধে কায়েদে আজম কি বলেছেন দেখা যাক:—"The Pakistan Government will have the sanction of the mass of the population of Pakistan and will function with the will and sanction of the entire body of people in Pakistan irrespective of caste, creed or colour." "পাকিস্তানের জনসাধারণই এই রাষ্ট্রের পেছনে থাকবে এবং জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছানুসারেই পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।"

www.pathagar.com

পাকিস্তানের অর্থনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কায়েদে আজম ঘোষণা করেছেন :—"I warn the landlords and capitalists who have swelled at our expense by a system which is vicious and wicked ; believe me, I have seen them. There are millions of our people getting hardly one meal, a day. Is this civilization ? Is this the aim of Pakistan ? If this is going to be the result of Pakistan I will not have it. If these landlords and capitalists are wise they will adjust themselves to the new and modern conditions of life. If they do not, we will not help them." "যে সমস্ত জমিদার ও পুঁজিবাদী পাপ-মর দুষ্টবুদ্ধিদ্বারা প্ররোচিত হয়ে অবৈধ উপায়ে আমাদের শোষণ করে পুষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি। বিশ্বাস করুন আমি এদের লক্ষ্য করেছি। আমাদের লক্ষ লক্ষ লোক দিনে কদাচ একবার মাত্র খেয়ে দিন গুজরাণ করছে। এটাই কি সভ্যতা ? পাকিস্তানের আদর্শ কি এই ? পাকিস্তানের ফল যদি এই হয় তবে এরূপ পাকিস্তান আমি চাইনা। এই জমিদার এবং পুঁজিবাদীদের যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে তবে তারা বর্তমান প্রচলিত অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলবে। তারা যদি এচেষ্টা না করে তবে আমরা তাদের সমুচিত শাস্তি দেব।"

কমিউনিষ্ট বন্ধুরা আর বেশী কি জানবার আশা করেন গণতন্ত্রের পূজারী জিন্নার কাছ হোতে ? এখন কংগ্রেসের দিকে চেয়ে দেখা যাক ; কংগ্রেস প্রধান এবং প্রাচীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হয়েও ভারতের সামনে অর্থনৈতিক কোন প্রোগ্রাম দেয়নি। গান্ধীজী বলেন চরকার কথা, তুলোর কথা, গৃহশিল্পের কথা ; কিন্তু বিড়লা এণ্ড কোম্পানীর মাথার হাত বুলাতেও কোন কসুর তিনি করেননি। কেননা কংগ্রেস চালাবার খরচটা যোগান এই শিল্পপতিরা। কেবল কি তাই, পাকিস্তান বিরোধী প্রচার কার্য চালাবার জন্য কস্তুরাবাই তহবিলের টাকা যোগাবার বন্দোবস্তও করেন এঁরাই।

বিগত বিশ বৎসর হোতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ১৫টা আসন দখল করে আছেন এই একই দরের পুঁজিবাদীরা। কমিউনিষ্ট বন্ধুদের জিজ্ঞাসা

www.pathagar.com

করি ধনিক এবং সর্বহারাদের মধ্যে গণবিপ্লব বাদ দিয়ে কোন চুক্তি কি হোতে পারে? বৃথা রক্তপাত, হত্যা, লুটপাট, গুণ্ডামী, রেল লাইন, পোষ্ট অফিস ইত্যাদি বিধ্বস্ত করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন্ রাজনৈতিক প্রোগ্রামই বা কংগ্রেস দিয়েছে? এদিক দিয়ে স্বাধীন অখণ্ড ভারতের প্রোগ্রাম হোতে স্বাধীন পাকিস্তানের প্রোগ্রাম বেশী খোলাখুলিভাবে জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করা হয়েছে।

হিন্দুস্তানে মুসলমান

কথা উঠেছে পাকিস্তান দাবী মেনে নেওয়া হোলেও সংখ্যালঘিষ্ঠতার প্রশ্ন ঠিক একই ভাবে রয়ে যাবে। কেননা পাকিস্তানে হিন্দু এবং হিন্দুস্তানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হবে। এ অবস্থা থাকবে বটে; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার অন্যরূপ হয়ে দাঁড়াবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানেরা ভারতের মোট জনসংখ্যার ২৬% জনে পরিণত হবে। সুতরাং পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে যে সুখ সুবিধা বা আত্মবিকাশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানেরা আশা করে যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৭৪ জন হিন্দুর চাপে পড়ে তা আশা করতে পারবে না। কিন্তু সার্বভৌম পাকিস্তানে সাড়ে সাত কোটি মুসলিম স্বাধীনতার মুক্ত হাওয়ায় বিচরণ করতে পারবে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব প্রান্তে সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়াতে Balance of power বা শক্তির সমতা হিন্দুস্তানের মুসলমানদের নিরাপত্তা প্রদান করবে। শিখণ্ডীরা হয়ত বলবেন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের যুগে কংগ্রেস অত্যাচারে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলোর মুসলিমরা জর্জরিত হয়ে যখন ফরিয়াদ করছিল তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর মুসলিমরা তাদের সাহায্য করতে পারেনি। এর কারণ এই নয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানেরা এ সমস্ত অত্যাচার দমনে অসমর্থ বা অক্ষম ছিল। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এবং তাদের সঙ্গে হিন্দু ভদ্রলোকের চুক্তিই কংগ্রেসকে মুসলিমদের উপর একটা একটানা অত্যাচার চালাবার সুযোগ দিয়েছিল।

পাকিস্তান সংগ্রামে মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলোর মুসলানদের দানই বেশী। পাকিস্তান আন্দোলনের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা সবাই পাকিস্তান

www.pathagar.com

রাষ্ট্রের বাইরে পড়বেন ; তবে কি কারণে তাঁরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের মুক্তির জন্য জেহাদ শুরু করেছেন? মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর মুসলিমরা যখন নেতৃত্ব নিয়ে মারামারি করছেন মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানেরা তখন নেতৃত্বের মোহ ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তান সংগ্রামে আত্মাহুতি দিচ্ছেন। কংগ্রেস ও জমিয়তে ওলেমা মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন যুদ্ধে নামতে সাহস পাচ্ছে না, অথচ এপ্রদেশ-গুলোতে অনেক আগেই নির্বাচন বোর্ড গঠন হয়েছে এবং নির্বাচন তহবিলে লক্ষ লক্ষ টাকা উঠে গেছে। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ-গুলোতে কোন সাড়া শব্দ নেই। পাকিস্তান গঠনের পর হিন্দুস্তানের মুসলিমরা যদি কোন সুবিধাই পাবে না তবে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করাই তাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। কেননা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হোলে হিন্দু-যুক্তরাষ্ট্রে তারা ১% জনে পরিণত হবে ; কিন্তু অখণ্ড ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানেরা ভারতের মোট জন সংখ্যার ২৬% জনে পরিণত হওয়ায় তাদের স্বার্থ বেশী রক্ষিত হওয়ারই কথা। পাকিস্তান এসে যদি তাদের অপকার করে তবে এ দাবীকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য জেহাদ করে তারা নিজেদের চিরমরণ ডেকে আনছে কেন?

এর কারণ হচ্ছে এই যে পাকিস্তান হবে ভারতীয় মুসলিমদের জাতীয় আবাস ভূমি। হিন্দুস্তানে অবশ্য তারা পূর্ণ নাগরিক অধিকার পাবে। পক্ষান্তরে ভারতের দুপ্রান্তে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হোলে হিন্দুরা এদের উপর কোন অত্যাচার করতে পারবে না। ভারত পরাধীন বলেই দক্ষিণ আফ্রিকা তথাকার ভারতীয়দের উপর অত্যাচার করবার সুযোগ পাচ্ছে। ভারত স্বাধীন হোলে ভারতীয়দের স্বার্থের ক্ষতিকর কোন আইন পাশ করবার পূর্বে তারা শতবার ভেবে দেখত। একজন ইংরাজ রাশিয়ায় বাস করলে রাশিয়ান গভর্ণমেন্ট তার বিরুদ্ধে ইচ্ছানুযায়ী কোন আইন পাশ করবার সাহস করবে না। কেননা এই লোকটার পেছনে ইংলণ্ডের সমস্ত রাজশক্তি বর্তমান।

এছাড়া পৃথিবীর জনমতের উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। দুনিয়ার সব দেশের জনগণ একদিন স্বাধীনতা পাবেই ; একে ঠেকিয়ে রাখতে কেউ

www.pathagar.com

পারবে না। দুনিয়ার জনমতের চাপেই হিন্দুস্তানের মুসলমানদের উপর কোন অত্যাচার হবে না। হিটলার ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু বর্তমান যুগে জনমত দুর্বল হওয়া সত্বেও পৃথিবীর জনমতই এ সমস্ত রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীনতা এনে দেবে। পাকিস্তানের সাথে এ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলোর তুলনা করাই অন্যায়, তবুও এই দেশগুলো কি নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করে চলতে পারেনি? পক্ষান্তরে জনমত কি এদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করেনি? কেউ হয়ত বলবেন এরাষ্ট্রগুলো দুর্বল বলেই বারবার আক্রান্ত হয়েছে। আমরা বলব বৃটিশ সাম্রাজ্য বারবার আক্রান্ত হয়েছে, অনেক দেশ অনেকবার বৃটিশের হাতছাড়া হয়ে গেছে, জার্মানী রাশিয়াকে মস্কো পর্যন্ত হামলা করে নিয়ে গেছে, তাই বলে কি এ রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন থাকবে না?

প্যান ইসলামিজমের ভ্রান্ত ধারণাই কি গান্ধীজীর মনে "শক্তির সমতার" ধারণা জন্মিয়ে দিয়ে যায় নি? গান্ধী-জিন্নাহ্ আলোচনার সময় তিনি বারবার কায়েদে আজমকে এসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। এ ছাড়াও হিন্দু ভাইয়েরা কি এতই অদূরদর্শী হবেন যে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে নিজেদের রাষ্ট্রে কলহ, বিবাদ এবং বিদ্রোহের সুযোগ করে দেবেন? এর উপর শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদের জন্য রক্ষা কবজের ব্যবস্থা থাকবে।

সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর মুসলিম জাতি অতীতে যে ন্যায় ব্যবহার করেছে ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর হিন্দু ভাইয়েরা যে ভাল ব্যবহার পেয়েছেন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানেরা তা পাননি। তাছাড়া মুসলিম প্রদেশগুলোর মন্ত্রীমণ্ডলি গঠনমূলক কাজ করে অন্যান্য প্রদেশগুলো হোতে অনেক এগিয়েও গিয়েছেন। অবশ্য শিল্পপতি, মহাজন এবং বুর্জোয়াদের হাত হোতে অত্যাচারিত, কর ও আবওয়াবের ভারে জর্জরিত জনসাধারণকে বাঁচাতে গিয়ে মহাজনী আইন, শিক্ষা কর প্রচলন, আবওয়াব রহিত ইত্যাদি আইনগুলোকে যদি হিন্দুদের উপর জুলুম হয়েছে বলে ধরা হয় তবে এর উপর আমাদের কিছু বলবার নেই। জাগ্রত জনগণ আজ চায় যে জমিদারী প্রথা তারা রহিত করবেই; এর দ্বারা হিন্দুজাতি ডুবল রোল যদি উঠে তবে উঠুক।

www.pathagar.com

আচারীর চূড়ান্ত দান

ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক ইউনিট গুলোর যুক্তরাষ্ট্র হোতে বেরিয়ে যাওয়ার অধিকারকে নাকচ করার পর Secession এর আর কোন অর্থই হয় না। মিঃ গান্ধীজী নিশ্চয়ই একথা ভালভাবে জানতেন। তবুও গান্ধীজীর আশীর্বাদ নিয়ে অক্লান্তকর্মী মিঃ আচারী একটা অভিনব ফর্মুলা নিয়ে রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হোলেন। ফর্মুলার কোন রকমের পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন করতে তিনি রাজী হননি। কেননা এটাই নাকি ছিল জাতীয়তাবাদীদের তরফ হোতে চূড়ান্ত দান কায়েদে আজম ফর্মুলাটাকে ওয়ার্কিং কমিটির সামনে পেশ করতে রাজী হোলেন, আচারী কিন্তু এতে নারাজ। এ ফর্মুলার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কায়েদে আজম লীগ-কংগ্রেস মিলনের পক্ষপাতী নন জনসাধারণের মনে এরূপ একটা ধারণা জন্মিয়ে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এক তরফা একটা প্রেস আক্রমণ শুরু করে দেওয়া।

গান্ধীজী এসময় জেলের বাইরে থেকে শত শত চিঠিপত্র আদান প্রদান করতে ছিলেন এবং অনুনয়, বিনয় ও চাটুবাক্যে বড় লাটকে প্রাতারিত করে বিবৃতি দিচ্ছিলেন। অথচ হিন্দু-মুসলিম মিলনের মত একটা জরুরী কাজে তিনি নিজে এগিয়ে না এসে একজন মধ্যস্থ লোক কেন ঠিক করেছিলেন ? ১ই জুলাই পর্যন্ত গান্ধীজী পাকিস্তানের কথা চিন্তা করাকে গুরুতর পাপ বলে বিশ্বাস করতেন এবং দিব্য চোখে অখণ্ড ভারত মাতাকে সামনেই হাজির দেখতে পেতেন। ১০ই জুলাই এমন কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হোল জানি না, গান্ধী-আচারী দুনিয়ার চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলেন যে তাঁরা মুসলিমদের পাকিস্তান দিয়ে ফেলেছেন। এদানকে গ্রহণ করবার শক্তি গণতন্ত্রের পূজারী জিন্নার একা ছিল না। ভীষণ উত্তেজনার দিনগুলো কেটে যাওয়ার পর যখন এ চূড়ান্ত দান সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করে দেখবার সময় এল তখন দেখা গেল এটা একটা বড় রকমের চালবাজী।

দ্বিতীয়তঃ গান্ধীজী কোন সিদ্ধান্তে এসে পেঁছিলে কংগ্রেস তা মেনে নেবেই বা কেন ? অথচ জিন্নাহ্ কোন আপোষ নামায় রাজী হোলে

www.pathagar.com

সেটা মেনে চলা লীগের পক্ষে অপরিহার্য্য হয়ে পড়বে। অনেক হিন্দু নেতা গান্ধীজীর নিকট খোলা চিঠি লিখে তাঁরা মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে মেনে নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু এটা কি বাস্তব সত্য? গান্ধীজীর ক্ষমতাকে প্রশ্ন করবার শক্তি কি কংগ্রেস বা হিন্দু নেতৃবৃন্দের আছে? বিগত ১২।১৩ বৎসর হোতে তিনি কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও নন। অথচ কংগ্রেসী আন্দোলন চালাবার সমস্ত ভার দেওয়া হয় তাঁকে। ১৯৩৭ সনের পর হোতে ভারতের রাজ-নীতিতে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যাতে ছদ্মবেশে কংগ্রেসের আড়ালে থাকাই তাঁর এবং কংগ্রেস উভয়ের পক্ষেই মঙ্গল। আলোচনা চালিয়ে সিদ্ধান্তে পেঁছবেন তিনি; কাজেই যাঁর সাথে আলোচনা চালালেন তিনি বাধা পড়ে গেলেন, কিন্তু কংগ্রেসের বাধা পড়বার কোন প্রশ্নই উঠে না। গান্ধীজী যদি দেখেন যে উপস্থিত সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের মানা উচিত নয় তখন অন্যদলের নেতাকে বলবেন; ভাই আমি আর কি করব, কংগ্রেস এ শর্ত মানতে রাজী নয় আর আমিও কংগ্রেসের সদস্য নই।

আমরা জানি গান্ধীজী কংগ্রেসের ডিক্টেটার; তাঁর অপরিসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করবার সাধ্য হিন্দুদের নেই। মিঃ ডি এন ব্যানার্জির লিখিত 'দি মডার্ণ রিভিউ', এর প্রবন্ধগুলো পড়ে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে, সত্যিইত গান্ধীজী কে যে সমস্ত আন্দোলন পরিচালন করেন তিনি? তবে কি বুঝতে হবে যে কংগ্রেস সভাপতির আন্দোলন পরি-চালন করবার শক্তি নেই? তবে কি তিনি শোবর মাত্র? তিনি যদি এ দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে নিতে না পারেন তবে এ গুরু দায়িত্ব পরিচালনা করবার ভার ওয়ার্কিং কমিটির উপর ছেড়ে দিলেই পারেন অথবা বেসরকারীভাবে গান্ধীজীর উপদেশ নিলেই পারেন। বাইরের লোক এসে সময়ে অসময়ে একটা দলকে পরিচালনা করবে এটা বিশ্বের রাজনীতিতে অভিনব ব্যাপার।

কিছুদিন পূর্বে গান্ধীজী নেহেরুকে তাঁর উত্তরাধিকারীত্বের সোল এজেন্সী দিয়ে একটা ঘোষণাবাণী প্রচার করেছেন। রাজতন্ত্রের যুগে?

www.pathagar.com

রাজপুত্রকে রাজার নিজস্ব সম্পত্তি কংগ্রেসের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করে গান্ধীজী ঠিকই করেছেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বের ব্যাপারে জনমত বা যোগ্যতা অপেক্ষা গান্ধীজীর সার্টিফিকেটের মূল্যই অধিক। গান্ধীজীর মোকাবেলায় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের স্বাধীন সত্তা বলতে কিছু আছে কি (?) গান্ধীজীর ইচ্ছায় ডিটো দিয়ে যাওয়াকেই তারা পরম সৌভাগ্য বলে মনে করেন। মিঃ সিতারামিয়ার পরাজয়কে গান্ধীজীর নিজের পরাজয় বলে ঘোষণা করেন বলেই নির্বাচনের মাত্র তিনমাস পরে কংগ্রের মিঃ সুভাষ বোসকে তাড়িয়ে দেয়। আমাদের বিবেচনায় তাঁর ছদ্ম আবরণের আড়াল হোতে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসের কর্মভার গ্রহণ করা উচিত।

আচারী ফর্মুলার প্রথম দফাটাতেই মুসলিমদের স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্খাকে অবিশ্বাস করা হয়েছে। গান্ধী আচারী সেজন্যই কায়েদে আজমকে শপথ করে নেওয়াতে চাচ্ছেন যে লীগ স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের সহযোগিতা করবে। এ দফাতে Transitional period এর জন্য একটা সাময়িক অস্থায়ী সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছে। মুসলিম লীগ সমান অধিকার না পেলে এ সরকার মুসলমানদের জন্য চির দাসত্বই নিয়ে আসবে। অথচ মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে এসরকার গঠনের পূর্ব মেনে নেওয়া হবে না। মুসলিমরা পাকিস্তান চায় কি না একে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করবার জন্য গান্ধীজী ভোটাভুটির প্রশ্ন তুলেছেন। গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করি, বৃটিশ সরকার যদি তাঁকে বলেন যে ভারতবাসী স্বাধীনতা চায় কি না তা ভোটাভুটির দ্বারা প্রমাণ করতে হবে তবে কি তিনি এ প্রশ্নকে বাতুলের প্রস্তাব বলে উড়িয়ে দেবেন না ?

মোটের উপর এ ফর্মুলায় মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকেও মেনে নেওয়া হয়নি। অবশ্য আত্মনিয়ন্ত্রণ পাওয়া এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাওয়া দুটো সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। গান্ধী-আচারী মুসলিমদের এদাবীর চারধারে একটা আবরণের সৃষ্টি করে কতগুলো ভোট হাতিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। নইলে আচারী নিম্নের ঘোষণা-বাণীই বা কেন করলেন :—'It will be open to all parties to

www.pathagar.com

advocate their points of view before the plebiscite is held. কায়েদে আজম এদাবী মেনে নিলে টাকার জোরে মিরজাফর সৃষ্টি করে নিতে অবশ্য কংগ্রেসের বেগ পেতে হোত না। ডাঃ আম্বেদকার তাই বলেছেন "একটা দানের চেয়ে দানের পেছনের আন্তরিকতাটাই প্রধান"। তিনি আরও বলেছেন :—

"Mr Jinnah may well ask Mr. Rajagopal Acharia if there was any truth in the disclosure made in his defamation case about his intention to offer Pakistan to Muslim and then to circumvent it by purchasing Muslims in Pakistan to negative the offer Mr. Gandhi will have to prove his sincerity behind the offer and also guarantee that Hindus would not prevent Muslims from giving a free vote."

'মাদ্রাজ সান্‌ডে অবজারভারের' বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানীর সময় আচারীর ভিতরের সমস্ত গলদ ফাস হয়ে যায়। বিশেষ করে মিঃ আচারীর সহকর্মী ও অন্যতম বন্ধু মিঃ গুণবন্ধ'ন উল্লিখিত মামলার সাক্ষী রূপে যে বিবৃতি দেন তা এসত্যতাই প্রমাণ করে। তিনি বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন :—আমি তাঁকে (আচারীকে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম কংগ্রেস মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে নাকচ করার পরেও তিনি কেন পাকিস্তান দাবীকে সমর্থন করে চলেছেন? তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বলেন "এসম্বন্ধে আমার ঘোষণা সমূহকে বিশেষ মনযোগের সাথে আপনার পড়া উচিত। দেখতে পাবেন আমি যা বলতে চেয়েছি মিঃ জিন্নার স্কিম হোতে তা সম্পর্ণ পৃথক। সোজাসুজি পাকিস্তান দাবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কংগ্রেস একটা মস্তবড় ভুল করেছে। মিঃ জিন্নাহ্ চেয়েছেন পাকিস্তানের মুসলিমরাই কেবল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে, আমি বলি পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলিম উভয়েই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে। পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাঙ্গলার অমুসলিমরা গণনায় সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হোলেও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে ভীষণ শক্তিশালী। যদি তারা দেখতে পায় যে এ অঞ্চলগুলো পৃথক হবার উপক্রম করেছে তখন

www.pathagar.com

কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে এ সুযোগকে নস্যাত করে দেবে। পাকিস্তান দাবীকে বাধা দিলেই অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী মুসলমান এসে জিন্নার নেতৃত্বে আস্থাবান হয়ে পড়বে। কংগ্রেস এখানেই ভুল করেছে। আর আমি এ ভুলের সংশোধন করছি মাত্র। জাতীয় গভর্ণমেন্ট গঠন ব্যাপারে একবার কোন রকমে আমরা যদি লীগের সমর্থন পাই এবং কংগ্রেস হাতে ক্ষমতা পায় তখন এ গোলমালকে কেমন করে আমাদের সুযোগে লাগান যায় দেখা যাবে। মিঃ গুণ বর্দ্ধনের বিবৃতিকে সাধারণের সুবিধার জন্য আমরা উদ্ধৃত করে দিলুম :—

"He said, you read my speeches on the subject more carefully and you will find that my scheme is different from Mr. Jinnah's Congress made a tactical mistake in openly opposing Pakistan. While Mr. Jinnah wanted the issue to be ultimately determined by the Muslims alone of the territory concerned, I want all the people of the area, both Muslims and non Muslims. The non Muslims in the Punjab, Sind and Bengal may be numerically smaller but they are far too powerful and once they saw the prospect of seperation being real they will combine with the Congrees to fail the referendum. By opposing the Pakistan demand, the demand will grow stonger and Muslims of all shades rally together under Mr. Jinnah's banner. That is where the Congress made mistake, which I am trying to correct. Once we succeed in getting cooperation of the other parties, particularly of the Muslim League to secure a national government, and Congress is again in power, we shall know how to use the crisis to our advantage.'

মিঃ আচারী এ সাক্ষীকে জেরা করতে পারতেন কিন্তু করেননি, সুতরাং মিঃ গুণবর্দ্ধন অবিকল আচারীর কথাই বলে গেছেন। রাজাজীর এ মতামতকে গান্ধীজীও ঘৃণার চক্ষে দেখেছেন। গান্ধীজী ৮ই আগষ্টের ঘোষণায় বলেন :—Rajaji said to me I do not believe in

www.pathagar.com

Pakistan. But the Musalmans ask for it and it has become an absession with them. Why not say 'yes' to them just now? The same Mr. Jinnah will later on realise the disadvantages of Pakistan and will fore-go the demand. I said it is not fair to accept as true anything which I hold to be untrue and ask others to do in the belief that the demand will not be pressed when the time comes for setting it finally. I should not agree to it merely in order to placate Jinnah Sahib. Many friends have come and asked me to agree to it for the time being to placate Mr. Jinnah and dispel his suspicions and see how he re-acts to it. If I hold the demand to be just I should concede it this very day."

গান্ধী-জিন্নাহ্ মিলনের সময় গান্ধীজী পাকিস্তান দাবীর মূলনীতিকে মেনে নিয়েছেন। এর পূর্বে কি তিনি পাকিস্তানের দাবীকে বুঝতে পারেননি? না আচারীর এই ফাঁকিবাজিই শেষ পর্যন্ত তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে? তবে কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তান দাবীকে টর্পেডো করবার এটাই একমাত্র উপযুক্ত পথ? সুতরাং আমাদের মনে হচ্ছে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে যত কিছুই বলুন না কেন ছদ্ম-বেশে প্রতি পদবিক্ষেপে তাঁরা হিন্দুরাজের কথাই চিন্তা করেন। ১৩ই জুলাই পাঁচগনিতে অবস্থানকালে প্রেস রিপোর্টারেরা গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর বর্তমান প্রস্তাব এবং ক্রিপস্ প্রস্তাবে কোন সামঞ্জস্য আছে কি না? গান্ধীজী বলেন:—"My proposal is wholly different. The Cripps proposals were unacceptable to me for the simple reason that they contemplated almost perpetual vivisection of India and would have created an effective barrier against Indian independence."

উপরোক্ত বিভিন্ন কারণে গান্ধী-আচারীর সহৃদয়তা সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হয়ে পড়েছি। পক্ষান্তরে তাঁরা যদি সত্যিকার সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তবে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে পঙ্গু করে

www.pathagar.com

ফেলবার ষড়যন্ত্রই বা কেন করলেন? পাকিস্তানের ১০ কোটি মানবের পূর্ণ বিকাশের জন্য এই উপমহাদেশের ⅓ অংশ পাকিস্তানের ভিতর ফেলতে হবে। আচারী প্রস্তাবে সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অর্ধ পাঞ্জাব এবং অর্ধ বাঙ্গালাকে মিলিয়ে মুসলমানদের সমস্ত ভারতের ⅓ অংশ দিতে চাওয়া হয়েছিল মাত্র। আচারী প্লানে মুসলিমদের সম্প্রসারণের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। অথচ যে কোন রাষ্ট্রের জন্য সম্প্রসারণের স্থান খুবই জরুরী। পূর্ব বাঙ্গালার সম্প্রসারণের প্রশ্ন এখন দাঁড়িয়ে গেছে বলে আমাদের বিশ্বাস। পাঞ্জাব সম্বন্ধেও ঠিক একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ শিল্পোন্নত পশ্চিম বাঙ্গালা, কলিকাতা বন্দর, বর্ধমানের কয়লা ইত্যাদি মূল্যবান দ্রব্য সমূহকে পাকিস্তান রাষ্ট্র হোতে খসিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র এ প্রস্তাবে করা হয়েছিল।

আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে সাব্যস্ত করবার জন্য কংগ্রেস হিন্দু-মুসলিম ভোটের কথা তুলেছে কেন? তবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কি মনে করেন যে, যুক্ত ভোটাভুটির কথা উঠলেই মুসলিম জাতি পাকিস্তান সম্বন্ধে দৃঢ়-নিশ্চিত হবার জন্য পশ্চিম বাঙ্গালা এবং পূর্ব পাঞ্জাবকে আপনা আপনি পাকিস্তান হোতে বাদ দিবে? পশ্চিম বাঙ্গালা এবং পূর্ব পাঞ্জাব পাকিস্তানের শামিল হবে কিনা সেটা লীগের নিকট অবশ্য খুবই বড় কথা নয় এবং লীগ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে জোর করে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতেও চায় না। এজন্যই লাহোর প্রস্তাবে "পুনর্বন্টন" কথাটার উল্লেখ আছে। অনেকগুলো জেলা আছে যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ বটে কিন্তু অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণবশতঃ সেগুলোকে নিজেদের স্বার্থেই পাকিস্তানের ভিতর আসতে বাধ্য হোতে হবে। কাজেই বর্ধমান বিভাগকে স্বাধীন পাকিস্তান গঠনের পূর্বেই বিহারের মধ্যে ফেলে দেওয়ার চিন্তাকে কেবল উন্মাদই মনে স্থান দিতে পারে। একটা বৃটিশ পত্রিকা এ সম্বন্ধে বলেছে:—While the Raja Gopal-Acharia plan concedes division, it is division with many limitations. The Muslims are to have those sections of India in which they have absolute majority determined

www.pathagar.com

by a plebiscite, leaving the adjoining districts free to decide whether they adhere to the Hindu or to the Muslim Government. That would leave Pakistan like a moth-eaten patch-work quilt without even the threads to hold its seperate portions together."

পৃথক হওয়া সাব্যস্ত হোলেও বহির্বাণিজ্য, বৈদেশিক সম্বন্ধ, শুল্ক, দেশরক্ষা ইত্যাদি সমস্বার্থের বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য নাকি হিন্দুস্তান পাকিস্তানের মধ্যে একটা চুক্তি করতে হবে? তবে গান্ধী-আচারীর রাজনীতি সম্বন্ধে কি একটা সুস্পষ্ট জ্ঞান নেই জানতে হবে? দুটো রাষ্ট্র গঠন হওয়ার পরই কেবল এ সমস্ত চুক্তি হোতে পারে, পূর্বে নয়। আর পূর্বেই যদি চুক্তি হয় তবে তাঁরা উভয় রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ দ্বন্দ্বকে কি ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন? এ সন্ধির পেছনে কোন sanctionই বা থাকবে?

মিঃ আচারী ১৬ এবং ২৩শে জুলাই এর পর প্রেস রিপোর্টারদের বলেন:—"It was no small thing that I had offered. Mr. Jinnah had before him the maximum the Congress or nationalist India could agree to." এ প্রস্তাবের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে মিঃ আচারী রাজী হননি। কাজেই তিনি কায়েদে আজমের দিকে পিস্তল ধরে বললেন হয় গ্রহণ নচেৎ নাকচ করুন। গান্ধী-জিন্নাহ্ আলোচনার সময় গান্ধীজী পাকিস্তানের দাবী মেনে নিলেও বেশী কিছু লাভ হোত না। কেননা তিনি এতে কংগ্রেসকে রাজী করাতে পারলেও হিন্দু মহাসভাকে রাজী করাতে পারতেন না। কংগ্রেস বা লীগ যদিও মহাসভার কোন রাজনৈতিক মূল্য নেয় না তবুও গান্ধীজী হয়ত বলতেন "কংগ্রেস ত হিন্দু-মুসলিম উভয় জাতিরই প্রতিষ্ঠান; ওদিকে হিন্দুদের প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠান হোল মহাসভা; ওরা রাজী না হোলে আমি কি করতে পারি।"

গান্ধী-জিন্নাহ আলোচনার পর একটু বেকায়দায় পড়ে তিনি ঠিক এ কথাই বলেছিলেন:—"I have not spoken as a Hindu. I have

www.pathagar.com

spoken as an Indian first and an Indian last. My Hinduism is my own. I personally think it embraces all faiths. Therefore, I have no authority to speak as a representative of the Hindus." গান্ধী-জিন্নাহ্ মিলনের সময় মুসলিম জাতি বা মুসলিম সংবাদপত্র সমূহ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেনি ; তারা একটা সত্যিকার মিলন কামনা করেছিল ; কিন্তু হিন্দু জনসাধারণ ও শত শত হিন্দু সংবাদপত্র যে-ভাবে হৈ চৈ আরম্ভ করেছিল তা সত্যিই ঘৃণার্হ। মুসলিম জাতি তাদের জাতীয় নেতাকে যেমন ভাবে বিশ্বাস করে চলেছিল হিন্দুভারত তাই করলে নেতারা একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এসে পেঁছিতে পারতেন। হিন্দু ভারতের দারুণ আন্দোলন দেখে গান্ধীজী আর বেশী দূর এগোতে সাহস করলেন না, মধ্য পথে রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে পড়লেন।

অদলীয় সম্মেলন

গান্ধী-জিন্নাহ মিলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পর ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য নেমে এলেন রাজনৈতিক এতিম স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু। অদলীয় দলের নেতা হিসাবে সম্মেলন আহ্বানের পূর্বে মুসলিম ভারতের নেতা কায়েদে আজম এবং হিন্দু ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি গান্ধীজীর সাথে মোলাকাত করে এ সম্বন্ধে তাঁদের মতামত নেওয়া তাঁর উচিত ছিল। সাপ্রুজী তা না করে কেবল গান্ধীজীর আশীর্বাদ শিরে নিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। তিনি যাদের সম্মেলনে আহবান করেন তাঁরা সবাই হয় কংগ্রেস অথবা মহাসভার অন্ধবিশ্বাসী নইলে সরকারের দালাল। এ কমিটিতে যে ২।৩ জন মুসলিমকে নেওয়া হয়েছিল তাঁরাও সরকারের খেতাবধারী। কাজেই সাপ্রুজী মুসলিম ভারতের জনমত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং অনভিজ্ঞ মুসলিম নিয়ে কংগ্রেসের তল্পিবাহক হিসাবে গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধি মানসে রাজনীতিতে নেমে পড়লেন। ভারতের স্বাধীনতার যে পথ এ গোলামেরা বাতলালেন তা মুসলিম ভারত দূরের কথা হিন্দু ভারতও মানতে পারেনি।

www.pathagar.com

মাঝে থেকে রাজাজী ঘোষণা করলেন এ সম্মেলন যে রায়ই দিক না কেন মুসলিমদের তা মেনে নেওয়া উচিত। রাজাজীকে জিজ্ঞাসা করি একটা গঠনতন্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে জানবার আগে তা মেনে নেওয়া কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কি সম্ভব? স্বভাবতঃই আমাদের সন্দেহ জেগেছিল যে কংগ্রেস গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধি মানসেই এ দালালদের নিযুক্ত করেছিল। যে দু একটা মুসলিম প্রতিষ্ঠান একমিটির নিকট স্মারকলিপি পাঠিয়েছিল তারা পাকিস্তান দাবী মেনে নেওয়ার উপরই জোর দিয়েছিল। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্মারকলিপি বা তাদের সারমর্ম সংবাদ পত্রগুলোতে বের করে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এ গুলোকে জনসাধারণের সামনে ধরবার ভদ্রতাটুকুও এ কমিটির নেই। কমিটির সারমর্ম প্রকাশিত হোলে দেখা গেল, লীগ-কংগ্রেস যখন স্বাধীন পাকিস্তানের কথা ভাবছে, বিংশ শতাব্দীর এই বৃদ্ধের দল তখন বৃটিশ বেরনেটের আড়ালে ডোমিনিয়ন অর্জনের কথা চিন্তা করছেন। লজ্জা, অপমান এবং ক্ষোভে তিনি আজ পর্যন্ত তাঁর সম্পূর্ণ ফর্মূলাকে জনসাধারণের সামনে পেশ করতে সাহস করেননি। এ প্রস্তাবে মুসলিমদের ৪০% ভাগ, হিন্দুদের জন্য ৪৫% এবং অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ বা অনুন্নত সম্প্রদায়গুলোর জন্য ২০% ভাগ আসন সংরক্ষিত করা হয়েছিল। প্রস্তাবের ভূমিকাতে বলা হয়েছিল; এ ফর্মূলা গ্রহণের পূর্বেই মুসলমানদের পাকিস্তান দাবী ত্যাগ করে যুক্ত নির্বাচন প্রথাকে মেনে নিতে হবে। জাগ্রত ভারত গোলামদের পরাধীন মনোভাব এবং মতামতকে গ্রহণ করতে পারেনি বলেই, এখানেই এ চেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটে।

লিয়াকত-দেশাই চুক্তি

সাপ্রুজী যখন ষড়যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন কেন্দ্রীয় সরকার লীগ-কংগ্রেসের সম্মিলিত চেষ্টার ফলে বারবার পরাজয় বরণ করছিল। পুনঃ পুনঃ এ পরাজয়ের ফলে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশকে পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের বিশেষ করে পৃথিবীর মুক্তিকামী জনগণের সমালোচনার সম্মুখীন হোতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে এ সময় কেন্দ্রীয় পরিষদের লীগ-কংগ্রেস দলের

www.pathagar.com

নেতারা অস্থায়ী সরকার গঠন সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হোতে সমর্থ হন। পৃথিবীর মুক্তিকামী জনমতের চাপেই বৃটিশ সিমলা সম্মেলন আহ্বান করে। বৃটিশের বিভেদ নীতির জন্যই অবশ্য সিমলা বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

লিয়াকত-দেশাই চুক্তির ভিত্তি ছিল লীগ-কংগ্রেস সমতা ; কিন্তু ওয়াভেল পরিকল্পনার মূলে ছিল হিন্দু-মুসলিম সমতা। কংগ্রেস যদি লিয়াকত-দেশাই চুক্তির উপর জোর দিত তবে মিলনের সত্যই একটা পথ খুঁজে পাওয়া যেত এবং চার্চিল-ওয়াভেলের এ ভাঁওতাও পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হোত। কংগ্রেস বুঝল জিন্নাহ্ সাহেব এর ভিতর দিয়ে দুই জাতিত্বের মতবাদকে মানিয়া নিচ্ছেন, সে জন্যই সিমলায় অবস্থান কালে মিঃ দেশাই এরূপ কোন চুক্তির কথা সর্বপ্রথমে অস্বীকার করেন।

দেশাই-লিয়াকত চুক্তির একটা গোপনীয় কারণও ছিল। এ ব্যাপারটা কংগ্রেসের গত কয়েক মাসের কর্যকলাপ দেখে দিবালোকের ন্যায় পরিকার হয়ে উঠেছে। দীর্ঘদিন জেলে থেকে কংগ্রেস কর্মীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন কিন্তু বেরিয়ে আসবার উপায় কি? আগষ্ট বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে তাঁরা এতবড় গুরুতর অন্যায় ও ভুল করেছিলেন যে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করবার কোন উপায় ছিল না ; বরং নিজেদের বিবেকের নিকটেই এঁরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। একমাত্র লীগের সাথে আপোষ রফায় কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে রাজী হওয়ার দ্বারাই নেতৃবৃন্দকে জেল হতে বের করে আনা সম্ভব ছিল। এরূপ গভর্ণমেন্ট গঠনের কথা পাকাপাকি হয়ে গেলে সল্লাপরামর্শ ও গভর্ণমেন্ট গঠনে সহযোগিতা করবার জন্য সরকার, কংগ্রেসীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হোতেন। এই চুক্তির কারণেই ওয়াভেল রাজবন্দীদের মুক্ত করতে শুরু করেন। কাজেই দেশাইজীর চাল সাফল্য মণ্ডিত হওয়া মাত্র কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে সরকার গঠনে লীগকে বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে গেল। এ চুক্তির মধ্যে দেশাইজীর সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়নি বলেই কংগ্রেস সিমলা বৈঠকে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

www.pathagar.com

সিমলা বৈঠক

সিমলা বৈঠকে কংগ্রেস বৃটিশ কূটনীতির নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক লীগের সম্পাদক মিঃ হাশেম বৃটিশ কূটনীতির নিকট কংগ্রেসের চূড়ান্ত পরাজয়ের কথা উল্লেখ করে বলেছেন :— "আমরা বৃটিশ কূটনীতির নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছি। লীগ-কংগ্রেস আপোষের জন্য কংগ্রেস কায়েদে আজমের পরামর্শ গ্রহণ করলেই ভাল করত।" কংগ্রেস সম্মেলনে প্রবঞ্চনার জালে জড়িয়ে পড়ল। কায়েদে আজম গান্ধীজীকে সম্মেলন হোতে বেরিয়ে এসে নিজেদের মধ্যে আপোষ করে মিলিত দাবী পেশ করবার জন্য মিঃ পন্থের মধ্যস্থতার চেষ্টা করলেন। গান্ধীজী পরিচালিত কংগ্রেস তখন নিজেদের স্বাধীন সত্বাকে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো'র পায়ের নীচে বিলিয়ে দিয়েছিল। ওয়াভেলের নিকট কংগ্রেসের আত্মসমর্পণের কথার উল্লেখ করে ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী মিঃ রমানাথন কিছুদিন আগে ঘোষণা করেছেন যে আগষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে। তাঁরা তাঁদের বিবেকের নিকট দায়ী হয়ে পড়েছিলেন বলেই গোলামী মনোভাব নিয়ে সিমলায় উপস্থিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ পূর্ণ আত্মসমর্পণ ছাড়া কংগ্রেসের গত্যন্তরও ছিল না। কেননা জাতীয় দুর্দিনে কংগ্রেস জনগণের সেবা করতে পারেনি বলেই জনগণ কংগ্রেসের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এই অবস্থায় সাধারণ নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়া কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব। সরকারীপদে অভিষিক্ত হয়ে কংগ্রেস তাই বীরবেশে ভোটার-দের সামনে উপস্থিত হোতে চেয়েছিল। এই হীন উদ্দেশ্য সিদ্ধি মানসে কংগ্রেস নিজ আদর্শ বিচ্যুত হয়েও ওয়াভেলের পাতা ফাঁদে ধরা দিয়েছে। জাতীয় বীর কায়েদে আজম ওয়াভেল পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ভারতের সম্মানকে অক্ষুন্ন রেখেছেন এবং জাতীয় কলঙ্ক মোচন করেছেন।

সিমলার প্রত্যেকটা রাজনৈতিক মহলের বিশ্বাস মওলানা আজাদ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরাই লীগ-কংগ্রেস মিলনের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

এই মুসলিম কুইসলিংগুলোই লীগ-কংগ্রেস মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্মেলন ব্যর্থ হোক তবু ভাল কিন্তু প্রস্তাবিত শাসন পরিষদের মুসলিম সদস্য সংখ্যার কিছুটা অংশ এদের চাইই। মাওলানার এই একগুঁয়েমি কংগ্রেসী মহলেও বিশেষ বিরক্তির সঞ্চার করেছিল। গান্ধীজীও কায়েদে আজমের সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। মওলানা তাঁকে পদত্যাগের হুমকি দিয়ে মিলনের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিলেন। মিলন না হোক সেটাও ভাল কিন্তু মওলানাকে হারান যাবে না; কেননা মুসলিম কওমের ভিতর হোতে এরূপ মিরজাফর বের করতে ভবিষ্যতে ভীষণ বেগ পেতে হবে।

ওয়াভেল পরিকল্পনা ঘোষিত হওয়ার পর গান্ধীজী কংগ্রেসী নেতাদের সিমলা সম্মেলনে যোগ দিতে নিষেধ করলেন। ভাবলেন হিন্দু-মুসলিম সমতা স্বীকার করে নেওয়ার অর্থই হচ্ছে দু'জাতিত্বের মতবাদকে স্বীকার করে নেওয়া। অন্যান্য কংগ্রেসী নেতা কিন্তু লীগকে জব্দ করার এরূপ স্বর্ণ সুযোগ ছাড়তে রাজী হোলেন না। কংগ্রেসী নেতা প্রফেসর রঙ্গের বিবৃতিতে এ সত্যটাই ফুটে উঠেছে। তিনি বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলেন:— "সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হোক অথবা সফল হোক কংগ্রেস জিতবেই। কংগ্রেস ওয়াভেল পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে লীগ-বৃটিশ যোগাযোগ নষ্ট করে দেবে। সম্মেলন ব্যর্থ হোলেও কংগ্রেস এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে যে সরকার লীগকেই এ জন্য দায়ী করবে। সম্মেলন সাফল্য মণ্ডিত হোলে ইউনিয়নিষ্টদের সহযোগিতায় কংগ্রেস লীগকেই জব্দ করবে। আমরা যদি ইউনিয়নিষ্টদের সহযোগিতা পাই তা হোলে লীগের কণ্ঠরোধ করা সহজ হবে। ··সরকারী পদগুলো আমরা অধিকার করব এবং ক্ষমতা হাতে পেলেই লীগকে প্রাণান্ত করে তুলব।"

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করে যখন তাঁকে দেখান হয় যে লীগকে উপেক্ষা করবার ইচ্ছা কংগ্রেসের নেই তখন তিনি বলেন:— "লীগের ঘাড়ে ব্যর্থতার দায়িত্ব চাপানোর জন্য ওটা কংগ্রেসের একটা নিছক চাল মাত্র।··· কেন্দ্রে আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে হাত মিলিয়েছি

www.pathagar.com

আর প্রদেশগুলোতে তাদেরই চেলাচামুণ্ডাদের সাথে হাত মিলাব এবং এই উপায়েই লীগকে খতম করব।.....সমস্ত কংগ্রেসীদের আজ বুঝতে হবে যে লীগই কংগ্রেসের প্রধান শত্রু এবং যেমন করেই হোক লীগকে দমন করতে হবে।"

'ভারত ত্যাগ কর' প্রস্তাব আজও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে এবং এর একটা কমা কেটে দেওয়ার ক্ষমতা গান্ধীজীর বা কারও নেই। তবে কংগ্রেসীরা বৃটিশ শক্তিকে ভারতে কায়েম রাখবার জন্য এত হীন মনোভাব নিয়ে ওয়াভেলের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল কেন? এ প্রস্তাব তথাকথিত স্বাধীন ভারতের কিছুই দিতে চাওয়া হয়নি বা স্বাধীন ভারতের নাম গন্ধও এ প্রস্তাবে ছিল না; অথচ ক্রিপস্ প্রস্তাবে সব কিছুই দিতে চাওয়া হয়েছিল। তবে কংগ্রেস ক্রিপস্ প্রস্তাব নাকচ করল কেন, কেনই বা ওয়াভেল প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্য লালায়িত হয়ে উঠেছিল?

আমাদের মতে গান্ধীজীই প্রকৃতপক্ষে ভারতের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এখন যিনি হিন্দু কংগ্রেসের ডিক্টেটর সেজে সমস্ত আন্দোলন পরিচালনা করছেন, তিনিই হয়ত ঠিক পর মুহূর্তে বলবেন যে, কংগ্রেসের তরফ হোতে কথা বলবার ক্ষমতা তাঁর নেই। অদ্ভুত গান্ধীজীর মনোভাব আরও অদ্ভুত। হিন্দু ভারতের নেতা হিসাবে তাঁকে সম্মেলনে আহ্বান করে লর্ড ওয়াভেল ঠিকই করেছিলেন। কিন্তু মৌলানা আজাদকে সম্মেলনে আমন্ত্রণের জন্য গান্ধীজীর পীড়াপীড়ি এবং সম্মেলন হোতে অনুপস্থিত থাকবার মতলব এই দুটো কারণেই সিমলা বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। মওলানা আজাদকে সম্মেলনে না পাঠিয়ে গান্ধীজীর উপায় ছিল না। কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতা হিসাবে গান্ধীজী সিমলা বৈঠকে যোগ দিলে দুনিয়া মনে করত, গান্ধীজীই আগষ্ট আন্দোলন পরিচালনা করবার ভার পেলেন এবং কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতা হিসাবে সিমলা বৈঠকে যোগদান করলেন, তবে মওলানা লোকটা আবার কে? অন্যদিকে লীগ-কংগ্রেস সমতার মিটমাট হোলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের রাজনৈতিক চির মরণ ঘটত। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ৫০%টা আসন হোতে কয়েকটা

www.pathagar.com

আসন জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের দিতে হোত। গান্ধীজীকে বাধ্য হয়ে এটা করতে হোত; কিন্তু হিন্দুভারত গান্ধীজীর এ অনাচার সহ্য করে নিতে রাজী হোত না। বরং হিন্দুভারতের নিকট জবাবদিহির জন্য গান্ধীজীকে আসামীর কাটগড়ায় দাঁড়াতে হোত। কিন্তু মওলানা আজাদকে সম্মেলনে পাঠান হোলে তিনি নিজেদের রাজনৈতিক চিরমরণ থেকে বাঁচাবার জন্য মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট ৫০%টা আসন হোতে কয়েকটা খসিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন এ বিশ্বাস গান্ধীজীর ছিল। এ সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যই তিনি মাওলানা আজাদকে সম্মেলনে আমন্ত্রণের জন্য ওয়াভেলের উপর চাপ দিতে থাকলেন।

ভারতীয় মুসলিমদের ধারণা—মুসলিম জাতির মৃত্যু পরোয়ানায় সই করবার জন্য গান্ধীজী মওলানাকে বছরের পর বছর ধরে কংগ্রেসী গদীতে বসিয়ে রেখেছেন এবং "কংগ্রেস হিন্দুর জাতীয় প্রতিষ্ঠান" জিন্নার দাবীকে ঘায়েল করবার জন্যই কংগ্রেস তাঁকে মাথার উপর তুলে ধরেছে। গান্ধীজী কিন্তু নাছোড়বান্দা, বড়লাটের উপদেষ্টা সেজে বসলেন। ইঙ্গ-কংগ্রেস ষড়যন্ত্রের ধারা উপলব্ধি করে কায়েদে আজমও বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সম্মেলনে যোগ না দিলে তাঁকে সব দোষে দোষী করা হোত বলেই তিনি বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। ঘটনার বিবর্তন দেখবার জন্য তিনি একটা নূতন পথ আবিষ্কার করলেন। সমস্ত হিন্দু-ভারত যখন ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়ে বড়লাটের দরবারে উপস্থিত হোলেন তখন তিনি ওয়াভেলকে জানালেন ওয়ার্কিং কমিটির মতামত না জেনে তিনি কিছুই করতে পারবেন না। লীগ ওয়ার্কিং কমিটি বড়লাটের নিকট এই তিনটা দাবী পেশ করে :—

(ক) লীগ ভারতীয় মুসলিমদের একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রস্তাবিত নূতন শাসন পরিষদের সমস্ত মুসলমান সদস্যদের মনোনয়ন করবে (সম্ভবতঃ লিয়াকত-দেশাই চুক্তি অনুসারে)।

(খ) লীগ জানতে চায় নূতন শাসন পরিষদের গঠন ও ক্ষমতা কি রকমের হবে এবং মুসলিমদের তুলনায় অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠদের কতজন প্রতিনিধি দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

(গ) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন পরিষদের মতামত যদি মুসলিম জাতির স্বার্থের ক্ষতিকর হয় এবং মুসলিম সদস্যরা যদি একযোগে এই মতামতের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে বড়লাট সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রস্তাবকে নাচক করে দিতে পারবেন এ প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

এদিকে বৃটিশ সরকারও চায়নি যে লীগ-কংগ্রেস মিলিত হয়ে কেন্দ্রে এসে বসুক। কেননা লীগ-কংগ্রেস একবার মিলিত হোতে পারলে ভারত হোতে তাদের খসে পড়তে হবে এটা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভাল করেই জানে। গোলমাল বাধিয়ে দেবার জন্যই ওয়াভেল লিয়াকত-দেশাই চুক্তিকে বাদ দিয়ে হিন্দু-মুসলিম সমতার কথা তুললেন। তিনি ভাল করেই জানতেন মুসলিম-হিন্দু সমতার প্রশ্ন উঠলেই মওলানা কয়েকটা চাকুরী পাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন, ফলেই বৈঠক বানচাল হয়ে যাবে। মওলানা যখন চাকুরী পাওয়ার জন্য উৎসুক ওদিকে ওয়াভেল তখন নিজের একান্ত বশংবদ ইউনিয়নিষ্টদের একটা চাকুরী দিবার জন্য ভীষণ ব্যস্ত। সুতরাং পৃথিবীর মুক্তিকামী জনগণের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেবার জন্য এ প্রস্তাবটা বৃটিশের একটা চাল মাত্র। কায়েদে আজম সম্মেলনকে বানচাল করে দিয়ে ভারতের জনগণের মহতী উপকার সাধন করেছেন। মিঃ রমানাথের ঘোষণায় এ সত্যটাই ফুটে উঠেছে।

ইসলাম ও মধ্যযুগীয় ভাবধারা

সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া হিন্দু নেতাদের ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভীষণভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যর্থতার উন্মাদনায় তাঁরা ঘোষণা করেছেন—লীগের দাবী অনৈক্যমূলক এবং মধ্যযুগীয় ভাবধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। মধ্যযুগীয় ভাবধারা বলতে এঁরা ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রনকেই বুঝান। তাঁরা বলছেন জিন্নাহ মধ্যযুগীয় ভাবধারায় চিন্তা করেন সুতরাং তাঁর রাজনীতি বর্তমান যুগীয় ভাবধারা বা গণতন্ত্র বিরোধী।

www.pathagar.com

ইসলামের পূজারী জিন্নাহ্ কি সত্যই মধ্যযুগীয় ভাবধারার পরিপোষক? গান্ধীজী ও হিন্দুদের ধর্মমত প্রাগৈতিহাসিক বানপ্রস্থযুগীয় ভাবধারার পরিপন্থী নয়। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মত গোঁড়ামির বাহন নয়। পণ্ডিতজী পরোক্ষভাবে ইসলামের উপর চার্জ্জ এনেছেন আর মওলানা আজাদ গদী পেয়ে বিভোর হয়ে এই অবান্তর ঘোষণাকে মেনে নিয়েছেন। পণ্ডিতজী পশ্চিমা কায়দায় শিক্ষিত, জাতি ও জাতিত্ব সম্বন্ধে তিনি যে ধারণা অর্জন করেছেন তা মধ্যযুগীয় ভাবধারারই নামান্তর। তাঁর জানা উচিত কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল, ফ্যাসিষ্ট ঘেঁষা জাতীয়তাবাদের উচ্ছেদ করেই মানুষ আজ বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম করছে। পণ্ডিতজী উচ্চশিক্ষিত, বনেদী ঘরের সন্তান, সোস্যালিষ্ট বলেও খ্যাতি আছে, কিন্তু গান্ধীজীর অন্তর্বাণীর নিকট তিনি আত্মসমর্পন করেন কেন? তাঁকে জিজ্ঞাসা করি অখণ্ড ভারতের ভিত্তি কি গণতান্ত্রিক না ধনতন্ত্রবাদ তথা বিড়লা ইত্যাদি হিন্দু বুর্জোয়াদের শোষণবাদের উপর? বৃটিশ শ্রমিক প্রধান মন্ত্রী, ভণ্ড সোস্যালিষ্ট এটলীকে যাঁরা চেনেন, পণ্ডিতজীকে চিনতে তাঁদের বেগ পেতে হবে না।

পণ্ডিতজী ইতিহাসও ভাল জানেন। তবে তিনি কি করে বললেন যে ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট বা ইহুদী মেজরিটির কথা কেও শোনেনি? আইরিশ সমস্যা কানাডার-ফরাসী ইংরেজ সমস্যা ও রুজভেল্ট-ট্রুম্যানের ফিলিস্তিন-ইহুদী প্রীতি সমস্যাকে তা হোলে কি বলা যাবে? তিনি তাঁর বরেণ্য নেতা রাষ্ট্রপতি আজাদকে ইসলাম, হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্মমতগুলোর পার্থক্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেইত পারতেন। ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে মুসলিম জাতি কোনদিনই পৃথক করে দেখে না। পণ্ডিতজী নিশ্চয়ই জানেন, শুধু হিটলারই ইহুদীদের উপর অত্যাচার করেননি; তারা খৃষ্টানদের নিকটও চিরদিন ঘৃণিত ও অচ্ছুত রয়ে গেছে।

বর্ণাশ্রমের পূজারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতজীর পক্ষে জগতের সেরা ধর্ম ইসলামকে এভাবে উপহাস করা শোভা পায়না। আমরা ভেবে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাই ঠাকুরজী তাঁর মহান জাতীয়তাবাদের সাথে

www.pathagar.com

বর্ণভেদ প্রথাকে কি করে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন! পণ্ডিতজী জগতের চোখে ভেল্কি লাগিয়ে ঘোষণা করেছেন "লীগের নীতি আস্ত পচা ও মধ্যযুগীয়, কিন্তু কংগ্রেসের রাজনীতি সম্পূর্ণ টাটকা ও আধুনিক।" আমরা পণ্ডিতজীকে অনুরোধ করি তাঁর বরেণ্য নেতা গান্ধীজীর দিকে তাকিয়ে দেখতে—কম্বল, লোটা, কৌপীন, অর্ধনগ্ন, চরকা বর্ণাশ্রম আভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণা আরও কত কি! তাঁর ধর্মনীতি ও রাজনীতি এক ও অভিন্ন এখানে কিন্তু নেহেরুজী সাড়াশব্দহীন। ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী মিঃ রমানাথন পণ্ডিতজীর এ বিবৃতির দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন :—"সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার জন্য আমার দুঃখ নেই, পণ্ডিতজী বলেছেন এ ব্যর্থতার পেছনে রয়েছে মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল মনোবৃত্তি ও আধুনিকতার মধ্যে সংঘাত। এ বিষয়ে তাঁর সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত, দুঃখের বিষয় তিনি এ নীতি অনুধাবন করতে পারলেও তা ঠিক উল্টোভাবে আরোপ করেছেন। তিনি দাবী করেছেন কংগ্রেস আধুনিকতার প্রতীক, এই প্রসঙ্গে তিনি লীগ ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে মধ্যযুগীয় ভাবাপন্ন বলে বক্রোক্তি করেছেন। স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কারমুক্ত মনোবৃত্তির জন্য পণ্ডিতজীর আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে তিনি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে বর্তমান কংগ্রেস সত্যিই আধুনিকতার প্রতীক? মহাত্মাজী কি আধুনিক? চরকা কি আধুনিক? যে সব রাজনৈতিক নেতা মৌলানা বা পণ্ডিত খেতাব ধারণ করে গৌরব অনুভব করেন তাঁদের নেতৃত্ব কি আধুনিকতার পরিচায়ক? কংগ্রেসের তথাকথিত জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম' দেবী দুর্গার স্তব ব্যতীত অন্য কিছুই নয়, এতে কি আধুনিকতার বিন্দুমাত্র ছাপ আছে? কংগ্রেসী আদর্শবাদের এই যে প্রকাশ এরদ্বারা এ সত্যটাই কি ফুটে উঠছে না যে কংগ্রেস শুধু মধ্যযুগের দিকেই পশ্চাদ্বর্তন করছে তাই নয়, বরং সে যুগে উলঙ্গ মানুষ বনে বনে ঘুরে বেড়াত, কোটরে বাস করত এবং কাঁচা মাংস ভক্ষণ করত সেই প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার যুগের দিকেই ফিরে চলেছে।

www.pathagar.com

আমি পণ্ডিতজীকে একটা প্রশ্ন করব। এটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়, কংগ্রেসী রাজনীতির সাথে এর গভীর সম্বন্ধ আছে। গান্ধীজী হুকুম জারী করেছেন যে প্রত্যেক কংগ্রেস সেবীকে খাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মী হোতে হবে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ সূতাও কাটতে হবে। পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি এ হুকুম তামিল করে চরকা ঘুরাতে বসেন? আশা করি তিনি নিশ্চয়ই একাজ করেন। সুতরাং যখন তিনি চরকার সম্মুখে বসেন, তখন তিনি নিজে মধ্যযুগীয় না আধুনিক? তাঁর বিবেককে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য আমি তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

যে বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুসারে জাতিভেদ প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে গান্ধীজী তারই গোঁড়া সমর্থক। মহাত্মার নেতৃত্বে কংগ্রেস কয়েক শতাব্দী না হোলেও কয়েক যুগ পশ্চাতে চলে গেছে। মহাত্মাজীর উপর অভ্রান্তত ও অতিমানবীয় গুণাবলীর আরোপ দ্বারা ধর্মীয় কুসংস্কারের ভিত্তিতে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করাই কংগ্রেসের অনুসৃত রাজনীতি। এমতাবস্থায় মিঃ জিন্নাহ্ ও কংগ্রেস বিরোধী অন্যান্য নেতাদের সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে নিন্দা করা কি কংগ্রেস সেবীদের মুখে শোভা পায়? কংগ্রেস রাজনীতিতে ধর্মের আমদানী করে জনসাধারণের মধ্যে এরূপ ভাবধারার সৃষ্টি করেছে যে কংগ্রেসীদের পক্ষে ধর্মীয় ভাবধারার মারফত রাজনৈতিক কর্মতৎপতার পরিবেশ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই।

যে সকল কংগ্রেস নেতা ধর্মের দোহাই দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবার পক্ষপাতী মিঃ জিন্নাহ্ তাঁদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তিনি অনুরূপ কাজ করতে সক্ষম। এটাই মিঃ জিন্নাহ্ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। পণ্ডিতজী এটা কেমন করে ভুলে গেলেন যে এইত সেদিনও মিঃ জিন্নাহ্ কংগ্রেস পন্থী ছিলেন। গান্ধীজীর পক্ষপুটে আশ্রিত মৌলানারাই তাঁকে কংগ্রেস হোতে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন।

www.pathagar.com

যুক্ত নির্বাচনে আম্বেদকার ঘায়েল

যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মিঃ রমানাথন তাঁর উল্লিখিত বিবৃতির শেষাংশে বলেছেন:—পণ্ডিত নেহেরু যদি দক্ষিণ মুল্লুকে আগমন করেন তবে তিনি ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হবেন। দেখতে পাবেন ইদানিং একজন ব্রাহ্মণও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত হোতে পারেননি। এরপরও কোন ব্রাহ্মণের নির্বাচিত হবার আশা নেই। এর জন্য তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তিলমাত্রও দায়ী নন; দায়ী সেই জাতীয়তাবাদীর দল যাঁরা জাতীয়তার মুখোস পড়ে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা পোষণ করেন। পৃথক নির্বাচন হয়ত ক্ষতিকর বলে মনে হোতে পারে কিন্তু এটা কেবল কল্পনাতেই ক্ষতিকর—বাস্তবে নয়।

মানুষ যেদিন হিংসা-দ্বেষ ভুলে যাবে, নদী যেদিন দুগ্ধ-মধুতে পূর্ণ হবে, স্বতন্ত্র নির্বাচন কেবল সেদিনই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হবে, তার পূর্বে নয়। কিন্তু বর্তমান বাস্তব ক্ষেত্রে অন্যায় এবং গর্হিত সামাজিক ব্যবস্থা যখন শ্রমিক, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণের সমাজ জীবনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিচ্ছে, আর মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী বিড়লার দল এই সুযোগ নিয়ে দিন দিন ফেঁপে উঠছে তখন নির্য্যাতিত, অত্যাচারিত ও অবিচারে জর্জরিত দুর্বলের একমাত্র আশ্রয় স্বতন্ত্র নির্বাচন। স্বতন্ত্র নির্বাচন মিঃ জিন্নার বাহুতে কেবল বল দিয়েই যায়নি, মুসলিমদের মুক্তি সম্ভাবনার নব সওগাত বয়ে এনেছে। পক্ষান্তরে রাজনীতি ক্ষেত্রে নীতি ও পরিকল্পনা বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তি বিশেষকে উপাসনার বেদীতে বসিয়ে মহাত্মা গান্ধী যে বিরাট দল গঠন করেছেন সে দলের নির্যাতন হোতে রক্ষা পাবার পথ উৎপীড়িত ও নির্যাতীত রাজনৈতিক দলগুলো জিন্নার স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিতরেই দেখতে পেয়েছে।

পূনা চুক্তিদ্বারা ডাঃ আম্বেদকারের কণ্ঠরোধ করা হয়েছে। স্বতন্ত্র নির্বাচন যদি তাঁর দাবী পুনর্জীবিত করতে পারে তবে তা ভারতের রাজনীতিতে আরও এতটা শক্তিশালী প্রগতিপন্থী দলের নবজীবনের পথ খোলসা করবে। এ দল প্রতিক্রিয়াশীল গান্ধীবাদকে পরাজিত

www.pathagar.com

করবেই। পণ্ডিত নেহেরুর সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে। দেশের বিরাগভাজন, আন্তঃসার শূন্য সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করবার জন্য যে সকল রাজনৈতিক দল বদ্ধপরিকর পণ্ডিতজী হয় সে দলে অংশ গ্রহণ করবেন নচেৎ গতানুগতিক দলের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গান্ধীজীর গদি লাভের আশায় মধ্যযুগীয় ব্যবস্থানুযায়ী বানপ্রস্থ গ্রহণ করবেন।" ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী মিঃ রমানাথন মর্মবেদনার তাড়ানাতেই এ সত্যকে এত উঁচু করে ধরবার সাহস করেছেন তাঁর এ কামনা সার্থক হোক। তিনি স্বীকার করেছেন পৃথক নির্বাচন মুসলিমদের মুক্তি সম্ভাবনায় নব সওগাত বহন করে এনেছে। হিন্দু ভারত, গান্ধীজীর ভারত এ সত্যকে আজ স্বীকার করে চলেছেন। যত শীঘ্র তাঁদের শুভবুদ্ধির উদয় হয় ভারতের পক্ষে ততই মঙ্গল।

স্বরূপে আত্ম প্রকাশ

মিথ্যার বেসাতি করা কংগ্রেসের চিরদিনের অভ্যাস। এ প্রচারণায় তাঁরা অনেকটা সাফল্য মণ্ডিতও হয়েছিলেন। ভারতের সমস্ত পুঁজিবাদীদের সমর্থন কংগ্রেসের পেছনে আছে বলেই তাঁরা ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলোতে প্রচার কার্য চালাতে পারছেন। ভারতীয় হিন্দু প্রেস এত প্রবল যে লীগ তথা মুসলিম জাতির ন্যায়সঙ্গত দাবীকেও তাঁরা প্রচারণার জোরে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছেন। হিন্দু প্রেস সমস্ত সমস্যাকে এমন ভাবে প্রকাশ করে যার জন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দকে পৃথিবীর জনমতের কাছে জবাবদিহির জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকতে হয়। তারা প্রচার চালায় জিন্নাহ দায়িত্ব জ্ঞানহীন, অবিবেচক, উদ্ধত প্রকৃতির, উন্মাদ, বেয়াড়া এবং স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

এত প্রচারণা চালিয়েও যখন জনমতকে ধোকা দেওয়া গেল না তখন তারা জিন্নার নেতৃত্বে অনাস্থা জ্ঞাপনের জন্য মুসলিমদের নিকট

www.pathagar.com

আকুল আহ্বান জানাচ্ছে। এরা মনে করে ভারতের তরুণ মুসলিম লীগ পন্থীরা জিন্নার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। এ ধারণা কেবল উন্মাদেই করতে পারে। কেননা তরুণ লীগ কর্মীরা জিন্নাহ্‌র নেতৃত্ব এবং আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী। তাঁরা মুসলিম লীগের বাণীকে ভারতীয় মুসলিমদের ঘরে ঘরে পৌঁছাতে চান বলেই লীগের ভিতরের চাকুরীর উমেদার স্বার্থবাদীদের সাথে এঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে।

কংগ্রেসের মিথ্যা প্রচারণার সীমা কত উর্ধে উঠেছে তা জানতে হোলে একবার আগষ্ট প্রস্তাবের বিষয় দিস্তা করতে হবে। কায়েদে আজম এ প্রস্তাবকে মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলে ঘোষণা করেছিলেন। গান্ধীজী পরিচালিত কংগ্রেস নিজেদের ফ্যাসিষ্ট বিরোধী বলে যত প্রচারই করুন না কেন, মনে মনে তাঁরা হিটলার-তোজোকে সমর্থন করে চলেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে বৃটিশকে কোণঠাসা করবার স্বপ্নও তাঁরা দেখেছিলেন। তাঁরা জাপানকে অভিনন্দন জানিয়ে, সালাম বুকে, দাওয়াত করে এনে রাজ-তখ্‌তে বসাতে চেয়েছিলেন। গোপন অভিসন্ধি ছিল বৌদ্ধ ভাইয়াদের সহ-যোগিতায় তাঁরা ভারতে অশোক রাজ্যের বুনিয়াদ কায়েম করতে পারবেন। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট তাঁদের এ সুখের আশায় বাদ সাধল বলেই জনমতের কাছে গান্ধীজীকে আসামী শ্রেণীভুক্ত হোতে হোল।

এ অবস্থায় মিথ্যার বেসাতি করা ছাড়া গান্ধীজীর অন্য কোন উপায় ছিল না। পত্রের পর পত্রে ঘোষণা করলেন কংগ্রেস বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি বরং অসতর্কভাবে নেতৃবৃন্দকে বন্দী করে সরকার স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন দেখিয়েছেন। কিন্তু সত্য কোন দিনই চাপা পড়ে না, মিথ্যার জঞ্জাল হোতে সে স্বরূপে একদিন ফুটে উঠবেই। পণ্ডিতজী জেল হোতে বেরিয়ে ঘোষণা করলেন ১৯৪২ সনে যা ঘটেছে তার জন্য আমি খুবই গর্বিত। আমার দেশবাসী যদি বৃটিশ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করত তবে তারা কাপুরুষতার পরিচয় দিত এবং যুগ যুগ ধরে আমরা যে শিক্ষা দিয়েছি তা নষ্ট হয়ে যেত। ঘরে বসে থেকে আগষ্ট আন্দোলনের

www.pathagar.com

দোষ ত্রুটি ধরা খুবই সহজ, কিন্তু যাঁরা এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন তাঁরা কাপুরুষের মত দেশবাসীকে ভুলপথে চালাতে চেষ্টা করছেন। আমি স্পষ্টভাবে বলে দিতে চাই যারা আগষ্ট হাঙ্গামায় যোগ দিয়েছিল তাদের আমি দোষ দিতে পারি না।..... ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের সাথেই ১৯৪২ সনের ঘটনার তুলনা হোতে পারে।" গান্ধীজী বার বার বলেছেন এ হাঙ্গামার জন্ত কংগ্রেস দায়ী নয়। ডাঃ সীতারামিয়া তবে কেন অন্ধ সার্কুলারের সমস্ত দায়িত্ব নিজ ঘাড়ে নিয়ে ঘোষণা করলেন যে গান্ধীজীর অনুমতিতেই সমস্ত ধ্বংসমূলক কাজ করা হয়েছিল? তিনি হাঙ্গামায় কংগ্রেসী দায়িত্ব সম্বন্ধে যে চাঞ্চল্যকর বিবৃতি দিয়েছেন তাতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেছে যে হাঙ্গামার দায়িত্ব কংগ্রেস এড়িয়ে যেতে পারে না।

রেল লাইন তুলে ফেলা ইত্যাদি হিংসাত্মক ব্যাপারে গান্ধীজীর বিরোধ থাকলেও টেলিগ্রাম, টেলিফোনের তার কাটা ব্যাপারে গান্ধীজীর মৌন সম্মতি ছিল সে কথা মিঃ সীতারামিয়ার বিবৃতিতে পরিষ্কার ভাবে জানা গেছে। সিতারামিয়ার মতে টেলিগ্রামের তার কাটাকে অহিংস কার্যক্রমের পর্যায়ে ফেলা যায় না। এটা কি সত্য কথা, না নিজ বিবেকের সংগে প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র? মিঃ রমানাথন ডাঃ সীতারামিয়াকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে জানিয়েছেন "রেল চলাচল ব্যবস্থার সাতে পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে রেল অপসারণ করার মত টেলিগ্রামের তার কাটলেও ট্রেন দুর্ঘটনার সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কাজেই অহিংস নীতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেই টেলিগ্রামের তার কাটার ন্যায় হিংসাত্মক কার্য্য-কলাপকে গায়ের জোরে অহিংস কাজে পরিণত করা যায় না।..... আমি ডাঃ পট্টভীকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের নিকট প্রমাণ করুণ যে টেলিগ্রামের তার কাটা অহিংস নীতির পরিপন্থী নয়।"

সত্যকে প্রকাশ করবার ইচ্ছা সীতারামিয়ার নিশ্চয়ই ছিল না; কিন্তু বক্তৃতা দেওয়ার সময় এ সত্য তাঁর মুখ হোতে আকস্মিকভাবে বেরিয়ে যায়। সে জন্তই পরে তিনি আম্‌তা আম্‌তা করে প্রলাপ বকেছেন; কিন্তু সত্য

www.pathagar.com

প্রলাপ বাক্যের উর্দ্ধে উঠে কংগ্রেসের জোচ্চুরি জগতের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছে। অবস্থার বিবর্তনে কংগ্রেসের আর কত মহিমাময় রূপই না জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত হবে! গান্ধীজীও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পট্টভীর ঘোষণাবাণীকে নাকচ করতে চেয়েছেন; কিন্তু সত্যের উদ্ভাবিত রশ্মির কাছে মিথ্যার বেসাতি ম্লান হয়ে গেছে।

পুঁচি মাছ তক সব দরজার কংগ্রেসীই সিমলা বৈঠকের ব্যর্থতার ভার চাপিয়ে দিচ্ছেন কায়েদে আজমের উপর। মিথ্যার ভারবাহী জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্রগুলো তাঁর উপর মারমুখী হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস আত্মসমর্পণ করে ভারতের স্বাধীনতাকামী জনগণের মর্যাদায় কঠোর আঘাত হেনেছে এদিকে এদের লক্ষ্য নেই। মওলানা সাহেবের বৃটিশ প্রীতি দেখে আমরাও আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেছি। জিন্নাহ্—ওয়াভেল পত্রাবলী প্রকাশ করে কায়েদে আজম জনসাধারণকে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু মওলানার সে সাহস নেই। এ চিঠিগুলোতে মুসলিম জাতির প্রতি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার অনেক নমুনাই পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়তঃ অনেক লোককেই তিনি প্রস্তাবিত শাসন পরিষদে নেওয়ার জন্য আশা দিয়ে রেখেছিলেন; কিন্তু ওয়াভেলের নিকট নাম পেশ করবার সময় এঁদের অনেকেরই নাম বাদ দেওয়া হয়; পত্রগুলো প্রকাশিত হোলে অনেকটা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে। ইঙ্গ-কংগ্রেস ষড়যন্ত্র না হোলে ওয়াভেলই বা কেন পত্রগুলো প্রকাশ করলেন না?

জিন্নাহ্—গান্ধী মিলনের সময় গান্ধীজী লীগকে মুসলিম ভারতের একচ্ছত্র প্রতিনিধি মূলক প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নেন। কিন্তু যেমনই সিমলা বৈঠক বসল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ অমনি আহরার, জমিয়ত, মোমেন, লালকুর্তা, কৃষক ইত্যাদি ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠান রাতারাতি গড়ে নিলেন। কংগ্রেস মুসলিম জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার জন্যই চিরকালই এদের মারণাস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছে। কংগ্রেস পুনরায় প্রচার শুরু করেছে মুসলিম লীগ সেটা আবার কিসের প্রতিষ্ঠান। কাজেই মুসলিম লীগ দশ কোটি মুসলিমের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কিনা আগামী নির্বাচনে এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করে

www.pathagar.com

দেওয়াটাই আজ ভারতীয় মুসলিমদের প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিম জাতির চির সমাধি রচনার জন্য দিকে দিকে শয়তানের উল্লাস দেখা যাচ্ছে; উমিচাঁদের মন্ত্রণা ভবনে মিরজাফরের দল সমবেত হচ্ছে: আর ভারতের জগৎশেঠের জাত খাজাঞ্চীখানার সদর দরওয়াজা খুলে দিয়ে দুহাতে অর্থ বিতরণ শুরু করেছে, ক্লাইভদের মমতা মিরজাফরদের জন্য হঠাৎ উপচিয়ে পড়ছে। বর্তমান জমানার সিরাজের জাত ভাইয়েরা কিন্তু আজ সচকিত, জাগ্রত—পলাশীর ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হোতে তারা নিশ্চয়ই দেবে না।

আত্মনিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় কংগ্রেস

যে স্বাধীনতা লাভের জন্য কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের দুয়ারে ধর্ণা দিচ্ছে মুসলিমদের বেলায় সেই স্বাধীনতার দাবী মেনে নিতে নারাজ। হিন্দু-মুসলিম মিলিয়ে একটা জাতি একথা কেবল উন্মাদেই মনে স্থান দিতে পারে। হিন্দু-মুসলিম এক জাতি নয় বলেই পাকিস্তানের দাবী ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দু'শতাব্দীর ঘুমন্ত মুসলমান এ দাবীর মধ্য দিয়ে আজ আত্মচেতনা ফিরে পেয়েছে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের জাগ্রত জনমতকে উপলব্ধি করতে ত পারেইনি বরং পণ্ডিতজী ঘোষণা করেছেন"We will crush all those who will oppose us."নেহেরুর এ ঘোষণায় হিটলারের সেই নাৎসী মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

'পরস্পর বিরোধী মত' অধ্যায়ে কংগ্রেসের দিল্লী ও এলাহাবাদ প্রস্তাব সম্পর্কে আমরা সামান্য আলোচনা করেছি। একই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরস্পর বিরোধী দুটো প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় মওলানা খুব বিপদে পড়ে যান। কাজেই সভাপতি হিসাবে রুলিং দিয়ে ঘোষণা করলেন [যদিও তাঁর এ অধিকার নেই] "It was made fully clear by Dr. Rajendra Prasad, Pandit Nehru and myself that no part of the Delhi-

www.pathagar.com

resolution has in any way been affected or modified by subsequent resolution of the A.I.C.C." এত বড় একজন মওলানাকে মিথ্যারূপ হীনকার্য্যের প্রশ্রয় নিতে হয়েছে বলে আমরা সত্যিই দুঃখিত। মওলানার এ ঘোষণা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। মিঃ জগৎ নারায়ণ তাঁর প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে দিল্লী প্রস্তাবের কুখ্যাত অংশটাকে নাকচ করে দেবার জন্যই তিনি এ প্রস্তাব এনেছেন। সুতরাং প্রস্তাবকের মনোভাবকেই এখানে বিচার করে দেখতে হবে ; কংগ্রেস কমিটি ১২—১৭ ভোটে প্রস্তাবটাকে গ্রহণ করেছিল। মওলানার স্মৃতি শক্তিরও বোধ হয় একটু অবনতি ঘটেছে। এ প্রস্তাব গ্রহণ করাতেও যদি ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব কায়েম থাকল তবে একনিষ্ঠ কর্মী আচারীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হোল কেন? অথচ ছদ্মবেশী মওলানা মুসলিম জনমতের ভয়ে এ প্রস্তাবকে বিভিন্ন ভাবে সুবিধানুযায়ী কাজে লাগিয়েছেন।

মওলানা আজাদ এ অবস্থায় পাকিস্তান প্রশ্নের বিরুদ্ধে নির্বাচন যুদ্ধে নামতে সাহস পাচ্ছেন না। তাঁর প্রভু গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল যখন এ প্রশ্নের বিরুদ্ধে নির্বাচনে নামতে ভয় পাচ্ছেন তখন এই অর্থ পুষ্ট দালালই বা সাহস করবেন কেন? যাঁদের অঙ্গুলি হেলনে তিনি পরিচালিত হন সেই গান্ধী-আচারী যখন পাকিস্তান দাবীর মূলনীতিকে মেনে নিয়েছেন এই অর্থ লোলুপ নেতা তখনও পাকিস্তান দাবীকে আক্রমণ করে চলেছেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে মোনাফেকদের নিয়েই নির্বাচন দ্বন্দ্বে নামতে হবে তখন পাকিস্তানের দাবীকে পরোক্ষভাবে মেনে নিলেন। কিন্তু মস্তিস্ক বিকৃতির জন্য এক ঘোষণার সাথে অন্য ঘোষণার তাল মিলাতে পারলেন না। তাঁর পরস্পর বিরোধী বিবৃতি দুটো দেখলে মনে হয় তিনি যেন লীলা খেলা করে চলেছেন। তাঁর ঘোষণা দুটোর কিয়দংশ সমালোচকদের সুবিধার জন্য আমরা উদ্ধৃত করে দিলুম।

(a) If a cosiderable part of a population of such a region are muslims *their decision will be the decision of the area concerned*.....the determination of *their destinies*

www.pathagar.com

rests with muslims themselves, without external compulsion. এ বিবৃতির দ্বারা বুঝা যায় যে পাকিস্তান অঞ্চলের মুসলিমরাই কেবল আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার পাবে।

(b) It will be open to the representatives of such a unit in the Constituent Assembly to advance its claim and a decision on this should not rest on the majority vote of the Assembly but on the vote of the *representatives* in the assembly of the area *concerned*. এ বিবৃতিটা পূর্ব বিবৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। বাঙ্গালা পরিষদে মোট ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১১৯ জন মুসলমান। পরিষদের ভোটের কথা উঠলে ১৩১ জন অমুসলিমের ভোটের চাপে পড়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশের মুসলমানেরা কি পাকিস্তান পাবে না? সুস্পষ্ট রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাবেই অবশ্য তাঁর এ ভুলগুলো হয়েছে। সর্দার প্যাটেল মওলানার পূর্ব বিবৃতিটার জন্য তাঁর প্রতি মারমুখী হয়ে উঠেন এবং বিবৃতি দিয়ে মওলানাকে জানিয়ে দেন যে এ বিবৃতি দিয়ে তিনি কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন "The resolution of August 8, 1942 went the furthest limit. Every Congress man is bound by it. No Congress man can go further without Congress altering it."

মওলানার শ্রীনগর ও রামগড়ের বিবৃতিগুলো দেখে আমরা আশান্বিত হয়েছিলাম। কংগ্রেস মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নেওয়া ত দূরের কথা ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করে জানিয়ে দিল "The Congress cannot agree to any proposal to disintegrate India by giving liberty to any component state or territorial unit to secede from the India union or federation." মওলানাজী অপমানিত হন তবুও ভাল কিন্তু গদী কায়েম রাখতেই হবে। প্রচার করলেন এটা প্রস্তাব নয় এটা ঘোষণা মাত্র। প্রস্তাব আকারে এটাকে গ্রহণ করলে কংগ্রেস কমিটির ভিতর দারুণ গোলযোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

www.pathagar.com

মওলানার আত্মসম্মানে আঘাত না লাগলেও অক্লান্ত, খাঁটি ও নীরব কর্মী ডাঃ আশরাফ এবং মিয়া এফতেখারুদ্দিন কংগ্রেসের এই জঘন্য মনোভাবকে মানতে পারলেন না বলেই প্রস্তাব আনতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হোলেন। গত-বৎসরও যাঁরা কংগ্রেসের মুকুট বিহীন রাজা ছিলেন তাঁদের বক্তৃতা শুনবার সাধারণ ভদ্রতাটুকুও কংগ্রেস কর্মীবৃন্দ হারিয়ে ফেলেন। অভদ্রোচিত এত বাধাসত্ত্বেও ডাঃ আশরাফ বক্তৃতা দিয়ে চলেছিলেন। তিনি যখন ঘোষণা করেন "The Congress message had not reached the muslims" তখন সভায় দারুণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়।

এরপর প্যাটেল, নেহেরু ইত্যাদি নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা মুসলিম জাতি এবং জাতীয় নেতাদের প্রতি একটা একটানা আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। মিয়া সাহেব এবং ডাঃ আশরাফ যখন কংগ্রেসের পেছনে মুসলিম জন-সাধারণকে দেখতে পাচ্ছেন না নেহেরু তখন তাঁদেরকে দাওয়াত করেছেন তাঁর প্রদেশে গিয়ে দেখবার জন্য যে মুসলিম জনসাধারণ আজও কংগ্রেসের পেছনে আছে। এঁরা আজ উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে মুসলিম জাতি কংগ্রেস বর্জন করেছে, কিন্তু পণ্ডিতজী এঁদের দৃষ্টিশক্তিকে ভাঁড়িয়ে কংগ্রেসে রাখতে চান। ডাঃ আশরাফ বারবার মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব আনতে যাচ্ছেন এবং মওলানা প্রস্তাব না আনবার জন্য বারবার কাকুতি মিনতি জানাচ্ছেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ডাঃ আশরাফকে জানান যে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হোলে সমস্ত ভারতময় তাঁর পদমর্যাদার লাঘব হবে। হোলও তাই, মুসলিম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব ২৭১—৭ ভোটে পরাজিত হোল। আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে প্রস্তাব সমর্থনকারী ৭ জন সভ্যই নাকি মুসলমান। ডাঃ আশরাফ নাছোড়বান্দা, বারবার মওলানাকে জানালেন যে তাঁর প্রস্তাবের ভিত্তি মওলানার শ্রীনগর ও রামগড়ের বক্তৃতার উপর স্থাপিত। এঁদের দুরবস্থা দেখে মওলানা সাহেবও বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু উপায় কি? হয় ক্লাইভদের আদেশ পালন, না হয় গদিচ্যুতি। মওলানার মনোভাব দেখে পণ্ডিতজী তাঁর খুব পুরাণ ক্ষতে আঘাত হানলেন। ঘোষণা করলেন "ভারত মাতার সুযোগ্য সন্তান আমাদের শ্রীনিল শ্রীযুক্ত মওলানা

www.pathagar.com

সাহেবকে জিন্নাহ্ কতবারই না অপদস্থ করেছেন ; আপনারা আজ এসব ভুলে যাচ্ছেন কেন ?"

যে দু একজন পদলোভী মিরজাফর এখনও লীগের বাইরে আছেন তাঁদের জ্ঞানোদয়ের জন্য ডাঃ আশরাফ এবং মিয়া সাহেবের বক্তৃতার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করে দিলুম। "Freedom urge exists in Millions of people in the Indian states, in the Muslim majority areas of Sind, East Bengal and western Punjab. In these muslim majority areas, the Congress movement had not penetrated and it was the League that conveyed the message of freedom. Just think what it means to have three lakh members out of thirty lakhs population in Sind, Five lakh members in East Bengal and to have carried the torch of freedom into the dark Punjab. The League enrolled over thirty lakh members last year. This work of Muslim awakening has naturally been followed by a demand for freedom in terms of their own understanding—a demand for the complete self determination of Muslim nationalities. Please do not forget that it is universal now among the Musalmans [Ashraf]."

In this huge concourse of 25000, there are only a handful of Muslims (disturbances & howling). Why is it that they are not with Congress ?.....Because the League represents the urge of the Muslims to freedom. The League has become the Congress of the Muslims. Unless we see this we cannot solve our problems. They want the completest right to be free in their majority areas. Let us recognise our mistakes, accept their demand and set the fears of the Muslims at rest. There is no other way out [Mia Iftikhar Sahib]."

বক্তৃতার জওয়াব দেবার সময় নেহেরু, প্যাটেল ইত্যাদি ফ্যাসিষ্টপন্থী নেতৃবৃন্দ তাঁদের অভদ্রোচিত ভাষায় আক্রমণ করেন। আমরা জানি কেহ

www.pathagar.com

মদমত্ত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধমত পোষণ করলেই তিনি হয়ে পড়েন অবিবেচক, অন্ধ, গর্বিত, স্বাধীনতার অন্তরায় আরও কত কি ? লীগে যোগ দিয়েছেন বলেই মিঃ কাইয়ুম ও মাখনলাল আজ দুর্বলচেতা এবং অবিবেচক হয়ে পড়েছেন, মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মেনে নিয়েছেন বলেই গান্ধী-গদীর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী নেহেরুর মতে ডাঃ আশরাফ এবং মিয়া এফতেখারুদ্দিন অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। সমালোচকদের সুবিধার জন্য প্যাটেল ও নেহেরুর বক্তৃতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দেওয়া হোল। "He said the League has become the Congress of the Muslims. I am afraid he is seeing through the telescope from the wrng end……The time has come now to declare that we shall fight the League and fight to the last…We will never negotiate with the League, never. never. [Nehru]."

If the League is the Congress of the Muslims, then why are you [Mea Saheb] still here ?……If Mia Saheb can not agree to this……it is better for him to leave the Congress and go into the League [Patel]."

মুসলিম জাতিকে ভারতের বুক হোতে মুছে ফেলবার জন্য কংগ্রেস আজ প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। কাজেই যে কংগ্রেস একদিন ভারতবাসীকে স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও উদ্দীপনা দিয়েছিল, যে কংগ্রেস পৃথিবীর জাগ্রত জনগণের মুক্তির বাণীকে সমর্থন করে চলেছিল, যে কংগ্রেস বিভিন্ন জাতি ও দেশের জনমত সম্বন্ধে সচেতন ছিল সেই কংগ্রেস আজ অধঃপতনের নিম্নস্তরে নেমে গিয়ে আর অগ্রসর হবার পথ পাচ্ছে না। পণ্ডিত নেহেরু মালয়, জাভা প্রভৃতি দেশসমূহের জনমতকে সমর্থন করে উঁচু গলায় চীৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু স্বদেশী মুসলিম ভাইদের জনমত জানবার চেষ্টা করেননি বরং কতগুলো মুসলিম মিরজাফর ও কুইসলিং নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আরম্ভ করেছেন। অন্যদিকে এশিয়া ফেডারেশনের কথা খুব জোরসোরেই ঘোষণা করে চলেছেন,—কিন্তু কেন ? তাঁরা জানেন ভারতীয় মুসলিমদের চেপে পিষে মেরে ফেলতে পারলেই ভারতে হিন্দুরাজ কায়েম

www.pathagar.com

হবে, তখন হিন্দুরাজের সাম্রাজ্যবাদিতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হোলে মালয়, বোর্ণিও, সুমাত্রা, ইন্দোচীন ইত্যাদি অনুন্নত দেশগুলো চাই। অনুন্নত বাসিন্দাদের প্রতি নেহেরুর জাতভাইদের অত্যাচারের কথা কেই বা না জানেন? কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আদর্শের কোন বালাই আছে বলে মনে হয় না। তাঁরা আজ নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করছেন; ভবিষ্যতে কত রূপেই না তাঁদের দেখতে পাওয়া যাবে? বহুরূপীর রূপ পরিবর্তনের অন্ত নেই।

ভয় কোথায়?

পাকিস্তান-দাবী ভারতীয় মুসলমানদের অন্তরের প্রতিধ্বনি—সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য দর কষাকষি নয়। অথচ সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ, গণতন্ত্র বিরোধী হিন্দু প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং মুষ্টিমেয় তথাকথিত স্বার্থবাদী মুসলিম নেতা এ দাবীর প্রতি এত মারমুখী হয়ে উঠেছেন কেন? পাকিস্তান বাদীদের অনেকেই হয়ত এর প্রকৃত কারণ জানেন না।

ভেদনীতিই হোল বৃটিশের মজ্জাগত স্বভাব এবং এর বলেই তাঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্য টিকিয়ে রেখেছেন। স্বাধীন পাকিস্তান ও মুক্ত হিন্দুস্তানের ভিতর দিয়ে হিন্দু-মুসলিমদের ভিতর চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে উঠলে ভারতে টিকে থাকা বৃটিশের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ভারতে দুটো স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হোলে তাঁদের যে কেবল ভারত হোতে বিদায় নিতে হবে তাই নয় বরং সুদূর মরক্কো হোতে ফিলিপাইন পর্যন্ত সমস্ত দেশ তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া, ত্রিপলী, মরক্কো, ফিলিস্তিন, ইরাক, সিরিয়া বোর্ণিও, সুমাত্রা, ইন্দোনিশিয়া প্রভৃতি মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে জেহাদের বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। ভূমধ্যসাগর ও সিঙ্গাপুর বিশ্বের রাজনীতিতে দুটো মূল্যবান ঘাঁটি। জগতে যে যুগে যে জাতি এদুটো ঘাঁটির উপর কর্তৃত্ব করেছেন তাঁরাই সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করেছেন। রোমান,

www.pathagar.com

ফিনিসিয়ান, গ্রীক, ব্যাবিলোনিয়ান, মুসলিম ও বৃটিশ জাতির ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়। এই ঘাঁটিগুলির চতুষ্পার্শ্বের আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া, মরক্কো ত্রিপলি, মিশর, হেজাজ, ইরান, সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, বোর্নিও, সুমাত্রা, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রগুলো স্বাধীনভাবে গড়ে উঠলে সম্মানজনক ভাবে এ অঞ্চল হোতে সরে পড়া ছাড়া বৃটিশের অন্য কোন উপায় নেই। যে আগুন জ্বলে উঠেছে এর গতিরোধ করবার শক্তিও এঁদের নেই। ইংরেজ প্রফেসার জন কটম্যানের ঘোষণায় এ সত্যটাই ফুটে উঠেছে।

"The Islamic renaissance now in progress across the whole Middle East and North of Africa can be a powerful disruptive factor in international relations and the world order of the future.....There is.....possibilities, of the growth of greater Muhammadan states by the union of neighbouring Muhammadan Peoples."

বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টের সভ্য ডাচেস এথেলো ঘোষণা করেছেন :—

"In view of the fact that such a federation (of Muslim Units) would include the bulk of the fighting races of India that it would control her most vulnerable frontier, and that beyond that frontier lies a continuous belt of Muslim states stretching to the Mediterranean, a greater political and military danger."

হিন্দু ভারতের ভয় ভ্রান্ত ধারণা হোতে উদ্ভূত। তাঁরা মনে করেন ভারতে পাকিস্তানের দাবী মেনে নেওয়া হোলেই স্বাধীন হিন্দুস্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। বিভিন্ন মুসলিম-রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত হিন্দুস্তান যে কোন মুহূর্তে মুসলিমদের দ্বারা আক্রান্ত হোতে পারে এটাই এঁদের ভয় এবং এজন্যই তাঁরা অন্যায়ভাবে পাকিস্তান আন্দোলনকে দমন করতে চাচ্ছেন। প্রফেসার গুলশন রায়ের নিম্নলিখিত ঘোষণায় পাকিস্তানের প্রতি হিন্দু মনোভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়েছে :—

www.pathagar.com

"It is well-known that all the strategic positions for the defence of India lie in these five.....provinces. Once an enemy crosses the Pabbi Hills near Lalamusa, he has no natural obstacles to face him right up to Calcutta. We know that the Muslims took more than 300 years to conquer the Punjab, but once they had become masters of the land of five rivers, the conquest of the rest of India was an easy job. Within ten years after the defeat of Prithviraj at Taraori, the whole Northern India, north of Vindhyachals was subdued and became a part of the muslim Empire. If a muslim federation ... ... is established as is demanded by ... ... muslims the federal Government for the rest of India would not be worth the paper on which its constitution may be drawn."

মিঃ চিত্তরঞ্জন দাসের নিকট লিখিত একখানা পত্রে লালা লাজপত রায় ঠিক একই রকমের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন :—

"We cannot ... ... rule Hindustan on British lines ... I am not afraid of the seven crores of musalmans. But I think the seven crores in Hindustan plus the armed hosts of Afganistan, Central Asia, Arabia, mesopotamia and Turkey will be irresistible...Are we then doomed ?"

মুসলিম ষ্টেটগুলোর অধিপতিরাও পাকিস্তান দাবীকে ভাল চক্ষে দেখেন বলে মনে হয় না। কারণ ভাওয়ালপুর, খয়েরপুর ও মালেরকোটলা এই তিনটা ষ্টেট বাদে অন্যান্য সমস্ত মুসলিম ষ্টেট পাকিস্তানের বাইরে পড়বে এবং এগুলো হিন্দুপ্রধান। স্বাধীন পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান গঠিত হোলে এ সমস্ত ষ্টেটের হিন্দুরা একটা বিপ্লব করে এঁদের নিকট হোতে শাসনভার কেড়ে নিবে এটা ধ্রুবসত্য এবং এখানেই এঁদের ভয়। কাজেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই ষ্টেটগুলো হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়েই তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তথাকথিত মুসলিম নেতাদের যাঁরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধাচরণ করছেন তাঁরা নিছক নেতৃত্বের মোহেই করছেন।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

ক্রিপস্ প্রস্তাব (March, 1942)

ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সমস্ত আশা ভরসা দেওয়া হয়েছিল সে গুলো কবে কার্যকরী করা হবে সে সম্পর্কে ভারত এবং বৃটেনে সবিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে। মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট এটা বিবেচনা পূর্বক ভারতে অবিলম্বে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করতে মনস্থ করেছেন। মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ভারতকে বৃটেন ও অন্যান্য ডোমিনিয়নের সাথে সম্পর্কিত একটা ডোমিনিয়নে পরিণত করা। অন্যান্য ডোমিনিয়নের ন্যায় ভারত, সম্রাটের প্রতি একক আনুগত্য স্বীকার করবে, কিন্তু সকল দিক দিয়ে বৃটেন ও ডোমিনিয়ন গুলোর সমকক্ষ হবে এবং আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে কারও অধীন থাকবে না। অতএব মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করছেন :—

(ক) যুদ্ধ বিরতির অব্যবহিত পরেই নিম্নলিখিত উপায়ে ভারতের নূতন শাসন প্রণালী রচনা করবার জন্য একটা পরিষদ নির্বাচিত হবে।

(খ) নিম্নে বর্ণিত উপায়ে এই পরিষদে ভারতের রাজন্যবর্গ যেন যোগ দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হবে।

(গ) মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট এইভাবে রচিত নূতন শাসনতন্ত্র মেনে নিয়ে নিম্নোক্ত শর্ত্তমতে কার্যকরী করবেন :—

(১) বৃটিশ ভারতের কোন প্রদেশ যদি এই নবগঠিত শাসনতন্ত্র মেনে না নেয় এবং পূর্বের শাসনতান্ত্রিক অবস্থায় থাকতে চায় তবে তার এ দাবী স্বীকার করে নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে সেটা যদি নূতন শাসন ব্যবস্থার অধীনে আসতে চায় তবে সে ব্যবস্থাও করা হবে। মহামান্য

www.pathagar.com

সম্রাটের গভর্ণমেন্ট এই ধরণের প্রদেশগুলোকে নূতন শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী নবগঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় পূর্ণ শাসন ক্ষমতা দিবে।

(২) মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেন্ট এবং শাসনতন্ত্র গঠনকারী পরিষদের মধ্যে একটা চুক্তি হবে। ভারতীয়দের নিকট পূর্ণ শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হবে এই চুক্তির ফলে সেগুলোর মীমাংসা হবে। এই চুক্তি অনুযায়ী এবং মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেন্ট দায়িত্ব রক্ষার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলোর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে, কিন্তু ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের সাথে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক কিরূপ হবে এ-চুক্তিতে সে সম্পর্কে কোন প্রকার নির্দ্দেশ থাকবে না।

ভারতের রাজন্যবর্গ নূতন শাসন প্রণালী গ্রহণ করুন বা না করুন নূতন পরিস্থিতি অনুসারে তাঁদের সাথে বৃটিশ সম্রাটের যে সব চুক্তি আছে সেগুলোর সংশোধন করা হবে।

(ঘ) ভারতের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের নেতারা যদি অন্য কোন উপায় স্থির না করেন তবে নিম্নোক্ত উপায়ে নূতন শাসনতন্ত্র গঠনকারী পরিষদ গঠিত হবে ঃ—

যুদ্ধ বিরতির পরেই প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল জানা যাবে। তখন প্রাদেশিক নিম্ন পরিষদগুলোর সমস্ত প্রতিনিধিরা একটা নির্বাচন পরিষদ রূপে [Electoral College] আপেক্ষিক নির্বাচন প্রথা [Proportional representation] অনুযায়ী ভারতের 'নূতন শাসনতন্ত্র গঠনকারী পরিষদ' নির্বাচন করবে। এর সংখ্যা নির্বাচন পরিষদের সদস্য সংখ্যার ১/১০ হবে। ভারতীয় রাজন্যবর্গ ইচ্ছা করলে ষ্টেটের জনসংখ্যার অনুপাতে নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবেন। এই সমস্ত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও বৃটিশ ভারতীয় সদস্যদের ক্ষমতা একই রকমের হবে।

(ঙ) এই সঙ্কটকালে ভারতে যতদিন এই নূতন শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী না হয় ততদিন মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেন্টের হাতেই দেশরক্ষা বিভাগের সকল কর্তৃত্ব থাকবে, কিন্তু সমস্ত অস্ত্রবল ও জনবল সংগঠনের

www.pathagar.com

কার্য ভারত গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব ও ভারতীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় সম্পন্ন হবে। মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেন্ট অবিলম্বে ভারতের প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের নেতাদের তাঁদের নিজেদের এবং মিত্রশক্তির মঙ্গলের উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব বিবেচনা করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। এই উপায়ে তাঁরা [ভারতের নেতৃবৃন্দ] ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এমন একটা মহান এবং প্রয়োজনীয় কার্যে কার্যকরী সাহায্য ও সহযোগিতা দান করতে সক্ষম হবেন [১৯৪২]।

আচারী-ফর্মুলা (প্রস্তাব ৮, ১৯৪৪)

(ক) স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে নিম্নে যে সকল শর্ত বর্ণিত হচ্ছে সেই সকল শর্তাধীনে মুসলিম লীগ ভারতীয় স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করবে এবং স্থায়ী গভর্ণমেন্ট গঠিত না হওয়া পর্যন্ত একটা সামরিক গভর্ণমেন্ট গঠনে কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করতে সম্মত থাকবে।

(খ) যুদ্ধের পর উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পরস্পর সংলগ্ন অঞ্চলগুলো নির্ধারণের জন্য একটা কমিশন নিযুক্ত করা হবে। এইভাবে নির্ধারিত অঞ্চলগুলোতে পূর্ণ বয়স্কদের গণভোটের দ্বারা স্থির করা হবে যে এ অঞ্চলগুলো হিন্দুস্তান হোতে বিচ্ছিন্ন না সংশ্লিষ্ট থাকবে। এই অঞ্চলগুলো যদি স্থির করে যে তারা হিন্দুস্তান হোতে স্বতন্ত্র হয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করবে তবে তাই হবে। সীমান্তের জেলাগুলোতে এ সিদ্ধান্ত প্রযুক্ত হবে না ; তাদের হিন্দুস্তান বা পাকিস্তান যে কোন রাষ্ট্রের সাথে যোগদানের ক্ষমতা দেওয়া হবে।

(গ) গণভোট গ্রহণের পূর্বে সকল দলকে স্বাধীন মতামত জ্ঞাপনের সুযোগ দেওয়া হবে।

(ঘ) স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনই যদি স্থির হয় তা হোলেও বাণিজ্য যানবাহন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে পারস্পরিক চুক্তি হবে।

www.pathagar.com

(ঙ) এক রাষ্ট্র হোতে অপর রাষ্ট্রে বসবাসের জন্য লোক স্থানান্তর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন।

(চ) ভারত শাসনের জন্য বৃটেন যখন পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করবে কেবল মাত্র তখনই এ শর্তগুলো কার্যকরী হবে [৮-৪-৪৪]।

গান্ধী-ফর্মুলা (সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৪৪)

(ক) কংগ্রেস ও লীগ কর্তৃক অনুমোদিত একটা কমিশন সীমানা নির্ধারণ করবে। নির্ধারিত অঞ্চলের অধিবাসীদের মতামত সেই অঞ্চলের পূর্ণবয়স্কদের ভোটের দ্বারা বা অনুরূপ কোন উপায়ে জেনে নিতে হবে।

(খ) পৃথক হবার পক্ষে ভোট হোলে এটা অবধারিত হয়ে যাবে যে বৈদেশিক শাসনপাশ হতে ভারত মুক্ত হবার পর যত শীঘ্র সম্ভব এই সমস্ত অঞ্চলগুলো মিলিত হয়ে একটা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করবে। সুতরাং ভারতবর্ষ দুটো স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

(গ) পৃথক হবার জন্য একটা সন্ধিপত্র থাকবে। এতে পররাষ্ট্রনীতি, দেশরক্ষা, আভ্যন্তরীণ যানবাহন, শুল্ক, ব্যবসা বাণিজ্য এবং অনুরূপ বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট এবং সন্তোষজনক শাসন পরিচালনার ব্যবস্থা থাকবে, কারণ এসব বিষয়গুলো চুক্তিকারী পক্ষগুলোর ভিতর তখনও সমস্বার্থের বিষয়বস্তু বলে পরিগণিত হবে।

(ঘ) দুটো রাষ্ট্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদের অধিকার সংরক্ষণের শর্তও এই সন্ধিপত্রে থাকবে।

(ঙ) কংগ্রেস ও লীগ কর্তৃক এই চুক্তি গৃহিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় দল মিলিতভাবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একটা কার্যসূচী গ্রহণ করবে (২৪—১—৪৪)।

লিয়াকত-দেশাই চুক্তির শর্তাবলী (১৯৪৫)

(১) বর্তমান শাসন ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যেই কংগ্রেস ও লীগ নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে একটা সাময়িক জাতীয় সরকার গঠন করতে সম্মত হচ্ছে :—

www.pathagar.com

(ক) নূতন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই সমান সংখ্যক আসন পাবে।

(খ) এইরূপে প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট অনুন্নত সম্প্রদায় ও শিখদের স্বার্থকে অবহেলা করা হবে না।

(গ) সামরিক সর্বাধিনায়ক [Commander-in-chief] এই কাউন্সিলের একজন এক্স-অফিসিও সভ্য হবেন।

(২) নির্বাচিত আইন সভার অধিকাংশ সভ্য যে প্রস্তাব সমর্থন করবেন না সেরূপ কোন প্রস্তাব এই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কার্যে পরিণত করবেন না।

(৩) গভর্ণমেণ্ট গঠন করবার অব্যবহিত পরেই এই নূতন সরকার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বন্দী সভ্য ও অন্যান্য কংগ্রেসীদের মুক্তি দিবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গঠিত হবার পর, বর্ত্তমানে যে সমস্ত প্রদেশে ৯৩ ধারা প্রচলিত আছে সেই সমস্ত প্রদেশে লীগ-কংগ্রেস যুক্ত মন্ত্রিত্ব গঠিত হবে।

(৫) উল্লিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে বড় লাটকে ভারতের জন্য নূতন প্রস্তাব পেশ করতে বলা হবে [১৯৪৫]।

———

www.pathagar.com

প্রথম বারের কথা—

এই গ্রন্থে পাকিস্তান দাবীর যৌক্তিকতাকে অতি সংক্ষেপে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি যা বলতে চেয়েছি তা ঠিক ভাবে বলা হয়েছে কিনা সে বিচারের ভার পাঠক মহোদয়দের উপরই অর্পণ করা হোল। পাকিস্তান আন্দোলনে আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা যদি এতটুকুও সহায়ক হয় তবে শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। বইখানাকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তুলবার জন্য আমার অন্যতম বন্ধু কথাশিল্পি মৌলভী মোহাম্মদ কাসেম সাহেব যে পরিশ্রম করেছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর মহান প্রচেষ্টাকে ছোট্ট করে দিতে আমি চাই না।.....

দ্বিতীয় বারের কথা—

অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই বইখানার জনপ্রিয়তা আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। দ্বিতীয় সংস্করণে পাঠক সমাজকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাতে পেরে—আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

—গ্রন্থকার

www.pathagar.com

"আমি পণ্ডিত নেহেরুকে পাকিস্তান দাবী মেনে নিতে অনুরোধ করছি। তবেই বুঝতে পারবেন কে সর্বাপেক্ষা বেশী রক্ত দান করতে পারে। তাঁরা নাকি পাকিস্তান জিনিষটা বুঝতে পারেননি। যদি বুঝতে না পেরে থাকেন তবে এর বিরোধিতা করছেন কেন? কিসেরই বা বিরোধিতা করছেন? একটা ১২।১৩ বৎসর বয়স্ক মোসলেম বালকও পাকিস্তান বুঝতে পারে। আমি যখন মোসলেম বালকদের পাকিস্তান বলে চীৎকার করতে দেখি, তখন তাদের জিজ্ঞাসা করি 'পাকিস্তান কি'? তারা সকলেই আমাকে সঠিক উত্তর দেয়। বিশ্বাস করুন আমি এতটুকুও অতিরঞ্জিত করছিনা। বালকেরাও যে বিষয়টা বুঝতে পারে এদেশের মহান নেতা, আন্তর্জাতিকতাবাদী পণ্ডিত নেহেরু সেটা বুঝতে পারেন না। এদিক ওদিক ঘুরে না বেড়িয়ে সোজা কথা বলুন না কেন?"

—কায়েদে আজম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com